মানতিকুৎ তায়ির

পাখিদের পরামর্শসভা

শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহ.)



ভাবানুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

মানতিকুৎ তায়ির

পাখিদের পরামর্শসভা

(শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ)-এর কাব্যগ্রন্থ 'মানতিকুৎ তায়ির' এর ভাবানুবাদ)

ভাবানুবাদঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

KAA Publication

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

আমার তরীকতের পীর যুগশ্রেষ্ঠ ওলিআল্লাহ **কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া** রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাখিদের পরামর্শসভা
(মানতিকুৎ তায়ির)

ভূমিকা

আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় আমরা সুপ্রিয় পাঠকদের হাতে আউলিয়াকুল শিরোমণি শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ)-এর কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ "মানতিকুৎ তায়ির" বা "পাখিদের পরামর্শসভা" কাব্যগ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। প্রায় হাজার বছর পূর্বে রচিত এ গ্রন্থটি শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ)-এর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। বাংলা ভাষায় এ পুস্তকের কোন কাব্যানুবাদ এ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে ১৯৮৪ সালে ইংরেজী ভাষায় আফকাম দরবন্দী ও ডিক ডেভিস নামে দু'জন লেখক এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। মূল ফার্সি ভাষার কপি পাওয়াও ইদানিং দুর্লভ। বর্তমান এ ভাবার্থটি উক্ত ইংরেজী গ্রন্থ ও অন্যান্য বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংস্করণ থেকে করা হয়েছে। এখানে স্বীকার্য, আমরা মূল গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছি মাত্র। পাঠকদের কাছে যদি এটা সমাদৃত হয় তবে ভবিষ্যতে কোনদিন এর পূর্ণ অনুবাদ করার আশারাখি। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়।

অত্যন্ত রসপূর্ণ ফার্সি ভাষায় শাব্দিক ছন্দে কবিতার মাধ্যমে শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) তাঁর এ রূপক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। আমরা যেহেতু বিভিন্ন সূত্র থেকে এ ভাবার্থ করেছি তাই এটাকে মূল গ্রন্থের সরাসরি অনুবাদ বলা সঠিক হবে না। আসলে ব্যাপারটা এই- শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তারের মানতিকুৎ তায়ির অনুকরণে বাংলা ভাষায় একটি কাব্য-কাহিনী আমরা রচনা করেছি। মূল সূত্রের রস-রহস্য এখানে ফুটে না উঠলেও চেষ্টা করা হয়েছে যথাসাধ্য। আমরা আশাকরি বাংলা ভাষার কাব্যামোদী ও বিশেষকরে সুফী তাত্ত্বিকরা এ গ্রন্থ পাঠ করে যেমনি আনন্দবোধ করবেন তেমনি উপকৃতও হবেন।

এই কাব্যগ্রন্থের অনুসরণে একটি বাংলা পুস্তক রচনার ইচ্ছা আজ থেকে প্রায় ৭ বছর পূর্বে প্রথম জাগ্রত হয়। আমি তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত বার্বেক কলেজে 'সুফিতত্ত্বের' উপর অধ্যয়নরত। যদিও মানতিকুৎ তায়িরের কথা আমি বহু আগে থেকেই অবগত ছিলাম, তথাপি এই অধ্যয়নকালে এর সঙ্গে আমার সম্যক পরিচিতি ঘটে। কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে আমাদের প্রধান সূত্র বই ছিলো এই মানতিকুৎ তায়ির। আমাদের ক্লাসে মূল ফার্সি ভাষার একটি সংস্করণ একজন ইরানী ছাত্র নিয়ে এসেছিলেন। ইরানী এই ব্যক্তির কণ্ঠে আমি সর্বপ্রথম ফার্সি ভাষায় এ কালজয়ী গ্রন্থ থেকে একদিন দু'চারটে পংক্তি শ্রবণ করে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। অবশ্য আমার কাছে ইংরেজী একটি অনুবাদ ছিলো। কিন্তু মূল ফার্সির সঙ্গে এর তুলনা নেই। যাক, এই গ্রন্থটির ভাবার্থ বাংলায় সাহিত্যামোদীদের জন্য প্রকাশ করার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা তখন সাথে সাথে আমার মনে জন্মলাভ করে। আর এর ফলেই আল্লাহর অনুগ্রহে ও দীর্ঘ ২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতার আলো দেখেছে।

আমরা এ কঠিন কাজটির সফলতার জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আমাদের আশা, এ পুস্তকটি পাঠ করে অনেকেই আনন্দ বোধ করবেন এবং উপকৃত হবেন। পাঠকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, মূল কবিতাগুলো পাঠ করার পূর্বে সরল ভাষায় উপস্থাপিত বইটির বিষয়বস্তু আগে পড়ে নেবেন। এতে কবিতা পাঠে আরও তৃপ্তি অনুভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আরজ গোজার,

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
লণ্ডন, ১লা জানুয়ারী, ২০০১ ঈসায়ী।

সংক্ষেপে বইটির বিষয়বস্তু

মানতিকুৎ তায়ির সম্পূর্ণটাই কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্লোকে শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক ভ্রমণকে রূপক কল্প-কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বাংলা ভাষার সর্বসাধারণ পাঠকদের জন্য এই গল্পের বিষয়বস্তু এখন সরল ভাষায় তুলে ধরা হচ্ছে। এটা পাঠ করার পর কবিতাগুলো পড়লে বিভিন্ন কথার মর্মোদ্ধার অনেকটা সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

একদা এক বিরাট জঙ্গলের সকল পাখিরা একত্রিত হলো। পাখিদের এই গ্রাণ্ড বৈঠকে ১ লক্ষ সদস্য যোগ দিলো। এ আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ছিলো, একজন রাজা নির্বাচিত করা। সবার কথা হলো, পৃথিবীতে যতো রাজ্য আছে সর্বত্রই একজন রাজা আছেন। অথচ আমরা পাখিদের কোন রাজা নেই। বন্য পশুদেরও রাজা আছে, অর্থাৎ সিংহ। তাহলে পাখিদের রাজা হবে না কেন?

বৈঠকে অনেকে অনেক মন্তব্য করলো কিন্তু এতে কারো মন বসলো না। এরপর হুদহুদ নামক এক প্রজ্ঞাবান পাখি এগিয়ে এসে বললো, "তোমরা যে রাজার সন্ধান করছো তাকে আমি চিনি। এ রাজার নাম হলো 'সীমোর্গ'।" এখানে হুদহুদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের পেছনে রহস্য আছে। হুদহুদ ছিলো বাদশাহ ও নবী সুলাইমান (আঃ)-এর বার্তাবাহক পক্ষী। আর যেহেতু নবীর সংবাদদাতা তাই তার মধ্যে ছিলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। বাদশাহ সুলাইমানের (আঃ) সান্নিধ্যে থেকে সে দিব্যদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানার্জন করেছিলো। শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) কাহিনীর শুরুতে এ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। বাস্তবে হুদহুদ হচ্ছে মারিফাতের ভ্রমণে পথনির্দেশক বা গাইড। সাধারণত সুফীদের ভাষায় এই গাইডকে 'মুর্শিদে কামিল' বলে। মানতিকুৎ তায়িরের প্রতিটি কবিতাই এই হুদহুদ পাখির উপর কেন্দ্র করে রচিত। হুদহুদ নিজেই তার ভাষায় বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা উপস্থাপন করে।

হুদহুদের প্রস্তাব শোনে সবাই জিজ্ঞেস করলো, "এই রাজা এ বৈঠকে এসেছেন?" হুদহুদ জবাব দিলো, "এ বাদশাহ তো এ জঙ্গলের বাসিন্দা নন। তিনি থাকেন অনেক দূরে এবং তার কাছে যেতে হলে অনেক লম্বা একটি কঠিন ভ্রমণে যেতে হবে।" সব পাখিরা হুদহুদের এই তথ্যে উৎসাহিত হলো। সবাই প্রথমে এই ভ্রমণে যেতে তড়িঘড়ি

করতে লাগলো। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারলো এ ভ্রমণ মোটেই সহজ-সরল নয় তখন তারা একে একে শুরু করলো নানান অজুহাত। বুলবুলি তার বাগান ছেড়ে যেতে পারবে না, বাজপাখি জাগতিক বাদশার আদরের পাখি থাকাকেই সে যথেষ্ট মনে করে, চড়ুই তার দুর্বলতা ও সাহসের অভাবে অত্যন্ত ভীরু, রাজহংসী তার পুকুর ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী নয় প্রভৃতি।

হুদহুদ প্রত্যেকের অজুহাতকে বিভিন্ন উপমা, যুক্তি, অতীতের গুণিজনদের উপদেশ প্রভৃতি তুলে ধরে খণ্ডন করতে থাকে। কিন্তু পাখিদের অজুহাতেরও সীমা নেই। হুদহুদ কোন কোন সময় তিরস্কার ও যুক্তির সমন্বয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, তাদের অজুহাত একটিও সঙ্গত নয়। এগুলো সবই ভুয়া।

এরপর সমগ্র পাখির পাল কিছুদূর ভ্রমণ করে। কিন্তু একটু এগিয়েই আবার থেমে যায়। এখানে এসে সবাই মনস্ত করলো, যেহেতু আমাদের সংখ্যা অনেক তাই পথহারা হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রবল। সুতরাং তারা সিদ্ধান্ত নিলো একজন নেতার প্রয়োজন। এ নেতা তাদেরকে গন্তব্যস্থলের দিকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবেন। এ পর্যায়ে তখন শুরু হলো নেতা নির্বাচন। অনেক কথাবার্তার পর লটারির মাধ্যমে নেতার দায়িত্ব এসে শেষ পর্যন্ত হুদহুদের ঘাড়েই পড়লো। হুদহুদ এ দায়িত্ব গ্রহণ করে বললো, "আমাকে নেতা বানিয়েছ তাই আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।" সবাই একমত হয়ে বললো, "অবশ্যই, কারণ আমরা জানি এই বাদশাহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আপনারই আছে। তিনি কোথায় থাকেন, কোন্ পথে গেলে তাঁর দরবার পর্যন্ত পৌঁছা যায়, কোন্ পথ ভ্রান্ত প্রভৃতি সবই আপনার জানা। কারণ আপনি এ রাস্তায় ইতোমধ্যে একবার ভ্রমণ করে এসেছেন।"

এরপর পাখিরা ভ্রমণ শুরুর আগে হুদহুদকে রাস্তা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলো। এসব প্রশ্নের জবাব উপমার মাধ্যমে হুদহুদ উপস্থাপন করে সবাইকে জানালো। অবশেষে পাখিরা জানতে চাইলো, "এ ভ্রমণের দূরত্ব কি?" এ প্রশ্নের জবাবে তাদের পথপ্রদর্শক হুদহুদ একে একে সাতটি উপত্যকার বর্ণনা করলো। এসব মূলত মারিফাতের স্তরসমূহ। যারা এ পথে পাড়ি দেবে তাদের সবাইকে ফরিদুদ্দীন আত্তারের (রাহঃ) মতে এই সাতটি স্তর পার হয়ে যেতেই হবে। তবে এগুলো মোটেই সহজ সরল নয়। প্রত্যেক মারিফাতপন্থীকে এসব স্তর সফলভাবে অতিক্রম করার পরই গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব। সব

পাখিরা যখন পথের অবস্থা ও কাঠিন্যতা সম্পর্কে অবগত হলো তখন হুদহুদের নেতৃত্বে শুরু হলো এই অপূর্ব ভ্রমণ।

শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) আসল ভ্রমণটির বৃত্তান্ত তুলনামূলক অল্প ক'টি কবিতায় বর্ণনা করেছেন। ৭টি উপত্যকা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত পাখিরা সীমোর্গের দরবারে এসে হাজির হলো। প্রথমে তাদেরকে দরবারে প্রবেশ হতে দেওয়া হলো না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে তারা ভেতরে প্রবেশ করলো। তবে এখানে একটি জিনিষ উন্মুক্ত হয়ে গেল। দেখা গেল ১ লক্ষ পাখির মধ্যে দরবারে পৌঁছেছে মাত্র ৩০টি। ফার্সিতে 'সী' অর্থ হলো, 'ত্রিশ' আর 'মোর্গ' অর্থ 'পাখি'। সুতরাং সীমোর্গ অর্থ 'ত্রিশটি পাখি'। এত কষ্টসাধ্য কঠিন এপথে তারা মরণ-পণ সাধনা করে এসে কি দেখলো- সীমোর্গ সর্বদাই তাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এ ভ্রমণে না আসলে তারা কেউই এ জ্ঞান আহরণ করতে পারতো না।

এ হচ্ছে সংক্ষেপে গল্পের বিষয়বস্তু। রূপক এই কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। পাখিরা হচ্ছে মানবাত্মা। মানবাত্মা কিভাবে ইবাদত, রিয়াযত, মুশাহাদা, মুজাহাদা, ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে প্রভুর নৈকট্য হাসিল করে ধন্য হতে পারে এই ভ্রমণকাহিনী তারই একটি রূপক উপস্থাপনা। কাহিনীর প্রধান নায়ক হুদহুদ হচ্ছে মুর্শিদে কামিল। কাহিনীর কবিতাগুলো আধুনিক ছন্দে রচিত, তবে মূল ফার্সি ভাষার কবিতাসমূহ ছিল শাব্দিক ছন্দে রচিত।

এ প্রসঙ্গে এতটুকু বলাই যথেষ্ট। বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে পাঠকদের কবিতা পাঠে অনুৎসাহিত করা আদৌ আমাদের উদ্দেশ্য নয়! কবিতার ভাষায় সম্পূর্ণ গল্পটি প্রকাশ করাই ছিলো মূল লেখকের লক্ষ্য এবং তা তিনি করেও গেছেন।

আড়ম্বর অধ্যায়

বনের সব পাখীদের পরামর্শসভায় স্বাগতম!

প্রিয় হুদহুদ! স্বাগতম! তুমি আমাদের পথ-প্রদর্শক;
তোমার উপরে বাদশা সুলাইমানের ছিলো গভীর ভরসা-
গুপ্ত সংবাদবাহক ছিলে; তাঁর ও বিলকিসের দরবারে,
তুমি জানতে তাঁর হৃদয়কে, তিনিও জানতেন তোমার ভাষা-
থেকে তাঁর সান্নিধ্যে তুমি করেছিলে আহরণ জ্ঞান
দৈত্যকে পাতাল-দেশে বন্দী করে রাখার কৌশল,
তোমায় তাই এ সাহসী কীর্তি হেতু মুকুট পরানো হলো।

এবং এসো, স্বাগতম হে দোয়েল! ওঠো এবং চাঞ্চল্যতায় রত হও!
তোমার ঐসব মধুর গানে মানব-অন্তর কেড়ে নিতে পার;
মূসার (আঃ) মতো তুমি অগ্নিবর্ণ আলো দেখেছ উচ্চে
উড়ে যেতে লালায়িত তাই সিনাই পর্বতের শৃঙ্গে,
তাঁর মতো, ফিরাউনের কঠোর হাতকে এড়িয়ে-
তুমি যেতে চাও পর্বতের উপরে আপনার গৃহে?
সেথায় তুমি বুঝে নেবে অকথিত শব্দসমূহ-
যা, মরণশীল পাখিদের কর্ণে অতি-সূক্ষ্ম আওয়াজ মাত্র।

আর স্বাগতম ওহে ঠিয়া! মনোরম গভীর বনবাসী!
তোমার সুন্দর পালকে আছে এক অপূর্ব চাতুরী বিদ্যমান-
টুকটুকে লাল অগ্নিবর্ণ একটি মালা গলায় ঝুলন্ত;
যদিও পালকের রং যেন সৌন্দর্যের স্বরূপ-
গলের ঐ মালাটি যে নরকের অগ্নি; যদি রক্ষা পেতে চাও-
ইব্রাহীমের (আঃ) মত নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হতে;

আগুন হলেও- তুমি থেকে যাবে অক্ষত-
যদি কেটে দাও প্রথমেই নমরুদের মস্তক!

স্বাগতম! প্রিয় শ্যামা- কি অদ্ভুত তোমার গর্ব!
জ্ঞান-পর্বতের ধারে চলে চলে;
অট্টহাসি ছুঁড়ে দাও পথের নীরবতা ভেঙ্গে,
তবে এসো! সর্বশক্তি দিয়ে প্রভুর দ্বারে দাও নাড়া;
কল্পনার নফস-পাহাড়কে করো ধ্বংস, এবং সেথা
ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি উট ভেসে আসবে দৃষ্টিপরি;
চড়ে এ জন্তু ভ্রমণে যাও, গন্তব্যে পৌঁছে
দেখবে সালেহ (আঃ) তোমায় স্বাগত জানাবেন- যেন হারানো বন্ধু।

স্বাগতম! বিরল পাখি শ্বেত-চিল, আর কতকাল তুমি থাকবে,
আপন স্বাধীনতা নিয়ে এতো হিংসুক?
তুমি যে ভালোবাসার প্রলোভনে মত্ত,
দাও উৎসর্গ জ্ঞান- প্রেমের জন্যে;
দেখবে তখন ক্ষণকালে সর্ব-নিত্যতা;
স্বভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত হও, হও আত্ম-শক্তিধর সাহসী,
মহা-শান্তিতে একত্বের (তাওহীদের) কৃষ্ণ গুহায় বিশ্রাম নাও।
মহানন্দে মত্ত হও! এ বদ্ধ গুহায়, চিত্ত-বিক্ষেপ-মুক্ত-
তোমার সাথী সেথা হবেন বিশ্বনবী (সাঃ)।

স্বাগতম! ওহে কোকিল! তুমি নিশ্চয়ই একদা শুনেছ-
আল্লাহর প্রথম সর্ব-নির্দেশিত ডাক,
তুমি যখন ভালোবাসার গানে মত্ত হয়েছো-
তবে আপনকে নাকচ করো,
কারণ সে আবর্তে আমাদের জীবন হয় বিপন্ন;
ঈসার (আঃ) মত খচ্চর চড়ে চলো,
আপনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করো-

এবং তাকে অগ্নিদগ্ধ করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করো।

স্বাগতম! প্রিয় বুলবুলি- তোমার মিষ্টি কণ্ঠ হতে
ঝঙ্কার তোল প্রেমিকের করুণ বিরহের গীতি;
দাউদের (আঃ) মতো ভালোবাসার গুলবাগে- অতি ধীর তানে
গাও সে গান; যে গানে মানুষ বিরহে মৃত্যুমুখী হয়।
ওহ! গেয়ে যাও দাউদের (আঃ) মতো, এবং তোমার গানে গানে
জর্জরিত মানবকে আপন গৃহে নিয়ে যাও- মুক্ত করে।
মানবের “নফস” যেন লোহার জামা,- গলিত করো তা-
তরল পদার্থ হয়ে যাক- যেমন দাউদের (আঃ) স্বর্গীয় আবেগ ছিলো,
এরই সাথে তুমি যাবে চলে ভালোবাসা বুকে পুষে, আপনকে ভুলে।

এবং স্বাগতম! হে মায়াময়ী ময়ূর- একদা বেহেশতের অধিবাসী,
সর্পের বিষধর দংশনে বিতাড়িত হলে- হলে বিপথগামী,
তোমার সহজাত আবেগ ছিল সর্পের প্রভুর (শয়তান) পানে,
তাই প্রত্যাখ্যাত হলে সে দুর্ভাগ্য কালের চক্রে।
সে তোমার অ-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হৃদয়ে কালিমা ঢেলে,
ফেলে দিল ঘেরা ফলের বাগের ছায়ায়- জটিল আঁধারে-
এ সম্পর্ক ধ্বংস না করে, তুমি কেমনে-
হবে বলো তীর্থ যাত্রী, আমাদের গুপ্ত পথের পথিক?
করো সমূলে ধ্বংস এ সর্পের বিশ্রী যাদুমন্ত্র, তবেই-
আদম (আঃ) আবার তোমায় বেহেশতে স্বাগত জানাবেন।

বনের শিকারী মোরগ! তোমায় স্বাগতম! ঐ দু’টো শিকারী চোখে,
দাও দৃষ্টি হৃদয় পানে, দেখ তার মূল আলেয়ায় ডুবন্ত;
তুমি যে আবদ্ধ আপনার কাদায় ভরা হৃদে,
একটি আঁধারে ঢাকা চিৎকার শোরগোলে উত্তপ্ত নরক যেন-
ওঠো! এ আঁধার ছেদে এসো, ইউসুফের (আঃ) মতো,
ছিনিয়ে নাও, মিশরের মহা সিংহাসন,

যেথা থেকে তুমি ও ইউসুফ (আঃ) রাজকার্যে হবে মগ্ন।

প্রিয় কবুতর! স্বাগত জানাই তোমায়- কি আনন্দে তুমি পাকাও দেহ
উড়ে যেতে, আহা! তুমি আবার দুঃখভরে ফিরো!
তোমার হৃদয় আবৃত শোকের ছায়ায়, তুমি যেন ইউনুস (আঃ) এর মতো
তিমি মাছের পেটে পড়ে আছো-
নফস তোমাকে গিলে ফেলেছে, তার নিজের সুখে,
আর কতকাল তুমি তার উন্মাদ অভিশাপে জ্বলবে?
কেটে দাও তার মাথা! বেরিয়ে পড়ো চাঁদের আলোতে উড়ে যেতে
আকাশের সীমানা পেরিয়ে অনন্তে;
পলায়ন করো এ জন্তু (নফস) থেকে ইউনুসের (আঃ) বন্ধু হতে,
একত্রে ঐ মহাসাগরে, অনন্ত অসীম- নেই যার শেষ।

স্বাগতম! মিষ্ট পারাবত, স্নিগ্ধ তোমার ছোঁয়া ছিলো,
তারপর দৈবচক্রে অলঙ্কৃত হলে-
তবে কী কৃতজ্ঞতা তুমি দেখালে!
তোমার গলে দুলে এক আনুগত্যের মালা,
তথাপি তুমি আপাদমস্তকে অকৃতজ্ঞ হলে;
আপনার মহব্বতে আর থেকো না ডুবে- দেখবে তবে
যে পথে আমাদেরকে সত্যের সন্ধান দেবে।
এ পথে জ্ঞান হবে তোমার পাথেয়,
আর খিজির (আঃ) নিয়ে আসবেন
স্বচ্ছ জল, জীবনের অনন্ত ফোয়ারা হতে।

এবং স্বাগতম বাজপাখি! উড়ন্ত তুমি উচ্চে আপন গৌরবে,
কিন্তু ফিরে এসো মাটিতে ভক্তের মত মাথা নত করে-
রক্তে ও কেশে তুমি ডুবে যাও,
এবং আমার উপদেশ হলো- রাখো তোমার মস্তক অবনত!
তুমি এখানে কি? সাধারণ শবাহারী, পচাঁ মাংসভোজী,

এ দুনিয়ার বেজালে পড়ে সত্য থেকে দূরে;
ইহ ও পর-জনমের ঊর্ধ্বে উড়ে যাও, সেথা-
মুক্ত হয়ে উভয় থেকে, খুলে নাও তোমার মাথার ঘোমটা-
যখন আসবে ফিরে, দু-জগতেই করবে অবতরণ
যুলকারনাইনের (আঃ) সুপ্রসারিত হস্তপরি।

ওহে ছোট্ট সোনালী চড়ুই, স্বাগতম! তোমার আগুন যেন
বাহ্যিক অসহ আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন।
যাকিছুই হোক, পুড়ে দগ্ধ হও ঐ উজ্জ্বল দাহে,
এবং বন্ধ করো তোমার চক্ষু ও আত্মা জাগতিক দাবী হতে।
তখন, জ্বলন্ত দাহে থেকে, যাকিছু যন্ত্রণা সয়ে সয়ে
আল্লাহর জিকিরে মত্ত হবে,
তুমি যখন দেখবে তাঁর গুপ্ত রহস্য, বিসর্জন করে দেবে
আপন জীবনকে আল্লাহর দরবারে। তুমি এবার সত্যিই বাঁচবে-
অবশেষে, ফের সৃষ্ট হবে মহাসত্যের মাঝে,
তুমি বিস্মিত-নিশ্চিহ্ন হবে, থাকবে শুধু প্রভু চিরন্তন।

পরামর্শ অধ্যায়

হুদহুদ সবার কাছে সীমোর্গের সংবাদ দান করে

পৃথিবীর সব পাখি একত্রে হলো জড়ো, মহাসম্মেলনে
আর অনেকে বলে: "আমাদের সংবিধান কলুষিত।
জগতের সব জাতিতে বাদশাহ আছে একজন;
কেন আমরাই শুধু পড়ে থাকবো বাদশাহ বিহীন?
রাজ্য চালনা সঠিক হবে শুধু বাদশাহ একজন হলে,
আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এহেন এক বাদশাহকে।"

পাখিরা সংলাপে হলো মত্ত, কি করে পাবে সে কাঙ্ক্ষিত রাজা।
হুদহুদ এগিয়ে এলো; বক্ষ প্রসারিত করে
সে বুকটি ছিল উজ্জ্বল, হাক্বিকাতের নূরে
মাথায় তার শোভা পাচ্ছিল সত্যের মুকুট
বিচক্ষণ, সত্যবাদী বুদ্ধিমত্তায় পরিপূর্ণ সে।
হুদহুদ ধীর কণ্ঠে বলে: আমার আসা এখানে স্বর্গীয় ইশারা;
আমি বক্ষে পুষে রাখি প্রভুর গুপ্ত কথা; জাগতিক ও ঐশী,
প্রমাণ তার- আমার ঠোঁটে আছে অঙ্কিত পবিত্র নিদর্শন
"বিসমিল্লাহ" শরীফ চিরন্তন।
রবের বিরহ বুকে নিয়ে আমি যে যাতনাসহ খুঁজি,
তা পারবে না কেহ সইতে, হুট করেও সে বাসনা হবে না পূরণ
অচেনা বিরান ভূমিতে নিয়ে শুধু যাবে আমার এ ভাব।
আমি এসেছি সুলাইমানের (আঃ) বন্ধু হয়ে, শান্ত হৃদয়ে-
এটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান সাগরের একটি মহান নাম
(তিনি কভুও ফের ডাক দেন নি, যে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে
কিন্তু আমি যবে একদা ছেড়ে চলে যাই, তিনি আকুল হয়ে

আমার ফিরে আসার জন্যে অধীর অপেক্ষা করেন-
আমার যোগ্যতা করো ওজন, এ মহান বাদশাহের আলোকে!)
আমি তাঁর পত্রবাহক- উড়ন্ত পাখি-
যাকিছু গুপ্ত ওহীর জ্ঞান ছিলো তাঁর, আমি তা জানি;
এক পয়গম্বর আমায় ভালোবেসেছিলেন; আল্লাহ আমায় বিশ্বাস করেন;
অন্য কোন পাখি এহেন মর্যাদা পেয়েছে?
বহু বছর ধরে আমি উড়েছি, বহু মাঠে-ঘাটে ঘুরি,
অতীত মহাসাগর, পর্বত, উপত্যকা, মরুবালু পরি,
এবং জলপ্লাবন উঠেছে যবে আমি উড়েছি প্রদক্ষিণ করে-
এ পৃথিবীটা ঘুরে দেখি নি কোনও শুষ্ক ভূমি;
সুলাইমানের (আঃ) সনে আমি আবিষ্কার হেতু বেরিয়েছি
পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে, সৈকত থেকে সৈকতে।
আমি চিনি আমাদের কাঙ্ক্ষিত বাদশাহকে- কিন্তু একা কেমনে
সইব এ ভ্রমণ তাঁর দূর-বন্দুর আরশ পরে যেতে?
এসো আমার সাথে, আর যবে আমাদের এ ভ্রমণের হবে ইতি
আমাদের বাদশাহ তোমাদেরকে স্বাগত জানাবেন, দান করবেন প্রীতি।
আর কতকাল তোমরা ধর্মদ্রোহিতায় থাকবে নিমগ্ন?
আপন-ঘোমটার জঘন্য অত্যাচার থেকে হও তোরা মুক্ত-
আপনকে কুরবানী করেছে যে, অতিক্রান্ত করেছে সে,
এ সৃষ্টি এবং প্রেমিক সেজে সেজন উঠেছে ঊর্ধ্ব লোকে।
তোমাদের আত্মাকে করো মুক্ত বন্ধন হতে;
বাইরে করো পদার্পণ, চলো আমাদের সরল রাজপথেঃ
আমাদের আছে একজন বাদশাহ; কাফ পর্বত শৃঙ্গে
সীমোর্গ তাঁর নাম, মহামহিম যাঁকে তোরা খুঁজে হয়রান,
এবং সেজন আমাদের অতি কাছে আছে, যদিও আমরা
থাকি, তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট বাদশাহী থেকে দূরে।
শত-সহস্র আঁধার-আলোর পর্দা-
ঢেকে রেখেছে তাঁর অবস্থান ও নূর আমাদের মরণশীল দৃষ্টি থেকে,
এবং দু-জাহানে কোনো প্রাণী তাঁর আরশের নহে শরীক

এটাই সীমোর্গের একচ্ছত্র বাদশাহী, শুধু তাঁর একক-
তিনি করেন বাদশাহী, বাঁধামুক্ত সর্ব-শক্তিধর,
তাঁর আড়ম্বর নূরের সায়রে সাঁতার কেটে-
কোনো মনন বা বুদ্ধি ব্যর্থ হয় কাছে যেতে
তাঁর অনন্ত অশেষ অস্তিত্বের রহস্যঃ
কতো অগুনতি শত কোটি করে হাহাকার-
সত্যের ও তরীকতের রাস্তা খুঁজে খুঁজে,
যা তাঁরই কাছে পৌঁছে দেয়, কার্য-কারণ হয় যেতা ব্যর্থ,
না করে মরণশীল পবিত্রতা তাঁর নাম ও রাস্তার বিবরণ;
এখানে আত্মা ও মন বাকহীন যেন অন্ধ-
এবং তাঁর সম্মুখে, আপন ভুলা, যেন চির অন্ধকার-
কোনো দরবেশ-ঋষী তাঁর পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য,
কখনো পারে না হৃদয়ঙ্গম করতে।
কোনো অতীন্দ্রিয়-দর্শী পারবে না করতে অনুধাবন তাঁর মুখের শোভা,
তাঁর সৃষ্ট প্রাণী চায় সদা পেতে তাঁর কাছে যাবার রাস্তা,
তবে হয় ভ্রষ্ট, প্রতিটি-নতুন ধোঁকা ভরা জাগতিক খেয়ালের বশে।
কিন্তু বাহার পারে না তাঁর ইচ্ছাকে পূরণ করতে;
তুমি কি চাঁদকে করবে ওজন কতগুলো মৎস পাল্লায় তুলে?
কতো করে তাঁর সন্ধান- মস্তক ফিরে এলো বাধ্য হয়ে
যেন একটি মহা প্রতিযোগিতার পলো খেলার বলের মতো
এপার থেকে ওপারে ঘুরে- কতো করলো ক্রন্দন,
কতো অসংখ্য আর্তনাদে প্রকম্পিত হলো মহাকাশ!
মনে করো না এপথ অতি নগণ্য বেঁটে;
তাঁর দরবারের সম্মুখে আছে মহাসমুদ্র ও সাহারা মরু প্রান্তর।

শুরু করার আগে ভেবে দেখো ভালো করে;
এ ভ্রমণে তোমার হৃদয় হতে হবে সিংহের সমতূল্য।
পথ হলো বন্দুর সুদূর, সাগর অতি গহীন- কেহ উড়ে চলে
প্রথমে চপেটাঘাতের জয়ে হয়ে বিভোর, পরে সুস্থির হবে;

তুমি যদি এ পথের পথিক হতে চাও, নফসকে করো বিসর্জন
এবং আমাদের রাজ-সিংহাসনকে তোমার জীবনের শেষ উদ্দেশ্য ভাবো।
তুমি যদি বলতে চাও, "আমি এ পথের পথিক" - তবে
জীবনের বন্ধন থেকে নিজেকে ধুঁয়ে করো মুক্ত;
প্রেম হেতু করো বর্জন তোমার আত্মা; তাঁকে তুমি করো আপন
সে করবে কুরবান আপন অন্তঃনিগূঢ় সত্তা তোমার জন্যে।

এটা ছিল চীনে একদা গভীর এক অমানিশা রাতে,
সীমোর্গ প্রথমে দিলো দেখা নশ্বর দৃষ্টি পরি-
সে একটি পালক ছেড়ে দিলো, যা বাতাসে ভেসে ভেসে নেমে এলো,
আর এ কথা প্রকাশ পেল জগতব্যাপী;
পৃথিবীর মানুষ একক আলাদাভাবে ভেবে নিলো
এ পালকের স্বরূপ, এবং সবে বিশ্বাস করে নিলো
আপন আপন ব্যক্তিগত কল্পনা একক সত্য বলে!
(চীনে আজো এ পালক দেখতে পাওয়া যায়,
তাইতো বলা হয়, "জ্ঞান আহরণে সুদূর চীন পর্যন্ত যাও।")
যদি এ একক পালক ভেসে নেমে আসতো না,
জগত তাঁর সুনামে হতো না পরিপূর্ণ-
এটা তাঁরই এক নিদর্শন, এবং প্রতিটি হৃদয়ে
এ পালকের একটি বিপরীত পালক লুকিয়ে আছে বিদ্যমান।
কিন্তু যেহেতু সব ভাষা অপারগ, আমারটিতে কি লাভ হবে
এ চিহ্নকে বুঝাতে বা এটার তুলনা দিতে?
যে কেহ চায় পথে নেমে আবিষ্কার করতে
তাকে আসতে দাও- এছাড়া আর কি-ই বা বলার আছে?"

শেষ হলো হুদহুদ পাখির ভাষণ, এবং সাথে সাথে
কিচির-মিচির করে উঠলো সব পাখি মেতে-মেতে।
সবে হলো মত্ত তাদের দূরের বাদশাহর গুণগানে;
তবে সবে শঙ্কিত হলো উড়ে যেতে সে রাজ্য পানে;

সবাইকে আপন নফসকে কুরবান করে, হতে হবে বন্ধু
সাথীদের- ভ্রমণের ইতি অবধি।
কিন্তু তারা যখন ভেবে নিলো ভ্রমণের দূরত্ব ও কাঠিন্য,
তারা সন্দেহে হলো লিপ্ত; তাদের সাহসী শক্তি গলে গেল;
তাই প্রতিটি পাখি আপন অভ্যাস হেতু কৃতজ্ঞতা দেখালো,
কিন্তু নানা যুক্তির অজুহাতে ভ্রমণে যেতে অস্বীকার করলো।

অজুহাত অধ্যায়ঃ প্রথম পর্ব

বুলবুলির অজুহাত

বুলবুলি তার অজুহাত নিয়ে এলো সবার অগ্রে,
তার বিনয়ী মধুর গানের সুরে বিরহের তৃষা নিয়ে।
ভিড়ের মাঝে এক অপূর্ব নীরবতা নেমে এলো,
ভালোবাসার বিরহ-বিলাসের শতকথা কণ্ঠে ফুটে উঠলো।
'প্রেমের সব গুপ্তকথা আমার অজানা নয়,'
গুণগুণে সে বলে- 'আঁধার রাতভর আমার গানে
উঠে প্রতিধ্বনি, এবং আমার অনুচরদের কানে তা
যেন মিষ্টি বীণার করুণ সুর,
বিলাপের এ বিষাদ গীতি যেন প্রেম-ব্যাধি এক বংশী;
ভালোবাসা যখন আমার হৃদয়ে কথা বলে নীরবে,
আমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মহাসিন্ধুর দুঃখ গাঁথা।
যে শুনে এ গানের কথা, 'কারণে'র আইন থেকে হয় মুক্ত;
পাকা জ্ঞানী সন্তুষ্ট হয় প্রেমের যাদু মন্ত্রে;
আমার ভালোবাসা গোলাপের জন্য; আমি তার সামনে মস্তকাবনত করি;
তার উপস্থিতি ছাড়া আমি বাঁচতে নাহি পারি।
সে ছাড়া এ বুলবুলি সব হারাবে জানি,
বিলুপ্ত হবে তার বিলাপ-বিরহের কণ্ঠের মধুর গানখানি।
এবং আমার হৃদয়ের ব্যথাটুকু আর কেহ জানে না,
মনের কথা বুঝে শুধু, প্রেমিকা সেই গোলাপ।
আমি তার ভালোবাসার সায়রে অতলে গেছি ডুবে,
আমার আপনকে আমি ভুলে গেছি চিরতরে।
তার ভালোবাসার উপাসনা, আমার এ জীবন;
তারই সন্ধান হয়ে গেছে আমার জীবনের পাথেয়

(আর বুলবুলিরা নয় শক্ত হৃদয়ের প্রাণী;
সীমোর্গের পথ তাদের জন্য অত্যন্ত দুরূহ বটে।)
আমার প্রেম এখানেই; যে ভ্রমণের প্রস্তাব তুমি করো
তা পারবে না ভ্রষ্ট করতে আমায় জীবন থেকে-
আমার গোলাপ হতে।
আমার জন্য এসব নারী-ফুল; আর কি হতে পারে এর চেয়েও প্রশান্ত,
যা পারবে জীবনকে আরোও শান্তি দিতে?
গোলাপের মিষ্টি মধুটুকু যে আমারই হৃদয়ের কাম্য;
সে আমার দৃষ্টির মাঝে প্রস্ফুটিত হয়-
আমি কি করে তাকে ছেড়ে যাবো, একটি রাতেরও জন্য?'

হুদহুদের প্রত্যুত্তর

হুদহুদ জবাবে বলেঃ 'প্রিয় বুলবুলি!
জাগতিক যে ভালোবাসা হেতু তুমি করছো চেঁচামেচি,
তাতো শুধু বহির্ভূত জীবনের প্রদর্শনী।
জাগতিক মায়াকে করে বিসর্জন, পাখা করো প্রসারিত
আমাদের ভ্রমণে যেতে;
ধারালো কাটা গোলাপকে প্রহরা দেয়
যদিও তার সৌন্দর্য অকালে বিলুপ্ত হয়।
আসল প্রেমে দেখাবে তোমায়,
এসব ফাঁকা-প্রণয় কি বা হয়,
এ-তো স্বল্প স্থায়ী ঘুর্ণাবর্ত ছাড়া আর যে কিছু নয়।
তা তোমার জাগ্রত-নিশীতে বিষাদ ও দুঃখ ছুঁড়ে-
ভুলে যাও সে গোলাপের রক্ত বর্ণ,
হয়ে যাও রাঙ্গা অনুশোচনার হৃদয় নিয়ে!
প্রতি বসন্তে গোলাপি হাসে, তোমার জন্য নয়- যদিও তুমি ভাবো,
কিন্তু তোমার ফাঁকা বিরহ দেখে- এ অট্টহাসির
খেলা।'

দরবেশ ও রাজকুমারীর কাহিনী

কোন এক রাজা ছিলেন, যাঁর কন্যার প্রশান্ত সৌন্দর্য
যদি কোন পুরুষের দৃষ্টিতে পড়তো তবে,
পলকের মাঝে সে বলতো 'আমি তার ভালোবাসায় পড়েছি!'।
রাজকন্যার কৃষ্ণ কালো চুল হেলতো দোলতো
তারাহীন সন্ধ্যার মতো, কোমল সৌরভীতে ভরা,
যেন মসৃণ কস্তুরি;
তার চোখের ধীর মোহিনী-শক্তির যাদু জাগ্রত করে দিত-
ঘোর নিদ্রিত প্রেমের আবেগ, এবং যখন সে কথা বলতো,
মধু থেকেও মিষ্ট তার ওষ্ঠ-দ্বয় মনে হতো;
তার সে ওষ্ঠের রং ছিলো রুবির চেয়েও রাঙ্গা।
কোনো এক দরবেশ ভাগ্য হেতু দেখে নেয় তাকে।
তার কড়া-বাঁধা হাতে সে, সে রূপের বাহার অন্তরে তুলে নিলো
আর রাজকুমারী চেয়ে চেয়ে একটি মুচকি হাসি দিলো।
এ চাহনি তার হৃদয়ে বাসা বাঁধলো- সে পাগল হতে থাকে
জ্বলন্ত ভালোবাসা ও অস্থির যন্ত্রণা বুকে নিয়ে;
তাকে থাকতে হলো অপেক্ষারত ও একা,
একটি পাগলা কুকুর রাজকুমারীর গেটে সদা ছিলো পাহারারত।
দরবেশ বারে বারে কুমারীর গোলামের কাছে আবদার করে,
কিন্তু গোলাম এতে হয়ে পড়ে বিরক্ত।
অবশেষে দরবেশের এ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে
গোলাম, করে নিলো এক জঘন্য খুনের পরিকল্পনা।
রাজকুমারী শুনে নিলো তার এ ষড়যন্ত্র, কিন্তু দরবেশকে ডেকে বলেঃ
"ওহে তুচ্ছ পুরুষ! কিভাবে তুমি আশা করো ভালোবাসা,
রাজকুমারী ও এক দরবেশের মধ্যে?
তুমি আর এসো না হানা দিতে আমার প্রাসাদের গেটে।
কাল যদি ফিরে এসো তবে, তুমি অবশ্যই মারা যাবে।"

দরবেশ তখন উত্তর দেয় তাকে: "আমি যেদিন তোমায় প্রথমে দেখেছিলাম,
আমি আমার জীবনের মূল্যকে ভুলেছি সে মুহূর্ত হতে;
আমি তবে কেন ভীরু হবো, আততায়ীর ছুরিতে?
হাজার পুরুষ তোমার ঐ সুন্দর মুখের ভালোবাসায় মত্ত;
পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে না।
তবে যেহেতু তোমার গোলাম আমাকে কতল করতে চায়,
তবে এ রহস্যের ভেদ আমায় বলো:
তুমি কেন সেদিন আমার পানে তাকিয়ে সে অপূর্ব হাসি দিলে?"
রাজকুমারী বলে: "বেচারা বোকা! এ হাসি ছিলো পরদুঃখকাতরতা,
প্রায় বিদ্রূপাত্মক- তোমার আপন অন্ধত্ব এ হাসির কারণ। এবং তা
আমার থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো, যেন শক্তিহীন কিছু ধোঁয়া।"

তোতার অজুহাত

সুন্দর তোতা ছিলো এর পরের বক্তা,
সবুজে ঘেরা শরীর তার, মিষ্টি ফুটে ঠোঁটে,
এবং তার গলে দোলে এক স্বর্ণ-খচিত মালা।
এমনকি বাজপাখি পারে না এহেন অহংকার দেখাতে,
এমন লাবণ্য- পৃথিবীর বৈচিত্রময় সবুজ রং
অপূর্ব মন-ভুলানো ছবি, তার পালকের চমক।
আর সে যখন কথা বলে, সে চিত্তাকর্ষক শব্দ
মনে হয় এতো মিষ্ট যেন চিনির শরবত;
সে ঠোঁট মুড়িয়ে-ঘুরিয়ে বলে: 'হৃদয়হীন মানুষ
আমাকে পোষে পিঞ্জরে, তবে আমার ইচ্ছা, ফের মুক্ত হতে;
আমি যদি আমার স্বাধীনতা ফিরে পাই,
আমি খোঁজে বের করবো, অনন্ত জীবনের নহর
খিযির (আঃ) যা পাহারা দেন- তাঁর পরিধান আমার মত সবুজ,
এ ভাগ-করা রং একটি উন্মুক্ত চিহ্ন

আমি তাঁরই সমান বা সম-পর্যায়ভূক্ত।
একমাত্র খিযিরের (আঃ) সেই নহর আমার
তৃষ্ণার্ত আত্মার পিপাসা মেটাবে- আমার ইচ্ছা নেই খোঁজ করতে
সে সীমোর্গের সিংহাসন, যার কথা বলতে তুমি ভালোবাস।’

হুদহুদ তোতাকে উত্তর দেয়

হুদহুদ বলেঃ “তুমি জড়ানো গোলাম-
এটা নয় সম্ভ্রান্ত, উদার বা সাহসী,
এ চিন্তা করা, শুধু পানি আর বিশ্বস্ত বন্ধুর সন্ধান ছাড়া
তোমার উদ্দেশ্য অপর প্রান্তে নেই।
চিন্তা করো ভালো করে- তুমি কি পাওয়ার আশা করো?
তোমার আভরণ সুন্দর কিন্তু কোথায় তোমার আকৃল?
প্রেমিক হয়ে যাও আর হয়ে যাও আত্মভুলা;
ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষার যুদ্ধে, প্রেমিকের পিপাসা মেটাও!

খিযির (আঃ) সম্বন্ধে একটি কাহিনী

খিযির (আঃ) চেয়েছিলেন সাথী- যার ধ্যান ছিলো শুধু স্বর্ণপরি।
কিন্তু সে সাথী হতে রাজী হলো না
এবং খিযিরকে (আঃ) বললোঃ “আমরা দু’জনা বন্ধু হতে পারবো না,
আমাদের অস্তিত্ব মাঝে আছে আলাদা শেষ নিয়তি।
অনন্ত জীবনের জল তোমারই জন্য,
এবং তোমায় সদা জীবন্ত থাকতে হবে; জীবনই তোমার উদ্দেশ্য
আমি যেহেতু নশ্বর- তুমি চাও বাঁচতে, আর আমি
মৃত্যুর জন্যে সদা প্রস্তুত অধৈর্য বুকে;
আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি দ্রুত যেমনি যায় পাখিরা
আকাশে স্বাধীনভাবে উড়ে একটি পলকে।”

ময়ূরের অজুহাত

এরপর ময়ূর এগিয়ে আসলো, সুন্দর পেখম ধরে
শত রঙে ডঙে; এ নৃত্য যেন তার গৌরবপূর্ণ পূর্ব-রাগের নাচন'
এদিক থেকে সেদিকে ঘুরে চঞ্চলা নয়নে।
সে বলেঃ 'জগতের শিল্পী আমাকে সৃষ্টি করেছেন,
কিন্তু এ স্বর্গীয় ঐশ্বর্য যা তুমি দেখছো,
যেন তোমার হৃদয় হিংসায় জ্বলে না যায়।
আমি একদা বেহেশতের অধিবাসী ছিলাম;
সেথায় সাপের ধূর্ত পরোক্ষ উপদেশ
আমাকে করে দেয় ভ্রান্ত- আমি তার বন্ধু হলাম,
অভিশাপ এলো অতি দ্রুত, আমি সেথা থেকে হলাম বহিষ্কৃত।
আমার প্রিয় আশা, হয়তো কোন পবিত্র দিবসে
একজন প্রদর্শক এসে দেখাবে সঠিক পথ-
আমার সেই মূল জায়গায় ফিরে যাবার রাস্তা।
যে বাদশাহর প্রশংসায় তুমি মত্ত
তাতো অতি অজানা নিয়তি; আমার অবরোহী দৃষ্টি
চিরতরে হয়ে গেছে স্থিরীকৃত সে বেহেশতের গুলবাগে-
সেথায় যাওয়া আমার লক্ষ্য, যা আমি বুঝি।
বেহেশতের স্মৃতি বুকে আমি কেমনে করি সীমোর্গের সন্ধান?'

হুদহুদ এবার জবাব দেয়ঃ 'এ চিন্তাই তোমাকে করেছে পথহারা
দূর থেকে দূরে আসল পন্থা হতে;
তুমি কি ভাবো, বেহেশতের প্রাসাদের মূল্য, তাঁর থেকে বেশী
যে তা ও জগত করেছে সৃষ্টি?
যে বাসস্থানের সন্ধান আমরা করি, তাতো অনন্তে;
যে সত্যের সন্ধানে আমরা রত, যেন তা সৈকতহীন সাগর,
আর সেথা তোমার বেহেশত কিছু নয়, যেন এক ফোটা জল।

এ মহাসাগর তোমার হতে পারে; কিন্তু তুমি-
পরিতৃপ্ত হও প্রতিটি অণুকণা সহ উজ্জ্বল অংশুজালে।
যা সত্যি জ্যান্ত, তার দিকে ফিরে এসো,
ভুলে যাও যাকিছু খেয়ালে আসে-
কোনটি বেশী জরুরী- দেহ না আত্মা?
হও আস্তঃ ইচ্ছা নিয়ে বুকে, সর্বস্বে ভ্রমণ করো।'

আদম (আঃ) সম্পর্কে একটি কাহিনী

এক শিক্ষার্থী তার গুরুকে জিজ্ঞেস করে,
কেন আদম (আঃ) তাঁর অ-ভাগ করা আনন্দ মাঝে
থাকার জন্যে আদিষ্ট হলেন?
গুরু জবাব দেন "যখন তিনি, যাঁর নামের প্রশংসা আমরা করি,
বেহেশতে জাগ্রত হলেন, একটি কণ্ঠ তখন বলেঃ
'যে মানবের মন ও দৃষ্টি ফাঁদে পড়ে যায়
স্বর্গের লাবণ্যের শপথ! এ লাবণ্যকে সে যদি বাজেয়াপ্ত করে
তবেই সে তার মুখকে ফেরাতে পারে
আপন প্রকৃত প্রভুর পরে।' প্রেমিকের জীবন ও আত্মা
একটি উদ্দেশ্যে হয় স্থিরীকৃত;
স্বর্গীয় ওলীরা শিক্ষা দেন-
কাছে যাবার উপায় হলো, হৃদয়কে পরিত্যাগ করা।"

রাজহাঁসের অজুহাত

হেলে-দোলে রাজহংসী এবার এগুলো, পুকুর থেকে উঠে
বলেঃ "এখন শোনো, তোমরা কেউই এ সত্যকে পারবে না উড়াতে
আমিই যে, ইহ ও পরপারের পবিত্র সে পাখি,

যে উড়েছে ও সাঁতার কেটেছে অনন্তকাল ধরে;
আমি আমার জায়নামাজ বিছিয়ে রেখেছি, ও সদা
থাকি পরিচ্ছন্ন, প্রভুর কথা মতো। আমার মনে নেই কোন সন্দেহ,
আমার মতো পবিত্র এক জীবী পাওয়া বিরল;
পাখিদের মাঝে আমি যেন এক অপূর্ব সন্ন্যাসী-
আমার আত্মা ও পালক যেন পবিত্র কলঙ্কহীন শ্বেত।
আমি থাকি জলে, আমি পারবো না যেতে সেথা,
পুকুর-নদীশূন্য সে জগতে;
জলে ধোয়া হয় যতোসব অপরিচ্ছন্নতা,
কেন তবে এ জলের মতো আদর্শ পদার্থ ছেড়ে যাব?
স্বচ্ছ মিঠা জল আমার বাসস্থান, আমার আশ্রয়স্থল;
শুষ্ক মরুতে আমার তো কোন ফায়দা হবার নয়,
আমি পুকুরকে ছেড়ে যেতে পারবো না-
চিন্তা করো জলে কি-বা হয়;
এটাই যে জীবনের উপাদান।
আমার একটিমাত্র বাড়ি, এই 'জীবন' জল;
আমি কেন এ সীমোর্গের সিংহাসনের
ভাবনায় হবো বিভোর?"

হুদহুদের জবাব

হুদহুদ জবাবে তাকে বলে: "তোমার জীবনের ইতি ঘটেছে
অস্পষ্টতার মাঝে, জলীয় এ স্বপ্ন যা চিরন্তন নয়-
হঠাৎ একটি ঊর্মি আসে, তলিয়ে তা দেয়।
জলের পবিত্রতা বলো তুমি অত্যন্ত মূল্যবান,
কিন্তু তোমার জনম কি এতোই পবিত্র, তুমি জানো?
একদা এক অর্বাচীন বলে:
অদেখা জগত ও দৃশ্য-বিশ্ব আর কিছু নয়,

যেন এক ফোটা জল, যা আছে কিংবা নেই।
এক ফোটা জল ভেসে এলো সময়ের শুরুতে,
এবং এরই পরি সবকিছু সাঁতার দিলো।
সবকিছুই যদি লোহার তৈরী হয় তবুও গলে যায়,
কারণ, শক্ত লোহাও যে জলের উপাদানে নির্মিত-
সবকিছু যায় ধোঁয়ার মতো উড়ে-
যেন কোনও একটি রাতের স্বপন।”

শ্যামার অজুহাত

এবার শ্যামার অজুহাতের সময় হলো,
তাঁর রাঙ্গা ঠোঁটে বলে নানা ভঙ্গিমায়:
“আমার একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো- অলঙ্কার;
আমি তা খোঁজে খোঁজে হদ্দ।
অলঙ্কার আর গয়না আমার হৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করে
আমাকে রেখেছে আপ্লুত- আমার কষ্টের বহু দিনে
তুমি পারবে না বুঝাতে তাকে, যে থাকে জ্যান্ত
শুধু গহনার জন্য-
যে জানে তার জীবনের আর নেই কোন লক্ষ্য।
আমার হৃদয় হয়েছে আহত
ঐ পাহাড়ের পাদদেশে থেকে থেকে
অলঙ্কার খোঁজে খোঁজে।
গহনা ছাড়া আর কিছুর বিরহে পুড়া
যেন নশ্বরের আকাঙ্ক্ষায় মরা- এটা তো বোকামী;
কি হতে পারে আরোও অমূল্য- চিরন্তন হীরার মত?
এছাড়া এ ভ্রমণ যে অতি কষ্টকর
আমি যে পারবো না আপনকে ছিড়ে দিতে;
আমার পা দু’টি আটকে গেছে- আঠালো মৃত্তিকায়।

আমার জীবন এখানে; আমার নেই স্বাধ উড়ে যাবার;
এখানে আবিষ্কারে মত্ত আমি অমূল্য হীরক খণ্ড-
এ বিনা আমার জীবনের, ইতি হবে জেনে নাও।”

হুদহুদ তাকে জবাব দেয়

হুদহুদ বলেঃ ‘তোমার বর্ণে আছে ঐসব মণি-মুক্তার রং
যাদের ভালোবাসায় তুমি হয়ে আছ মত্ত,
যদিও তোমাকে লাগে- তোমার অজুহাতের মত- খোঁড়া,
তোমার চঞ্চু ও নখর লাল, যেন রক্ত বা আগুন,
অথচ ঐসব শক্ত মুক্তা যার থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হতে না পারো,
তোমার অন্তরকে তা আরোও শক্ত করে;
বর্ণ ছাড়া এসব পাথর মূল্যহীন মাটির খণ্ড
গুণিজনের কাছে এদের মূল্য দু’পয়সা নাহি হয়।’

বাদশাহ সুলাইমান (আঃ) ও তাঁর আংটি

সুলাইমান (আঃ) তাঁর আঙ্গুলে যে মূল্যবান এক অলঙ্কার পরতেন
তার তুলনা নেই। এটা পাথরের তৈরী এক আংটি ছাড়া
আর যে কিছুই নয়, অর্ধ রতির ওজনের এ বস্তু ছিলো
সুলইমানী সীল, যার প্রভাবে বিশ্ব জগত হতো নতশির।
(যখন বাদশাহ জানতে পারলেন রাজকর্মের দ্বারা,
হাতের আংটি বাধ্য করে তাঁর রাজ্য সারা-
প্রার্থনায় হলেন তিনি রতঃ ওহে প্রভু!
আমার পরে কেউ যেন আর এমন রাজা নাহি হয়,
আমি দেখেছি এ যশে কেমন ক্ষতি করে।

তবে তোমার ফায়সালাকে বিচার করার সাধ্য আমার নেই;
চাই গো প্রভু হতে শুধু- এক ঝুড়ি-প্রস্তুতকারক।')
এবার আসি ফিরে সুলাইমানের (আঃ) আংটির সে কথায়,
যদিও যে প্রভাব এটা দিলো বাদশাহে, ছিলো তা বাস্তব,
কিন্তু এটার মালিক হওয়ায় তাঁর মারিফাতের রাস্তায় হলো দেরী-
অন্য সকল নবী-রাসূল বেহেশতে গেলেন চলি
এ বাদশাহের পাঁচ শত বছর অগ্রে। এ ছিলো
সুলাইমানের (আঃ) আংটির খেসারত,
এবার বলো প্রিয় শ্যামা!
এহেন পাথর তোমার কেমন লাভের হবে?
এ সর্বনাশা লোভের কবল-মুক্ত হও;
শুধু সীমোর্গকে আসল মুক্তা জেনে নাও।"

হোমা পাখির অজুহাত

হোমা এবার সভায় এসে ভাষণ দান করে।
কারণ, তার ছায়ায় থাকে যতো বাদশাহ ও আমীর,
এ অশুভ চিহ্ন বিচরণশীল রাজকীয় বেশে,
হুমায়ুনের ক্ষেত্রে ছিলো যাহা, ভাগ্যশীল।
সে গানে গানে বলেঃ 'ওহ সাগর ও শুষ্ক জমির পাখিরা,
আমি তেমাদের মত নই, কিন্তু উড়ন্ত সদা থাকি
আমার আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আড়ম্বরশীল মহৎ দুটি পাখা।
আমি কুকুর-সুলভ ইচ্ছাকে করেছি আয়ত্ব; মহান রাজারা
যেমন, ফেরদৌস ও জমসেদ- তাই আমার কাছে ঋণী,
আমার আঁধার ছায়ায় তাদের ছিলো স্থান।
হেয় আর নীচ-স্বভাবের চিন্তা আমার নেই।
আমার জাঁকজমকের প্রভাবে তাই বিশ্ব হবে শান্ত-

খসরুর মাহাত্ম্য হবে আমার অতন্দ্র প্রহরী।
অহংকারী এ সীমোর্গ আমার সামনে কি-বা হয়?'

হুদহুদ তাকে উত্তর দেয়

সে বলেঃ বেচারা অহংকারের দাস!
তোমার আত্ম-গুরুত্ব সত্যিই হাস্যকর;
ছায়ার মাঝে কি-বা হয়, এতো হৈচৈ করতে হবে?
তুমি নয় যে চিহ্ন আর, খসরুর সিংহাসনের,
তুমি আজ দিশেহারা পাগলা কুকুর হাড্ডির খুঁজে মত্ত!

মৃত্যুর পরে বাদশাহ মাহমুদ

একদা এক উচ্চ মার্গের ফকীর,
স্বপ্নে দেখে কথা বলে মাহমুদ বাদশাহের সাথেঃ
'মহান বাদশাহ! কবর-জীবন কেমন লাগে বলুন?'
মাহমুদ তখন বলেনঃ "মৃত্যু পরে বাদশাহীর হয়েছে যে ইতি!
তোমার সম্বোধনে আত্মায় জাগে শিহরণ। বাদশাহী
যে ছিলো আমার অহংকার আর অজ্ঞতার ফল;
আসল বাদশাহী শুধু আল্লাহর জন্য একা-
কেমনে তবে একরাশ ধূলা সিংহাসনের যোগ্য হতে পারে?
আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে আজ,
তাই আমি রাজকীয় কল্পনার করি পরিতাপ।
আমায় তুমি 'দুর্ভাগ্যবান' বলো, নহে 'বাদশাহ'।
খাদ্যের জন্য ভিক্ষা করে মুসাফিরের বেশে,

পার্থিব জীবন কাটলে ভালো হতো- বা ঝাড়ুদার, যে কোন অধম
যে কোনমতে জীবন কেটে দেয়, কিন্তু রাজা নয়।
এখন আমায় ছেড়ে যাও!; আর কিছু বলার আমার নেই;
দোযখের প্রহরী আমার অপেক্ষায়; আমি আর থাকতে পরবো না।
বুকে আমার আশা আজ কেন পায়ের নিচের মাটি
আমায় গিলে নিলো না; ঐ অভিশপ্ত হোমা'র পাখার শব্দ শোনার আগে;
এগুলো যে এমন লোভের ছায়া দেয়, তাই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাক
সে হোমা, প্রজ্বলিত জ্যান্ত অগ্নির নরকে!"

বাজপাখির অজুহাত

উন্নত শিরে বাজপাখি এবার এলো এগিয়ে;
ভাবটা যেন তারঃ উড়িয়ে দেবে সবকিছু নীলিমায়!
তার কথায় পরিপূর্ণ- রাজা, সৈন্য-সামন্ত ও তাদের অহংকার!
সে বলেঃ "আমার শাহানশাহ যে উল্লাস এনে দেন
তা আমার স্থির-দৃষ্টিকে সাধারণদের থেকে দূরে সরিয়েছে।
ঘোমটা আমার চক্ষুপরি তাই দেখতে অপারগ,
কিন্তু আমি আমার শাহানশাহের হাতে বসে থাকি গৌরবে।
আমি জানি দরবারের সব খুঁটিনাটি, আমি পারবো
নিজেকে সংযমী করে রাখতে, যেমন দরবেশদের মতো;
আমি যখন রাজার কাছে যাই, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা
যথার্থভাবে রাখে অক্ষুণ্ন, প্রতিষ্ঠিত যত প্রথা।
এ সীমোর্গ কি হয়? আমি কি বোকার মতো
তার জন্য এতো স্বপ্নে বিভোর হবো? একটিমাত্র দানা
আমার মহান শাহানশাহের হস্ত থেকে পাওয়াই আমার কামনা;
খ্যাতি যা আছে আমার তাতেই আমি খুশী।

আমি পারবো না ভ্রমণে যেতে; আমি বরং
আমার রাজার হাতে বসে থাকবো।
কেন যাবো এ অজানা, অচেনা পথটি ধরি
কোথাকার এক অনন্ত মরু-প্রান্তর দিয়ে পাড়ি?
আমি তো মহানন্দে রাজ-দরবারে আছি জীবন নিয়ে,
সদা অপেক্ষারত বাদশাহ ও তাঁর শিকারের চিন্তা বুকে।"

হুদহুদের জবাব

হুদহুদ বলে: "প্রিয় বাজপাখি! তুমি বাহ্যিক সৌন্দর্যের বশীভূত
এবং ভুলে যাও সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ পবিত্রতার বাস্তবতা।
এ বাদশাহ যার সম্ভ্রমের আছে প্রতিদ্বন্দ্বী,
সে-তো সত্যি বাদশাহ নয়; সীমোর্গ একাই রাজত্ব করে
এবং তাঁর সিংহাসনের সমতুল্য নেই যে কিছু আর।
একজন রাজা নয় সেরূপ বোকাদের মত
যে ঝাপটি দেয় রাজ-মুকুটে এবং ভাবে রাজত্ব করে।
আসল রাজার রাজত্ব যে ভদ্র-নম্রতায়,
অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার একচ্ছত্র আনুগত্যে।
জাগতিক রাজারা সময় সময় সঠিক কার্য করে,
কিন্তু রক্তে রঞ্জিতও করে মাটি, যালিমী অপরাধে,
আর যে কেহ তার কাছে থাকে
সে সহে যাতনা, সে রাজার ধ্বংসাত্মক খেয়াল হতে।
দরবারের ব্যক্তি যে কোন ক্ষণে ধ্বংস হতে পারে-
রাজাদের ও পার্থিব ক্ষমতা থেকে দূরে তুমি থাকো।
একজন রাজা যেন জ্বলন্ত অগ্নি, মানুষ বলে;
দূরে থাকা এদের থেকে জ্ঞানীদের পন্থা।"

এক রাজা ও তাঁর গোলাম

এক রাজ্যে ছিলেন এক রাজা, যিনি তাঁর গোলামকে ভালোবাসতেন।
অল্প বয়সের সে দাসের সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়কে আপ্লুত করতো;
তিনি এ গোলামকে মূল্যবান বস্তু দান করে হৃদয়ে আনন্দ পেতেন।
একদা বাদশার হলো সখ তীর-বিদ্যা শিখে নেবেন,
গোলামের মাথায় আপেল রেখে তীর নিক্ষেপ করবেন।
আপেল মাথায় দাস দাঁড়ালো ভীষণ ভীরু মনে,
রাজা এসে আপেলে একটি দাগ দিয়ে দিলেন;
গোলাম এবার আরোও ভয়ে কাঁপতে থাকে।
এভাবে কিছুদিন রাজা প্রশিক্ষণ করে নিলেন,
যদিও গোলামের মস্তকে তীর-বিদ্ধ হলো না,
তথাপি তার মনের ভয়ও কেটে গেলো না।
একদা ভীরু এ গোলামকে এক বোকা রাজ-সভাসদ জিজ্ঞেস করে:
'তুমি যে আমাদের বাদশাহের দ্বারা মনোনীত
তবে কেন এভাবে ভীরু-মনে কেঁপে মরছো?'
গোলাম জবাবে বলে: "আমাকে যদি তীর এসে বিদ্ধ করে
ঐ আপেলের বদলে,
আমি তখন হয়ে যাবো মূল্যহীন আমার রাজার কাছে-
আহত বা মৃত সর্ব-নিম্ন-মানের যা দরবার দেখাতে পারে;
কিন্তু যখন তীর এসে বিদ্ধ হয়, এ কম্পমান চাঁদ মারি পরি
আমি কাঁপতে থাকি এবং আপেল হয় দ্বিখণ্ডিত,
এটাই বাদশাহর দক্ষতা।
বাদশাহ হলেন বিশেষ দক্ষ, যদি ফলপ্রসু হন-
না হয় এ গোলামের হবে মরণ।"

বকের অজুহাত

এবার বক এসে ঘ্যনঘ্যনে বলেঃ ‘আমার বিষাদ
অধিক আকৃষ্ট সাগরের শূন্য সৈকত প্রতি।
সেখানে কেউ শোনে না আমার নিদারুণ মৃদু কান্না-
আমি দুঃখভরে করি সেথা অপেক্ষা, বিলাপ ও দীর্ঘশ্বাসে।
আমার ভালোবাসা মহাসাগর প্রতি, কিন্তু যেহেতু আমি-
একটি পাখি, গভীর থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়,
আমি বারে বারে ঘুরে বেড়াই সে শূন্য সৈকত পরি ক্রন্দন করি।
আমার ঠোঁটটি শুষ্ক- একটি ফোটাও পান করতে না পারি-
তবে যদি সাগরের পানি কমে যায় একটি ফোটা সম,
হিংসাতুর গোস্বা আমার হৃদয়কে করবে আবদ্ধ জানি।
এ পাওয়ার প্রেম আমার জন্য যথেষ্ট;
আমি কেমনে পারি যেতে এ ভ্রমণে?
আমি পারবো না তোমার সাথী হতে, এ কঠিন যাত্রাপথে।
সীমোর্গের আলো আমাকে করবে না শান্ত;
আমার প্রেম যে সম্পূর্ণ স্থিরীকৃত সাগর মাঝে।’

হুদহুদের জবাব

হুদহুদ জবাব দেয়ঃ “যে সাগর তোমাকে করেছে পাগল
তুমি তাকে চেনো নাঃ তার গভীরে করে বাস ক্ষুধার্ত হাঙ্গর!
আসে প্রবল ঝড়, তারপর হঠাৎ শান্ত সাগর-
তার ভাব-দ্বারা খামখেয়ালি, কিন্তু গাঢ়, গোলা
যেন সদা পীড়িত;
তার জল লোনা, স্বাদে ভীষণ তিক্ত।
কতো জাহাজকে সে ধ্বংস করেছে,

যাত্রীদেরকে নিয়েছে অতলে- নিষ্ঠুর:
ডুবুরি তার জলে ডুবে মৃত্যুর ভয় নিয়ে বুকে
যেভাবে হয় নিঃশ্বাসকে ধরে রাখতে হবে;
বিফলে গেলে মৃত্যু অবধারিত।
কে পারে সাগরকে বিশ্বাস করতে? নীচতা হলো তার আইন;
তুমি ডুবে যাবে যদি না পার সিদ্ধান্ত নিতে,
সাগরের ভয়ানক ঊর্মি হতে পালিয়ে যেতে।
সে তো তার আপন প্রেমে মত্ত- কোলাহলে রত
ছোট-বড় ঢেউ সহকারে, এ কবলিত উৎপীড়ন-ইচ্ছা
হলো তার আপন প্রভুর জন্যে,
আর যেহেতু সে স্থিত হতে না পারে,
কী শান্তি তুমি পাবে তার বুকের পরে?
সে তো তাঁর জন্য বাঁচে- অথচ তুমি হলে শান্ত,
তাঁরই আমন্ত্রণেও থাকতে চাও লুকিয়ে দূরে।”

সাগরকে প্রশ্ন করে এক সন্ন্যাসী

এক সন্ন্যাসী সাগরকে প্রশ্ন করে: “তুমি কেন এ গাঢ় নীলাম্বরী
বিলাপের-বস্ত্র পরে আছো?
মনে হয় যেন তুমি ফুটন্ত, অথচ দেখি না-তো কোন অগ্নি!”
মহাসাগর বলে: “আমার প্রতাপ-সম ইচ্ছা বিরহ হলো
সে অনুপস্থিত বন্ধুর জন্যে। আমি তাঁর আকাঙ্ক্ষায়
বেশি হতাশ; আমার আঁধার বর্ণ লজ্জার কারণ ও একা থাকার বেদনা;
ভালোবাসা সে অগ্নি, কিছুই পারে না যাকে নেভাতে;
কাওসারের প্রশ্র-বাণে ধোয়ে দিতে চাই আমার লবনাক্ত ঠোঁট।”
বলে এবার হুদহুদ: ‘এ নহরের পানির আশায় শত-সহস্র স্বপনে মগ্ন
এবং প্রস্তুত মরণকে বরণ করতে; দিবা নিশী
তারা অনুসন্ধান করে করে হয় হদ্দ, তরিকতের পথে চলি।’

পেঁচার অজুহাত

এবার পেঁচা তাঁর চিত্ত-বিক্ষিপ্ত মনে এলো এগিয়ে,
সে অবজ্ঞা করে বলেঃ "জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ হলো আমার বাসা,
কারণ, যেথায় মরণশীলরা জড়োত হয়,
সৃষ্টি হয় সংঘাত-বিবাদ আর ক্ষমাহীন ঘৃণা সেথা;
একটি শান্ত মন শুধু পাওয়া যায়,
মানুষ থেকে দূরে, জঙ্গলে, বিরান ভূমিতে।
এসব ধ্বংসস্তুপ আমার প্রশান্ত হৃদয়ের আনন্দ
এছাড়াও আছে সেথা গুপ্তধন লুক্কায়িত।
এমন ধনের ভালোবাসা আমাকে নিয়েছে
সে বিরান ভূমিতে, অকেজো যমীনে; গুপ্তভাবে
আমি আমার আশাকে রেখেছি লুকিয়ে, হয়ত
একটি শুভ ক্ষণে আমার পা কোন ধন-স্তুপের উপর হোঁচট খাবে!
সীমোর্গের জন্য ভালোবাসা যেন একটি ছোটদের গল্প;
আমার ভালোবাসা শুধু প্রভুর যমীনে প্রোথিত গুপ্ত ধনের জন্য।"

হুদহুদ উত্তর দেয়

সে তাকে বলেঃ ওহে নেশায় মত্ত বোকা!
যে সোনার জন্যে তুমি বেহুঁশ তা যদি পাও-
কি করবে তুমি, তা দিবা-নিশী পাহারা দেয়া ছাড়া
অথচ এদিকে জীবন-স্বয়ং, অবহেলায়- চলে যাবে?
সোনা ও মুক্তার ভালোবাসা ধর্মদ্রোহিতা ছাড়া কিছু নয়;
এহেন মূর্তি পূজায় আমাদের ঈমান ধ্বংস হয়।
স্বর্ণকে ভালোবাসা নাস্তিক হওয়ার মত,

এক মূর্তি-উপাসক যার প্রাপ্য দোযখের অগ্নি।
শেষবিচারের দিনে এ অভাগার গুপ্ত লোভ
প্রকাশিত হবে তার সম্মুখে- দেখে নেবে তা সবে।

যে কৃপণ হলো ইঁদুর

কৃপণ একজন মারা গেল, এক থলে স্বর্ণ রেখে;
এবং এক স্বপ্নে তার পুত্র কি দেখল জানো,
পিতা তার দেখতে লাগে যেন ইঁদুর-সদৃশ!
সে ছুটে চলছে গৃহের এ-কোণ থেকে সে-কোণে,
ইঁদুরের চোখ অশ্রুতে ভরা।
ঘুমন্ত পুত্র স্বপ্নে কথা বলেঃ “কেন বাবা ছুটে চলছো
আমাদের এ ঘরে?” অভাগা ইঁদুর জবাব দেয়ঃ
“কে দিচ্ছে পাহারা আমার স্বর্ণ, আমার মৃত্যু পরে?
কোনো চোর কি জেনে নিয়েছে এর গুপ্ত-অবস্থান?”
পুত্র এবার জানতে চায়, কেন তার পিতার মুখটি ইঁদুরের মত হলো?
জবাব শোনলো পিতার কণ্ঠেঃ “আমার এ অবস্থা দেখে শিখে নাও;
যে কেহ স্বর্ণের উপাসনা করে, এটাই তার পরিণতি-
অনন্তকাল খুঁজবে তার সোনার থলে,
যমীনে বেহুঁশের মত, একটি হতাশ ইঁদুর।”

চড়ুই এবার অজুহাত দেয়

ছোট্ট ভীরু চড়ুই এবার এলো এগিয়ে।
তার নড়বড়ে দেহাবয়ব
কম্পনে রত মাতা থেকে পা অবধি,

যেন এক নিভু নিভু অগ্নি শিখা;
সে বলে মৃদু স্বরেঃ 'আমি কাষ্ঠের মূর্তি থেকেও নড়বড়ে
এবং সাহসহীন যা অন্য পাখিদের আছে;
আমার পালক আমাকে নিয়ে যেতে দুর্বল-
সীমোর্গের প্রসাদের দূরদেশে।
এহেন রোগা প্রাণী কেমনে দাঁড়াবে একা
মহান সীমোর্গের সিংহাসনের সম্মুখে?
তাঁর সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেহুঁশ জগতে
অসংখ্য প্রাণী,
কিন্তু তাঁর দর্শন করার অধিকার আমার নেই
তাই পারবো না জড়িত হতে এহেন স্বাপ্নিক প্রতিযোগিতায়-
শক্তিহীনতা এসে আমার জীবনের হবে আগেই অবসান,
বা আমি আগেই ছাই হবো তাঁর দৃষ্টির তাজাল্লিতে।
ইউসুফকে (আঃ) লুকানো হলো গভীর কূপে, এবং আমি
এ কূপের কাছেই খুঁজবো আমার ভালোবাসার পাত্র।'

হুদহুদ তাকে জবাব দেয়

সে বললোঃ তুমি তো খুব বিরক্তিকর ছোট্ট পাখি,
তোমার এ বিনীত দম্ভতা হলো অসঙ্গত!
যদি আমরা সবের ভাগ্য হয় অগ্নি,
তবে তো তোমাকেও চিতা ছেড়ে আরোহণ করতে হবে।
রাস্তায় চলে যেতে প্রস্তুত হও,
তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না-
সেলাই করো তোমার ওষ্ঠ-দ্বয়, আমি ঘৃণা করি কপটতা!
যদিও ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) চেহারার জন্য
শোকে ছিলেন মুহ্যমান,
তুমি কি ভাবো, তাঁর স্থান অধিকার করে নেবে?

ইউসুফকে (আঃ) হারিয়ে ইয়াকুবের (আঃ) স্বপ্ন

যখন ইয়াকুব (আঃ) হারালেন তাঁর পুত্র তিনি অন্ধ হলেন;
চোখের অশ্রু-বন্যায়, হারানো কলিজার টুকরোর জন্যে।
তাঁর কণ্ঠে বারে বারে ইউসুফের (আঃ) নাম হলো উচ্চারিত-
শেষে ফেরেশতা জিব্রাঈল নেমে এলেন
এবং বলেন: "এ জগতকে দাও বিসর্জন; যদি তুমি না পারো
তোমার নাম হবে মেটানো তালিকা হতে,
যেতা আছে সব পয়গম্বরের নাম, প্রভুর নিকটে।"
এ আদেশ যেহেতু এসেছে স্বয়ং তাঁর প্রভু হতে, তাই
তিনি ভুলে গেলেন আদুরে ইউসুফের (আঃ) নাম;
তাঁর অন্তঃস্থলে আত্মার মাঝে লুকানো সে পুত্রের অসহ বিরহ।
কিন্তু একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন
তাঁর দূর-অতীতে হারানো মাণিক- হাসি মুখে;
তিনি ডাকতে থাকেন তাঁকে কাছে আসতে-
কিন্তু পরমুহূর্তে স্মরণে আসে প্রভুর সে নির্দেশ-
বুকে আঘাত দিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেন।
বুকের এ আঘাতে যেন ভেঙ্গে গেল এ বাস্তব-সম স্বপ্ন,
সাথে সাথেই জিব্রাঈল (আঃ)এসে তাঁর দরবারে হাজির হলেন,
ধীরে ধীরে জ্যোতির্ময়ী ফেরেশতা বলেন:
"যদিও তুমি উচ্চারণ করো নি হারানো মাণিকের নাম,
তুমি ভুলে যাওনি তাঁর বেদনা- এটা যে একই জিনিস
যেন তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি করলে ভঙ্গ; একটি মাত্র বেদনার নিঃশ্বাস
উন্মুক্ত করে দেয় হৃদয়, স্বচ্ছ বাহ্যিক ক্রন্দনের মত।"

সম্পর্ক অধ্যায়

সম্পর্কের বর্ণনা

অন্য পাখিরা অজুহাতের সুযোগ পেয়ে
তাদের অজ্ঞতার পরিচয় দিতে থাকে।
তাদের কণ্ঠে ফুটে- অজুহাতের শব্দ-বন্যা
তারা তো হাস্য-রসিক ফিতনা-প্রিয় পাখিরা।
পাঠক! আমায় ক্ষমা করো, না পারলাম বলতে
এসব অজুহাত, যাত্রা-পথে না যাবার ভান;
কিন্তু তারা একটি অসংলগ্ন বেগে ধাবিত হলো,
এবং সব ছিলো অযৌক্তিক ও সব হলো খোঁড়া!
কি করে তারা সিমোর্গকে পাবে?
এমন আশা তো তাঁদের প্রাপ্য, যাঁরা আত্মাকে করেছে পরিশুদ্ধ।
হুদহুদ তাদেরকে রোগমুক্তি কল্পে বলে: 'পৃথিবীতে অতি নগণ্য
আছে আত্মা সিমোর্গের সিংহাসনের যোগ্য, যেমন তোমরা,
কিন্তু, তোমরা প্রথম এ কাচ-পাত্রকে (আত্মাকে) করতে হবে শূণ্য;
যে শুরা আসবে এর পরে, তা প্রেমের বিভোরতার চিহ্ন।
যদি ক্ষুদ্র সমস্যা তোমাদেরকে পিছিয়ে রাখে- বা সমস্যা ছাড়া-
কি করে তবে সূর্যের গুপ্ত-ধনের সন্ধানে হবে রত?
বিন্দু বিন্দু করে আপনকে হারাতে হবে, অথচ ডুবে যেতে হবে
অজানা অতলস্পর্শে নিজেকে জ্যান্ত রেখে।
এ ভ্রমণ নয় যে অলসদের জন্যে-
আমাদের ধ্যান, নয় যে শুধু হক্বিকতের সুগন্ধি প্রতি
বরং তা স্বয়ং সত্য পানে!'

যখন তারা হুহুদের কথা বুঝে নিলো,
সবে মিলে একত্রে কিছু অভিযোগ তুললোঃ
‘যদিও আমারা তোমাকে পথ-প্রদর্শক মানি,
তোমাকে বুঝে নিতে হবে- একথা,
যে আমরা একদল আহত, অধম বৈ নয়,
এবং আমাদের আছে অভাব
এ ভ্রমণের জরুরী পাথেয়ও নেই।
আমাদের পালক, পাখা, শরীরের শক্তি
এ ভ্রমণের দূরত্বের জন্য নহে মোটেই প্রজোয্য;
একজনের জন্যও সিমোর্গের সিংহাসনে পৌঁছা হবে
বিরাট অলৌকিক কাণ্ড, এ ব্যাপার আজো অজানা।
অন্তত বলো, কি বা হয় সে রহস্য
যা করে সম্পর্ক তাঁর মহাশক্তি ও আমাদের মাঝে;
কে পারে রহস্যের সন্ধানে রত হয়ে বেদনা সইতে
যখন সে আগে থেকেই আছে অন্ধ হয়ে?
যদি এখানে কোন সূত্র আমরা পেতাম,
হয়ত আমরা তখন সুযোগ নিতাম।
তাঁকে মনে হচ্ছে যেন সুলাইমানের মতো,
আর আমরা যেন পিপীলিকার দল;
কি করে তবে নগণ্য এ দল আরোহণ করবে তাদের
অন্ধকার গর্ত হতে, সিমোর্গের জগতে?
আর এটা কি প্রজোয্য চেষ্টা চালনা
বাদশাহের মহত্ব কুড়ানো হেতু
একদল অসহায় ভিক্ষুকের জন্য?’

হুদহুদ এবার জবাবে বলেঃ ‘কি করে প্রেম হবে বিজয়ী
অর্ধ-জ্যান্ত দুর্বল হৃদয় মাঝে?
“ভিক্ষুক!”, তোরা বলো- এহেন ভঙ্গিমার নিঃস্বতা
দেয়না শক্তি সত্য বা দানশীলতা আহরণে।

ভালবাসায় যার চক্ষু খুলে,
সে তার আত্মাকে ফেলেছে হুমকিতে-
তার প্রেম-নৃত্য মনের অজান্তে চলে অবিরত।
যখন অনেক আগে সিমোর্গ প্রথম আবির্ভূত হলো-
তাঁর মুখাবয়ব সূর্যালোক যেন, যখন মেঘমালা সরে গেল-
সে ফেললো অগণিত ছায়া পৃথিবী পরি,
প্রতিটি ছায়াপানে দৃষ্টি ফেলে, এবং প্রতিটি জন্ম দানে।
তাই আমাদের জন্ম হলো; প্রতিটি স্থলভাগের পাখিরা
আজো তাঁরই ছায়া- ভেবো, দোখো এবং বুঝে নাও।
যদি তুমি এ গুপ্ত-রহস্য জানতে, তুমি বুঝে নিতে পারতে
চিরন্তন সম্পর্ক তুমি ও তোমার বাদশার মাঝে।
এ সত্যকে করোনা ব্যাপ্ত, এবং আল্লাহ ক্ষমা করুক
তুমি করবে ভুল বুঝে নিতে আল্লাহর বন্ধুদেরকে।
তুম যদি হয়ে যাও এ বস্তু যা আমি বলে দিলাম,
তুমি নও সত্য, যদিও সত্য তোমাতে আছে ডুবন্ত;
যাঁরা তাঁর মাঝে বিলীন, নয় তাঁরা দেবতা-
এ রহস্য অনন্তকাল বলা যাবে।
তোমরা তাঁর ছায়া, এবং সরানো যাবে না
এ ছায়া, জীবনের কল্পনা বা মৃত্যু দ্বারা-
একবার যদি তা প্রমাণিত হয়।
যদি সে তাঁর মহিমা গুপ্ত রাখতেন,
কোনও প্রার্থিব ছায়া সুপ্ত হতো না,
এবং এ ছায়া সরাসারি পড়লো যেথা,
একটি পাখিদের জাতি জন্মিল সেথা- ছায়া চলে যাবার আগে।
তোমাদের হৃদয় পরিচ্ছন্ন দর্পণ নয়
যদি সেথা সিমোর্গের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত না হয়;
কেউ পারবে না সইতে তাঁর সৌন্দর্যের তজল্লি মুখোমুখি হয়ে,
আর এ হেতু, পারবে না দেখতে তাঁর পবিত্র লাবণ্য-প্রভা।
তিনি তাই আমাদের হৃদয়ে তৈরী করেছেন আয়না- সেখানে তাকাও

তাঁকে দেখতে যদি চাও,
তোমার হৃদয়কে খুঁজে দেখো তন্নতন্ন করে।'

এক বাদশা যিনি প্রাসাদের সর্বত্র আরশি রাখলেন

একদেশে এক রাজা করতেন বাস; তাঁর বিভূষা এমনই ছিলো
জগত পারেনি তাঁর প্রশংসা ও মহিমা বেশী করতে।
জগতের ধন ছিলো এ লালিত্যের সামনে অতি অল্প;
তাঁর মুখশ্রীর দর্শন করা ছিলো অলৌকিক কাণ্ড।
যদি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ থাকতো- আমি জানি না এমন কেহ;
পৃথিবী এ উৎকর্ষের আদর্শে গুণকীর্তনে রত।
যখন রাজা বের হতেন রাজপথে- তিনি ভুলতেন না লুকাতে
তাঁর মুখশ্রী একটি রক্তবর্ণ ঘোমটা দিয়ে।
যে কেহ এ আভরণ করেছে উম্মুক্ত- সে হারিয়েছে তার মাথা!
যে কেহ ডেকেছে ধরে তাঁর নাম - সে হারিয়েছে প্রাণ!
জিহ্বা উপড়ে ফেলা হয়েছে মুখগব্বর হতে; যে কেহ আবেগে মত্ত হয়েছে
এ রাজার জন্যে প্রেমোন্মাদে, তাকে দ্রুত করা হয়েছে কতল।
তাঁর ভালবাসা হেতু সহস্র হারিয়েছে প্রাণ প্রতিদিন,
আর যাঁরা তাঁর মুখ দেখেছে, পাগল হয়ে
আর্তনাদ ও শোক-মুহ্যমানে করেছে জীবন বিসর্জন-
প্রেমের জন্য বা ঐ মোহিত দৃষ্টি হেতু।
তাঁর প্রভা ছাড়া মরণ ছিলো শত জীবনের চেয়েও শ্রেয়।
কেহই পারতো না সে ছাড়া বেঁচে থাকতে,
কেউই পারতোনা এ রাজার কাছে যেতে-
কি অদ্ভুত ছিলো তা, মানুষ না পারে সইতে তাঁর উপস্থিতি
আবার পারে না বাঁচতে তাঁর পানে তাকানো ছাড়া!
যেহেতু অল্পই পারে সইতে তাঁর চেহারা,

তারা সন্তুষ্ট শ্রবণ করতে রাজার শান্ত প্রস্তাব,
কিন্তু যখন তারা শুনতে লাগলো তাদের রাজার বাণী
অন্তরে বেদনা হলো শুরু দেখে নিতে তাঁকে একটি বার।
রাজা দিলেন আদেশ, প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে আয়না রাখো,
এবং তিনি যখন আরশির মসৃণ পৃষ্ঠদেশ পানে তাকাবেন
সেথায় তাঁর প্রতিচ্ছবি ভেসে আসবে-
পশমিত হয়ে সে দীপ্তি সাবার দৃষ্টি পরি।

তুমি যদি সে লাবণ্য পানে ক্ষণ-দৃষ্টি দিতে চাও- যা আমরা ভক্তি করি
আপন হৃদয়পানে তাকাও- তাঁর প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠবে।
তোমার হৃদ-যন্ত্রকে দর্পণে করো পরিণত এবং দেখো
কিভাবে সেথা ছায়া হয়ে ভাসে বন্ধুর আত্ম-মর্যাদা;
তোমার শাহানশাহের ঔজ্জ্বল্য করবে আলোকিত সে প্রাসাদ
যেথা তিনি করেন রাজত্ব আপন রাজ্যে চিরন্তন।
এ রাজাকে খুঁজো আপনার হৃদয় মাঝে; তাঁর আত্মা
হয় উন্মুক্ত অনুমাঝে স্বর্বস্ব হতে।
অগণিত সাকার বস্তু ও অবয়ব জগত জুড়ে,
হয় উত্তিত সিমোর্গের ছায়া হতে।
যদি তুমি তাঁর আড়ম্বর পানে দৃষ্টি দাও
এটা তাঁর ছায়া তোমার ক্ষণিক দৃষ্টিকে করে প্রতারণা;
সিমোর্গের ছায়া ও সে স্বয়ং একক;
অন্বেষণ করো তাদের একত্রে, দুইয়ে মিলে এক।
কিন্তু তোমরা হারিয়ে আছো অষ্ট সন্দেহে...
অতিক্রম করে যাও ছায়াকে বাস্তবতা পানে।
সিমোর্গের মহান দরবারে পৌঁছে যাবে কেমনে?
প্রথমে আবিষ্কার করো তার তোরণমার্গ, এবং সূর্য, বহুকাল-খুঁজে,
মেঘমালা ভেদ করে; যখন বিজয় আসবে,
তোমার দৃষ্টি কিছুই আর দেখেনা, শুধু উজ্জ্বল শশী।

মহামতি আলেকজান্ড্রারের একটি কাহিনী

যখন আলেকজান্ড্রার, ঐ মহামতি বিজেতা,
যিনি তাঁর অসি দিয়ে বশিভূত করেছেন কতো সাম্রাজ্য,
একটি সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজনে
নিজেই বাহক সেজে কোথাও গেলেন।
তিনি গন্তব্যে পৌঁছে বলেন,
'তোমাদের সম্রাট এহেন আদেশ দিয়েছেন',
কিন্তু কেউই সে আদেশ পালনে ব্যস্ত হলো না
যদি তারা জানতো এ সংবাদ-বাহকের পরিচিতি-
তবে হয়তো তাদের কাপড় সিক্ত হতো প্রশ্রাব এসে!
বার্তাবাহক একবার বললো: "আমিই সম্রাট আলেকজান্ড্রার!",
কিন্তু তারা এ দাবিকে অবহেলা করে বলে,
'অসম্ভব! এটা কৌতুক বৈ কিছু নয়'।
ভ্রান্ত-প্রবঞ্চণায় পতিত স্বভাব পারেনা চিনতে
রাজকীয় অস্তিত্ব যা তাদেরই চোখের সামনে আছে বিদ্যমান।

আয়াজের রোগ

আয়াজ, অসৎ-দৃষ্টিতে আঘাত পেয়ে রোগাক্রান্ত হলো।
সতর্কতা হেতু হলো শয্যাশায়ী
দরাবার থেকে পৃথক, নিঃসঙ্গতায়।
বাদশাহ (যিনি তাকে ভালবাসতেন) শুনে তার রোগের খবর
এক দাসকে ডেকে বললেন: "আয়াজকে বলো,
আমি তাঁর শোকে প্রত্যহ অশ্রু করি বিসর্জন।

আমি সহ্য করে নিতে অপারগ যদিও আমি রাজা;
আমার আত্মা আছে তার সাথে (যদিও দেহ দরবারে)
এবং তা পাহারায় আছে শয্যাপাশে উৎকণ্ঠিত হয়ে;
আয়াজ, এ কু-নজর কি না করতে পারে,
যদি তা ধ্বংস করে দিতে পারে, তোমার মতো এমন লবণ্য!"
কিছুক্ষণ রাজা থেমে গেলেন, তারপর আবার বলেন:
"যাও হে দাস, অগ্নির মত এবং ফিরো ধোঁয়া হয়ে;
কোথাও থেমোনা, কিন্তু চলো উজ্জ্বলস্ফুলিঙ্গ থেকে অধিক দ্রুত
এ স্ফুলিঙ্গ জগতকে করে আলোকিত বর্জধ্বনি পতিত হবার আগে।
যাও এবার; যদি তুমি এক-নিঃশ্বাসের জন্যও থেমে থাকো
আমার গোস্বা তোমাকে দৌঁড়াবে তোমার কবর পর্যন্ত।"
ছুটে চলে গোলাম, ভয় নিয়ে বুকে তার,
এবং বাতাসের গতিতে এসে যায় আয়াজের শয্যাপাশে-
কিন্তু দেখতে পায় তার রাজাকে বসে আছেন রোগীর পাশে!
বিস্মিত ভীরু মনে কাঁপতে কাঁপতে গোলাম বলে:
"আমার শাহানশাহ! আমি শপথ করছি, শপথ করছি,
আমি এখানে অতি দ্রুতবেগে এসেছি-
যদিও আমি আপনাকে দেখছি এখানে, কিন্তু আমি
বুঝতে পারছি না, আপনি কিভাবে আমার আগে এসে পৌঁছুলেন?;
আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি নির্দোষ, আর আমি যদি মিথ্যা বলি
তবে আমি অবশ্যই কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মৃত্যুকে বরণ করি।"
তার শাহানশাহ জবাব দেন তাকে: "তুমি জানবে না- যে
গুপ্ত পথে আমরা প্রেমিকরা চলি;
আমি পারবোনা বেঁচে থাকতে তার মুখমণ্ডল ছাড়া,
তাই প্রতি-ক্ষণে আমি আছি বিদ্যমান তার পাশে।
বাইরের চলন্ত পৃথিবী জানেনা
যে রহস্য আয়াজ ও মাহমুদের মাঝে আছে;
বাহ্যিকভাবে আমি তাকে নিয়ে ভাবি বলি,
যদিও পর্দার আড়ালের গুপ্ত রহস্য আমি জানি

যাকিছু খবর আমার বার্তাবাহক বলে দিতে পারে;
আমি গুপ্ত রেখেছি আমার রহস্য, রহস্য নিয়ে আমি বাঁচি"।

পাখিদের প্রশ্ন এবং হুদহুদের উপদেশ

একটি প্রাচীন গুপ্তকথা স্বীকৃত হলো পাখিদের কাছে
তারা যখন বুঝে নিলো হুদহুদের বক্তব্য-
সিমোর্গের সাথে তাদের আত্মীয়তা এবার স্বচ্ছ হলো
এবং সবাই আবার উড়ে চলতে উদ্যোত হলো।
ধর্মোপদেশ তাদেরে পথে নিয়ে এলো
এবং একত্রে সবপাখি বলে উঠলোঃ
"প্রিয় হুদহুদ! এবার আমাদের বলো, কিভাবে আমরা অগ্রসর হবো-
আমাদের দুর্বলতা ভীরু করেছে আমাদেরে এ
আলোকজ্জ্বল পথে চলে যেতে।"

'একজন প্রেমিক', বলে হুদহুদ, 'এখন তাঁদের পথ-প্রদর্শক,
হয় সেজন যার মাঝে সব নফসে'র চিন্তার মৃত্যু ঘটেছে;
যারা ভুলেছে আপনকে তারাই প্রেমিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে;
বেগোনাহ বা গোনাহগার, তারা সবই একই!
তোমার হৃদয় হয় ব্যর্থ নফসের আগ্রাসনে;
ধ্বংস করে দাও তোমার উপর তার কর্তৃত্ব,
এবং পৌঁছে যাও তোমার আসল উদ্দেশ্য যেথা।
এ বাঁধা থেকে মুক্ত হও, বাহ্যিক দৃষ্টি করো পরিত্যাগ,
তখনই শুধু পারবে সে আলোক সকাশে যেতে।
যদি তোমায় বলা হয়ঃ "আমাদের বিশ্বাস করো বিসর্জন", পালন করো!
নফস ও বিশ্বাস দূরে ছুড়ে দিতে হবে;
ধর্মদ্রোহীরা এহেন কার্যকে ধর্মদ্রোহী বলে-
বলো তাদেরে, প্রেম উঠে আসে ভক্তির ঊর্ধ্বে।

প্রেমে নেই ধর্মদ্রোহীতা বা বিশ্বাসের সময় অতি
না আছে নফসের প্রেমিকদের জন্য, ঐ মৃত্যুকালীন দুর্বল প্রতিচ্ছবি।
তারা দগ্ধ করেছে যা তাদের আছে; টাহর পায়না
তাদের চামড়ায় নির্যাতকের শানিত লৌহ বর্শার আঘাত পেলেও।
হৃদয়ের রক্ত এবং তিক্ত বেদনা প্রেমের জন্য
এবং সমস্যার কাহিনী কেউ পারেনা সরাতে;
হে সাকী! গেলাস করো পরিপূর্ণ রক্ত দিয়ে, শুরা দ্বারা নয়-
এবং যদি তোমার কাছে রক্ত না থাকে, তবে আমার কাছ থেকে নেও।
প্রেম তো জ্যান্ত অগ্নি মাঝে যা কখনো নিভে যায় না,
প্রেম আত্মাকে চুর্ণ করে, তারপর আবার গড়ে।
অণু-সম ভালবাসা সকল বন্ধন পেরিয়ে যায়; এটা করে দান
জীবনের যাকিছু আছে নির্যাস।
কিন্তু যেথা প্রেম আছে জ্যান্ত, বেদনা হেথা সদা হয় সাথী;
শুধু ফেরেশতারা এ গোলকধাঁধাঁ থেকে মুক্ত-
তারা ভালবাসেন ঐ বেদনার যন্ত্রণা ছাড়া
যা শুধু রক্ষিত দুঃখ-বেদনাশীল মানবতার জন্যে।
ইসলাম ও ধর্মদ্রোহীতা দু'টিই অতিক্রান্ত করেছে তারা
অবশেষে ভালবাসার পথে নেমেছে যারা;
প্রেম তোমাকে নিয়ে যাবে দুঃখী-গৃহিনীর কুঠিরে,
এবং সে তোমাকে দেখাবে ধর্মদ্রেহীতার রাস্তা।
যখন ধর্মদ্রেহীতা ও বিশ্বাসের হবে অবসান,
দেহ ও নফসের হবে কুরবান;
তখন অসহ-ধৈর্যশীলতার এ পথ তোমাকে জিজ্ঞাসিবে
তুমি ও তোমার মূল্য কি আছে আমাদের এ রাস্তার।
শুরু করো ভ্রমণ ভীরুতা ছাড়া; প্রশান্ত থাকো;
ভুলে যাও যা সত্য ও যা সত্য নয়;
ছেলেমানুষী ভয় দূরে ফেলে দাও- বীর বীরের সাথে সাক্ষাৎ যেমন হয়
শত শত বাঁধাকে তোমায় করতে হবে পরাভূত।

শায়খ সামানের গল্প

সামান ছিলেন তার সময়ের প্রধান ব্যক্তি
যাকিছু মহৎ কথা বলা যায় ছন্দে
শুধু রক্ষিত ছিলো তাঁর তরেঃ এ শায়খ পঞ্চাশ সাল যাবৎ
মক্কার কাবার খাদিম থাকাকালে, তিনি হেতু
চার'শ ভক্ত ছাত্র এসেছিলো তাঁর শিক্ষা পেতে।
তিনি তাঁর দেহ দিবানিশী মৃতের মত রাখতেন,
জানতেন বহু তথ্য, রহস্য, কৃষ্টি সোনালী যুগের,
এবং পঞ্চাশবার করেছেন হজ্ব পালন।
তিনি রোযা রাখতেন, উপাসনা করতেন, পবিত্র সব আইন মান্য করতেন-
তাঁর এ সাধনা দেখে ওলী-দরবেশ-আলীমরা বিস্মিত হতেন।
তিনি পারতেন ধর্মের চুল-চেরা আলোচনা করতে;
তাঁর ফুৎকার রোগীকে আরোগ্য দান ও দুর্বলকে শক্তি যোগাত।
তিনি জানতেন মানবের হৃদয়, জয় ও শোকের মাঝে
এবং ছিলেন তাদের ঈমানের জ্যান্ত প্রতীক।
যদিও ছিলেন তিনি তাদের ভাবনার উপর জ্ঞাত,
একটি স্বপ্ন তাঁকে রাতের পর রাত হানা দিচ্ছিলো;
তিনি দেখেন, মক্কা ছেড়ে রোম শহরে করছেন বাস,
যে মন্দিরে করেন উপাসনা তা ছিলো তাঁর বাসস্থান,
এবং একটি মূর্তির সম্মুখে তিনি সিজদাবনত।
"আহা!" বলে তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ভয়ার্ত হৃদয়ে,
"ইউসূফের মতো আমি যেন কূপে পড়ে আছি
এবং জানিনা কবে আমি এ গহ্বর থেকে মুক্ত হবো।
কিন্তু সবাই তো এ পথে বাঁধার সম্মুখীন হয়,
সুতরাং আমিও বিজীত হবো, যদি সতর্ক থাকি ও উপাসনা করি।
আমি যদি এ পাথরকে সরাতে পারি, আমার রাস্তা হবে পরিষ্কার;
আর যদি পারি না, তবে এখানে থেকেই সইতে হবে বেদনা।"

তারপর হঠাৎ তিনি সজোরে বলেন: “মনে হয় রোম, এ স্বপনের
অর্থ বুঝাতে পারবে, আমাকে তাই সেথা যেতে হবে।”
সুতরাং বৃদ্ধ এ শায়খ চললেন রোমের পথে,
চার'শ ভক্তবৃন্দ সঙ্গী হলো তাঁর সাথে।

তারা কাবা-গৃহ ছেড়ে রোমের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছুলেন,
মনোরম সবুজে ঘেরা একটি শহর ছোট-বড় পাহাড়ে আবৃত,
যা দৃষ্টির অগোচরে আরোও সৈন্দর্য লুকিয়ে রাখে।
এখানে বসে অপেক্ষারত ছিলো এক সুন্দরী রোমান নারী,
যে জানতো তার খৃস্ট-বিশ্বাসের রহস্য বহু বেশী।
একটি গৌরী যৌবনা সে, তাঁর মনোরম গৃহে
যেন সূর্যের মতো ঝলমলে রূপবতী
যে সূর্য যায় না অস্ত- অবশ্য সৌন্দর্যের যে আভরণ সে পরেছিলো,
তা ছিলো স্বয়ং সূর্য দ্বারা চালিত, যার মুখমণ্ডল
হিংসায় ছিলো দুধের মতো স্বেত এবং তিক্ত লজ্জাকর।
যে পুরুষের হৃদয় তার রূপে করেছে বক্র
সে হয়েছে খৃস্টান এবং জগতকে করেছে বিসর্জন;
যে পুরুষ দেখেছে তার ওষ্ঠদ্বয় জেনেছে পরাজয়
করেছে বিসর্জন পৃথিবী তার সৌষ্ঠব পদতলে;
এবং যখন বাতাস করে খেলা তার কস্তুরী কেশের সাথে
রোমের পুরুষরা দেখে তা কল্পনার সাগরে ডুবে।
তার চোখদ্বয় প্রেমিকদের সাথে নীরবে কথা বলে-
ঐ আখিঁদ্বয় ছুড়ে দেয় ক্ষণিক-ইঙ্গিত, যা বলে যেন
যাকিছু কল্পনা করে তার প্রেমিকরা সবই আছে উন্মুক্ত।
তার চক্ষুমণি বর্ধিত হয়ে যখন মৃদু হাসির প্রাণ-জুড়ানো ছবি ফুটিয়ে তুলে
অগণিত পুরুষের আত্মা হয় উম্মত্ত চেয়ে ঐ দৃশ্য পানে;
বক্রতার ভেতরের সে মুখশ্রী ছিলো দীপ্ত যেন তরল আগুন;
তার মিষ্ট-ওষ্ঠ করে জাগ্রত পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা যতো;
কিন্তু যারা সেথায় ভোগের কল্পনা করে এগিয়েছে, দেখেছে তার চোখে

আছে ধারালো ছুরি অনুদানকে করতে রক্ষা,
এবং যেহেতু সে রেখেছে তাকে তারই মাঝে-
কেহই জানেনা, যদিও অনেকে করেছে নানা দাবি- কি সে কবরে।
তার মুখগব্বর ছিলো ছোট্ট যেন সূঁচের ছিদ্র,
তার শ্বাস ছিলো দ্রুত যেন ঈসার নিঃশ্বাস;
তার চিবুকে ছিলো একটি টৌল যেন রূপার কূপ
যে কূপে হাজার ডুবন্ত ইউসূফ পড়ে গেল;
একটি উজ্জ্বল গয়না-পাথর তার চুলকে রেখেছে
স্বস্থানে,
যা ঘোমটার মতো অড়ষ্ট করে রেখেছে তার মন-ভুলানো মুখ।
খৃস্টান এ নারী ঘুরে দাঁড়ালে, সরে গেল তার কৃষ্ণ ঘোমটা,
এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বয়ে গেল বৃদ্ধের হাড়ের প্রতিটি জোড়ায়-
তিনি প্রেমে পড়লেন মুহূর্তে!
একচুল যেন হলো শতশত; কি করে তিনি
করবেন প্রতিরোধ এ উন্মুক্ত মূর্তির মুখশ্রী?
তিনি নিজেকে হারিয়েছেন; এক অতর্কিত আগুনে পুড়ে
তিনি হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন,
ভেতরে অগ্নিশিখা দাবানলে রূপান্তর হচ্ছিল;
এ দুঃখজনক ক্ষণকালে যা ছিলো শায়খের সব হেরে গেল
এবং প্রণয়ের ধুয়া অড়ষ্ট করলো তাঁর হৃদয় ও মস্তিস্ক।
ভালোবাসা তাঁর হৃদয়কে করলো জয়; মেয়েটির অভিশপ্ত কেশ
তাঁর ঈমানকে বেঁধে দিলো, ধর্মের ঐশ্বর্য শায়খ দিলেন বিসর্জন
একটি নিরাশ হৃদয় প্রেমের প্রতাপে আত্মসমর্পন করলো।
"আমার কোন বিশ্বাস বা ধর্ম নেই", চিৎকার করে বলেন তিনি।
"আমার হৃদয় আজ অকেজো; আমি খৃস্টানের গোলাম।"
যখন তাঁর শিষ্যরা দেখলো শায়খকে ক্রন্দনে রত সেথা
এবং বুঝে নিলো ঘটনার ব্যাপার, তারা চেষ্টা করলো
তাঁর বেদনা মাঝে, ফেরাতে তাঁকে তাঁর আপনার ধর্মে।
তাঁদের এসব কথা পড়লো গিয়ে শেখের তালাবন্ধ কানে;

উপদেশে করে না প্রতিক্রিয়া যখন কেউ হয় বধির।
একে একে সব শিষ্য বলে যায় তাদের কথা,
ভালবাসার কোন ঔষধ নেই, এবং তিনি শুনেন না কারো বাক্য।
(কখনও কি কোনো প্রেমিক শুনেছে কারো উপদেশ?
কখনও কি কোনো যাদুমন্ত্র করেছে প্রণয়-অগ্নিশিখা তুষারে পরিণত?)
সন্ধ্যা নামা অবধি তিনি পারলেন না সরে যেতে হেথা থেকে
এক পলকে চেয়ে রইলেন শিশুদের মতো, সম্পূর্ণ অবাক হয়ে।

যখন বিষণ্ন গোধুলী তার আঁধার শবাচ্ছাদন বিছালো পৃথিবী পরি-
যেমনটি করে আবৃত দোষিত মেঘমালা ধর্মদ্রেহীতাকে-
তাঁর জ্বলন্ত হৃদয় করে হেথা বিকিরণ শুধু একটি অংশুজাল,
এবং প্রেম হলো বর্ধিত শতগুণ বেশী এ রাতে।
তিনি দূরে ঠেলে দিলেন আপনকে ও স্বার্থান্বেষী কামাভাব;
শোকাহত শায়খ আবর্জনা ও ধূলায় করে দিলেন নোংরা দেহখানা
এবং এক ভুতুড়ে অনিদ্রা, বার বার হানা দিয়ে কাঁদালো
তাঁর প্রেমাগ্নিতে কম্পনে রত দেহ রইলো পড়ে জাগ্রত সারারাত।
তিনি বলেন বারে বারে: "হে প্রভূ! কখন এ আঁধারের হবে অবসান?
না স্বর্গের সুরুজ মরে গেল নাকি? আমি যেসব অগণিত রাত
কাটিয়েছি তোমার উপাসনায় রত হয়ে কষ্ট সয়ে,
এ রাতের বেদনার সাথে হয়না যে তুলনা;
কিন্তু মোমের বাতির মতো আমার দীপশিখা জ্বলে আছে
সারারাত ক্রন্দন করায়ে দিবালোকে নিভে যেতে।
অপেক্ষা আর রক্ত হলো আমার অদৃষ্ট এ রাতে;
কে জানে কি যন্ত্রণা নিয়ে আসে দিবালোক;
এ উত্তপ্ত আধাঁর আর আমার শেকার্ত অবস্থা
ছিলো সৃজিত যখন আমি হলাম সৃষ্ট, এবং তা আমার অদৃষ্ট;
রাত চলে যায় ঘার পর ঘা হলো পার-
হয়তবা পৃথিবী শেষ-বিচারের দিনে পৌঁছে গেছে;
হয়তবা সূর্য নিভে গেছে আমার বিষাদমাখা নিঃশ্বাসে,

অথবা সে লজ্জায় লুকিয়ে আছে, আমার প্রেমিকার চোখ দু'টি হতে।
এ দীর্ঘ আঁধার রাত যেন তার বহমান কেশের মত-
অবর্তমানে এ ভাবনা আমায় দেয় মৃদু শান্তি,
কিন্তু ভালবাসা আমায় গ্রাস করে নিচ্ছে এ অনন্ত রাত ধরে-
আমি প্রেমে করেছি আত্মসমর্পণ, সংঘাতে রত হতে অক্ষম।
কোথায় সে সময়, আমার দুঃখ বুঝিয়ে বলার?
কোথায় সে ধৈর্য বিশ্বাসকে ধরে রাখার?
কোথায় সে ভাগ্য আমায় জাগ্রত করার?
কোথায় সে প্রেম-দেবতা আমার ভালবাসার প্রতিদান?
কোথায় সে কারণ যা আমাকে উদ্ধার করে?
বা কোন যাদুমন্ত্র যা আমার হবে সহায়ক?
কোথায় সে হস্ত যা ঢেলে দেবে ধূলা আমার মাথায়?
বা তুলে নেবে এ ধূলা থেকে যেথা পড়ে আছি?
কোথায় সে পা যা আকাঙ্ক্ষিত স্থানে যেতে বিরহে কাঁদে?
কোথায় সে চক্ষু যা দেখাবে তার মুখশ্রী আমায়?
কোথায় সে ভালবাসার পাত্র যে আমায় বেদনা থেকে রেহাই দেবে?
কোথায় সে গুরু যে ফিরে আসতে সাহায্য করবে আমায়?
কোথায় সে শক্তি যা করবে আমার আর্তনাদ?
কোথায় সে মন যা যোগাবে শান্ত ধৈর্য?
আপনজন, ধৈর্য, কারণ- সব হারিয়েছে
এবং আমি শুধু রয়ে গেছি একা প্রেমকে সইতে।"

এ আর্তনাদ শুনে তাঁর আপন শিষ্যরা ছুটে এলো,
সম্পূর্ণ হতবাক তাঁর অসহ যন্ত্রণা ও বেদনার হাউমাউ শ্রবণ করে।
একজন বিনয় করে বলে: "ওহে আমার শায়খ! এ অনিষ্টকারী দৃষ্টিকে ভুলেন;
উঠেন, নিজেকে পবিত্র করেন আমাদের পদ্ধতিতে।"
শায়খ বলেন জবাবে: "রক্তে আমি পবিত্র করেছি আমাকে,
রক্তে, শতবার আমার জীবন হয়েছে ধৌত।"
আরেকজন জিজ্ঞাসে: "কোথায় আপনার তাসবীহ?"

তিনি বলেন: "আমি তা দূরে ছুড়ে দিয়েছি;
খৃস্টানের কটিবন্ধ আমার একমাত্র ভরসা এখন!"
একজন তাঁকে তাওবা করতে বলে; তিনি বলেন:
"আমি তাই করি, যা আমি ছিলাম তার থেকে।"
একজন উপাসনা করতে বলে, তিনি বলেন: "কোথায়
সে সুন্দরীর মুখশ্রী? তার দিকে ফিরে আমি উপাসনা করতে পারি!"
আরেকজন চিৎকার করে: "যা হয়েছে যথেষ্ট! আপনাকে তাওবা
করতে হবে এবং প্রভূকে সিজদা দিতে হবে।" "আমি তা করবো",
বলেন শায়খ, "সিজদাবনত হবো ধূলায় লুটে পড়ে, কিন্তু আমার
সে মূর্তির জন্যে!" এবং আরেকজন বলে কাতর হয়ে:
"আপনার কি ইসলামের জন্য চিন্তা নেই?
এবং সত্য ধর্মের সব পন্থা আপনি ভুলে গেলেন?
শায়খ সামান বলেন: "কোনো ব্যক্তি বেশী করেনা অনুশোচনা
অতীত নির্বুদ্ধিতা হেতু; আমি কেন আগে কখনো প্রেমে পড়িনি?"
আরেকজন বলে: "এক প্রেত্নীর বিষমাখা তীর-
আপনার কাছে অজানা- বিশ্বস্ত আপনার হৃদয়কে করেছে চৌচির।"
শায়খ দেন জবাব: "যদি কোন প্রেত্নী নরক হতে
আমাকে দিশেহারা করে, আমি মহানন্দে নৃত্য করে তাকে জানাই শুভেচ্ছা!"
একজন বলে: "আমাদের জ্ঞানী শায়খ পথহারা হয়েছেন;
প্রেম তাঁকে আত্মভুলা করে দিশেহারা করেছে।"
"হে তা সত্যি", বলেন শায়খ, "আমি হারিয়েছি মর্যাদা,
যা একদা আমি আপন বলে ধরে রেখেছিলাম,
আমি আরোও ভুলেছি সব ভীরুতা।"
একজন বলে: "আপনি আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে দিলেন এ অধঃপতনে।"
শায়খ হেসে বলেন: "খৃস্টানের হৃদয় জুড়ে নেবে সে স্থান।"
আরেকজন বলেন: "থেকে যান পুরনো বন্ধুদের সাথে- এবং আসুন
আমরা কাবার ছায়ায় ফিরে যাই আপন দেশে।"
শায়খ সামান বলেন জবাবে: "একটি খৃস্টান গির্জাই যথেষ্ট আমার জন্য,
কাবার ছায়া আর আমার প্রয়োজন নেই!"

একজন দেয় চিৎকার: "ফিরে আসেন মক্কায় এবং তাওবা করুন!"
তিনি বলেন: "আমাকে এখানে রেখে যাও, আমি পরিতুষ্ট।"
একজন বলে: "আপনি নরকের পথে ধাবিত হয়েছেন।"
"এ নিঃশ্বাস সাতটি দোযখকে কুণ্ঠিত করে দেবে", ছিলো শেখের জবাব।
আরেকজন বলে: "স্বর্গের আশায় ফিরে আসেন আবার।"
তিনি বলেন: "তার মুখটি স্বর্গ; আমি পড়ে থাকলাম।"
একজন বললো: "আমাদের প্রভূ আপনার লজ্জাকে প্রকাশ করার পূর্বে ফিরেন।"
শায়খ বলেন: "আল্লাহ স্বয়ং এ অগ্নি জ্বালিয়েছেন।"
আরেকজন উপদেশ দেয়: "বন্ধ করুন এ টলমলে ভাব এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।
আমাদের সত্য পথকে রক্ষা করুন।"
তিনি বলেন: "ধর্মদ্রেহীতার জন্য তোমাদের কর্ণকে পেতে রাখো;
একজন অবিশ্বাসী করেনা প্রভূভক্তির আবোল-তাবোল।"
তাদের কোনো কথাই পারলোনা তাঁকে ঈমানে ফিরে আনতে,
এবং ধীরে ধীরে সবাই বিষাদ মনে নীরব হলো।
তারা দেখলো নীরবে; সাবাই বুঝলো তাঁর অন্তরাত্মা হারিয়েছে সব,
তারা ভয়ে হলো কাতর- কি পরিণতি আছে লুকানো
ঐ মেয়ের ঘোমটার ভেতর।

অবশেষে শ্বেত-দিবস তার সোনালী ঢাল নিয়ে দিলো দেখা;
কৃষ্ণ-রাত নত করলো মাথা, পরাজয় বরণ করে-
পৃথিবী হলো উজ্জ্বল আলোর ছোঁয়ায়, এবং প্রভাত
শায়খকে উম্মুক্ত করলো, এখনো মর্মাহত দুঃখভারাক্রান্ত,
পথহারা কুকুরের মতো পড়ে আছেন ধূলায়,
তাঁর প্রেমিকার দরজার সামনে।
এবার তিনি হাঁটুগেড়ে বসে উপাসনা করেন নগ্ন মাটির পরে
দেখতে লাগে যেন তাকে তাঁর প্রেমিকার একটি কৃষ্ণ চুল;
একাধারে একমাস এরূপ অপেক্ষা করলেন শায়খ
একটিবার দেখে নিতে সে মেয়ের সৌন্দর্যের অপূর্ব আভা।
অবশেষে ক্লান্তি ও দুঃখ তাঁকে রোগাক্রান্ত করলো-

সে মেয়ের রাস্তা হলো তাঁর শয্যা-পালং এবং পড়ে রইলেন অনড়।
যখন সে নারী বুঝে নিলো- তিনি নড়তে-চড়তে অপারগ,
সে বুঝতে পারে তাঁর ভালবাসার আবেগ,
কিন্ত সে না বুঝার ভান করে বলেঃ
“কি হলো শায়খ? আমাদের রাস্তা কেন তোমার পালং?
একজন মুসলমান কি করে ঘুমায় খৃস্টানের কাছে?”
তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমার বলার প্রয়োজন নেই;
তুমি জানো কেন আমি বিফল, প্রাণহীন ও দুর্বল।
যে হৃদয় তুমি হরণ করেছো তা ফিরে দাও, বা দেখতে দাও
কিছু ক্ষণিক আশা ও অনুরাগ তোমার হৃদয় থেকে;
তোমার আপন সব গৌরবের মাঝে, বের করো কিছু
আবেগ এ বুড়ো-লোকটির জন্য, তোমার
দরজায় দণ্ডায়মান প্রেমরোগা এক অপরিচিত আগন্তুক।
আমার প্রেম-নিবেদন গ্রহণ করো, না হয় মেরে ফেল-
তোমার শ্বাস আমায় জ্যান্ত রাখবে, না হয় এমনিতেই মৃত্যু হবে।
তোমার মুখশ্রী ও প্রতিটি উঁচু-নীচু বক্রতা আমার জীবনকে নির্দেশ দেয়;
বুঝে নাও, কি করে খেলা করে বাতাসে তোমার ভবঘুরে চুলে;
এ দৃশ্য আমায় উষ্ণতা দেয়, এবং ঐ গভীর যাদুকরী আঁখিদ্বয়
জাগায় প্রেমের অসহ যন্ত্রণার নিদ্রা।
ভালবাসায় আমার চোখে এসেছে শিশিরের অস্পষ্টতা,
ভালবাসায় আমার হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে- একা, ধৈর্যহারা
আমি যে সদা ক্রন্দন ও বেদনায় নিষ্পেষিত হচ্ছি;
দেখ কেমন একটি দুঃখের থলে আমি সেলাই করেছি!
আমি দিয়েছি আমার আত্মা ও জগৎ জ্বলে যেথে,
এবং অশ্রুর বারিধারা আমি আশা করেছি পাবো।
আমার চক্ষু ধরে রেখেছে তোমার মুখ, আমার হৃদয়ে নৈরাশ্য;
আমি যা দেখেছি ও সয়েছি আর কেহ তা জানে না।
আমার হৃদয় রক্তে পরিণত হয়েছে; আর কতকাল
আমাকে থাকতে হবে এ বেদনা নিয়ে?

আমার মুমূর্ষু আত্মা গলে যাচ্ছে, মৃত্যুর নিঃশ্বাসে রত-
আর কতকাল তুমি লুকিয়ে থাকবে আমার দৃষ্টি হতে?"

মেয়েটা হেসে হেসে জবাব দেয়: "তুমি নির্লজ্জ বোকা!
আমার উপদেশ নাও- মরণ ও স্বর্গের জন্য হও প্রস্তুত!
ভুলে যাও অহেতুক খেলা, তোমার শ্বাস হলো হিম শীতল;
প্রেমের পেছন ছাড়ো, মনে রেখো তুমি বেশ বুড়ো।
একটি কাপন তোমার দরকার, আমায় নয়! কি করে তুমি
আশা করো ঐশ্বর্য, যখন খাবার জন্য ভিক্ষুক তোমায় হতে হবে?"
তিনি তাকে জবাব দেন: "যাকিছু বলার তুমি বলো, কিন্তু আমি যে
প্রেমের দুঃখ-বেদনা নিয়ে মরি ও জীবিত থাকি;
প্রেমের কাছে বুড়ো-যৌবন একই কথা- তার তীর বিদ্ধ হয়
মহাশক্তি নিয়ে প্রতিটি হৃদয়ে।"
মেয়ে বলে: "আচ্ছা, তবে চারটি কথা তোমায় মান্য করতে হবে,
তবেই বুঝে নেব তুমি আমার বিশ্বাসভাজন:
কুরআনকে জ্বালিয়ে দাও, মদ্যপান করো,
ঈমানের চোখ বন্ধ করো ও মূর্তিকে সিজদা দাও।"
শায়খ প্রতিশ্রুতি দেন: "মদ আমি করবো পান তোমার সাথে;
কিন্তু বাকী সব জিনিস আমি কখনো করতে পারবো না।"
সে বলে: "যদি তুমি আমার নির্দেশে হও রাজী,
তবে শুরুতেই, ইসলামের বিশ্বাস থেকে
তোমার হাতকে মুছে দিতে হবে- প্রেমের জন্য যা করেনা তার তোয়াক্কা
প্রেমের ইচ্ছার প্রতি নাকচ হওয়ার নাম শূন্য বায়ু।"
তিনি হলেন নত: "আমায় তা করতে হবে এবং আমি তা মানবো;
আমি করবো যাকিছু করলে তুমি খুশী হবে।
তোমার এ গোলাম আত্মসমর্পণ করেছে- আমায় বেঁধে দাও
তোমার রশি দ্বারা; আমি করলাম সব বিসর্জন!"
মেয়েটা এবার হাসে: "এসো তবে এবং পান করো শুরা", এবং
তাঁকে নিয়ে চললো সে একটি কোঠায় (এবং সাথে গেল

তাঁর ভক্তরা, ভয়ে কেঁদে কেঁদে)
সেথায় গিয়ে খৃস্টান বসে পড়ে শায়খকে পাশে রেখে
এবং অপূর্ব এক সুন্দরী সাকী এলো সিরাজীর গেলাস হাতে।
প্রেমে করেছে কারত আমাদের বেচারা শায়খ- কোনো টু-শব্দ ছাড়া
তিনি দিলেন তুলে তাঁর হৃদয় খৃস্টানের হাতে;
তাঁর মন হারিয়েছে, তিনি মেয়েটার নির্দেশের প্রতি হলেন নত,
এবং ঐ মশৃণ হস্ত হতে তুলে নিলেন শুরা-পূর্ণ পেয়ালা;
তিনি পান করলেন, উন্মত্ততা তাঁর আত্মাকে হার মানালো।
প্রেম তাঁর লাল সিরাজীর সাথে মিশলো- মেয়েটার হাস্যরস
মনে হলো যেন তাঁকে করছে আমন্ত্রণ,
যা কিছু সুখস্বপ্ন ছিলো তাঁর বাস্তবে গ্রহণ করতে।
ভাবাবেগ হলো জাগ্রত তাঁর মনে; আবার করলেন মদ্যপান,
এবং দাসের মতো তিনি মেয়েটার পায়ে লুটিয়ে পড়েন সন্তুষ্ট হয়ে-
এ শায়খ যিনি সমস্ত কুরআন ছিনায় রেখেছিলেন
টের পেলেন শুরার প্রতিক্রিয়া তাঁর প্রতিটি ধমনী মাঝে
এবং সাথে সাথে ঈমান তাকে ছেড়ে বিদায় নিলো;
যাকিছু জানতেন তিনি সব গেল হেরে,
মদের নেশা করলো জয় এবং তাঁর মস্তিস্ক হলো ভবঘুরে;
মদ কেড়ে নিলো তাঁর চেতনা; শুধু ঐ মেয়ে
তাঁর হৃদয়ে জ্যান্ত ছিলো, অন্য সব চিন্তা উড়ে গেল।
এবার প্রেম হলো ত্রাসে পরিণত যেন ক্রোধান্বিত সাগর,
তিনি দেখেন সে মেয়ে মদ্যপান করে কেমনে ঘুরে ঘুরে চলে-
আসেন অর্ধ-এগিয়ে তার লম্বা স্বেত গলা ছুঁতে।
কিন্তু সে যায় পেছনে সরে, হাত ধরে কপোলে লাগিয়ে বলেঃ
"কি চাও তুমি, ওহে বুড়ো? ভালবাসার পুরাতন ভণ্ড!
যে বলতে জানে অনেক, করতে জানে না কিছু?
তোমার প্রেমকে প্রমাণ করতে ঘোষণা দাও,
যে তোমার ধর্ম আমার উর্মিতে দুলন্ত চুলের সমান।
ভালবাসা ছেলেখেলা থেকে অনেক বেশী, যদি তুমি হও রাজী-

প্রেমের জন্য- আমার ধর্মদ্রেহীতাকে করলে অনুসরণ
তুমি এখানেই আমাকে জড়িয়ে ধরতে পারবে; আর যদি তা না মানো
তুমি হাতে তুলে লাঠি এবং ভরে ভরে চলে যেতে পারো।”
হেয় প্রতিপন্ন শেখের শির এতোই নমনিত ছিলো,
তিনি কিছুতেই পারলেন না তাঁর দুর্ভাগ্য থেকে যেতে ফিরে;
এখন তিনি লজ্জা থেকেও হয়েছেন অজ্ঞ এবং ছিলেন নির্ভীক,
তিনি শুনলেন খৃস্টানের ইচ্ছা সব এবং বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন-
পুরনো মদের নেশা শেখের শিরা-উপশিরায় ক্রিয়া করে আবার
এবং একটি ঘূর্ণন চুম্বকের মতো চক্রাকারে ঘুরালো তাঁর মগজ;
প্রত্ন শুরা, নতুন প্রেম, এক প্রেমিক খুব বেশী বুড়ো,
মেয়েটার কোমল হস্ত আলিঙ্গণে উদ্দ্যোত- তিনি কি ঠাণ্ডা?
মদ আর তার পাশে থেকে তিনি চিৎকার করে বলেন:
“আমায় দাও নির্দেশ; যাকিছু তোমার ইচ্ছা হয়
আমি করবো তা পালন। আমি মূর্তিপুঁজাকে লাতি দিয়েছি
যখন ছিলাম না নেশাগ্রস্ত, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য আমার কাছে
একটি মূর্তি, যার জন্যে আমি বিনা দ্বিধায় জ্বালাবো
আমার বিশ্বাসের গ্রন্থ!”
“এবার তুমি শিখতে শুরু করেছো, এবার তুমি আমার, প্রিয়তম শায়খ”,
বলে সে, “ঘুমোয় শান্ত হয়ে, মিষ্ট স্বপ্ন দেখো;
আমাদের পাকা ফল এবার স্ফীত হওয়া শুরু করেছে।”

খৃস্টানদের মধ্যে সংবাদ ছড়ালো যে, এ শায়খ
তাদের ধর্মকে বরণ করে নিছেন প্রেমের জন্য।
তারা তাঁকে কাছের একটি গির্জায় নিয়ে গেলো,
যেথায় শায়খ গ্রহণ করলেন খৃস্টান ধর্মনীতি;
তিনি দরবেশী সূফ (কোর্তা) জ্বালিয়ে দিলেন এবং
তাঁর বিশ্বাসকে স্থির করলেন পবিত্র মক্কা থেকে সরে-
এতো বছরের সত্য ধর্মের প্রতি ঈমানের পর,
একটি যৌবনা নারী এ বিজ্ঞ শায়খকে নীচ করে দিলো।

তিনি বললেন: "এ দরবেশ সত্যিই ভালো করে ধোঁকা খেয়েছে!
আর একটি নারীর প্রেম ছিলো শুধু তার উপাদান।
এখন তাকে মেনে নিতে হবে- আমি যা করলাম
তা সূর্যের নীচে যত আছে দোষ তার চেয়েও জঘন্য।"
(কতো হারিয়েছে ঈমান শুরা পান করে!
এটা এমন সব ভীষণ মন্দ কার্যের মা।)
তিনি বলেন: "যা তোমার প্রয়োজন ছিলো তা হয়েছে,
আর কি বাকি আছে? আমার শির করেছি নত
প্রেমের মূর্তির তরে, আমি পান করেছি শুরা;
আর কেউ যেন এমন বেদনায় না পড়ে!
প্রেম আমার মতো হতভাগাকে করে ধ্বংস।
চল্লিশ সাল আমি খোলা রাস্তায় ছিলাম
এবং আমার হৃদয়ে উপাসনার জোয়ারপূর্ণ সাগর ছিলো;
তারপর প্রেম আমাকে কেড়ে নিলো, ও তার অতর্কিত আক্রমণে
খৃস্টানের আভরণ পেতে আমি আমার জোব্বাকে দিয়েছি খুলে;
কাবা হয়েছে প্রেমের রহস্যের চিহ্ন এবং
নিগৃহ প্রেম দিয়েছে প্রভূর ধারণা।
ভেবো দেখো আমি তোমার জন্যে কি না করলাম-
তাই বলো, কবে আমরা দু'জন হবো এক?
সে ক্ষণিকের আশা হেতু দুঃখ হয়েছে বিবেকপূর্ণ;
আমার সবই বেদনা কি বিফলে যাবে?"
মেয়েটা জবাবে বলে: "কিন্তু তুমি নিঃস্ব, এবং আমি
নয় সস্তায় বিক্রি হবার- আমার মূল্য খুব বেশী;
স্বর্ণ আনো, এবং রৌপ্যও, তুমি ভিক্ষুক পারবেনা-
যদি পারতে তখন হয়ত আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতাম;
কিন্তু তোমার তো দু'টোই নেই, সুতরাং যাও!- এবং
আমার কাছ থেকে ভিক্ষা নাও; চলে যাও! বুড়ো শায়খ!
সূর্যের মত ঘুরে বেড়াও ভ্রমণে- একা;
পুরুষের মত হও, হও ধৈর্যশীল, আর্তনাদ করো না!"

শায়খ জবাব দেন: "তোমার প্রতিশ্রুতির অপূর্ব ব্যাখ্যা,
আমার প্রিয়া! আমার দিকে তাকাও-
তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই;
তোমার লতার মতো চলা, তোমার রূপালী অবয়ব,
আমার এ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী।
ফিরে নাও তোমার নিঠুর নির্দেশাবলী; প্রতিটি ক্ষণে
তুমি নতুন দাবী তুলে আমায় করছো বিভ্রান্ত।
আমি তোমায় ছাড়াও জীবিত ছিলাম, এখন সবই করলাম
যা তুমি দাবী তুললে- কিন্তু কি লাভ হলো আমার?
আমি তো ক্ষতির স্তর পেরিয়ে গিয়েছি, লাভ, ইসলাম, অপরাধ
আর কতকাল আমাকে করতে হবে অপেক্ষা?
এটা কি ছিলো আমাদের প্রতিজ্ঞা? আমার বন্ধুরা চলে গেল,
আমায় ধিক্কার দিয়ে, এবং আমি এখানে একা।
তারা চলে একপথে, তুমি আরেকটি ধরে- আমি
স্তব্ধ নির্বোধ একা এখানে, জানা নেই কোথায় যাবো উড়ে;
আমি জানি তুমি ছাড়া স্বর্গ হবে নরক,
নরক-স্বর্গ তুমি; আর বেশী বলার আমার ক্ষমতা নেই।"
অবশেষে তাঁর কথায় মেয়েটার হৃদয় নড়ে উঠলো।
"তুমি বেশ বুড়ো নৌশার জন্য, তবে বছর খানেক
থাকো আমার সাথী স্বামী না হয়ে
এবং এরপর আমি থাকবো তোমার কাছে, নির্ভয়ে।"
শায়খ অনিহা প্রকাশ না করে মেনে নিলেন-
কলহের পন্থা প্রেমকে করে দেয় বিচ্ছিন্ন।
এ ভক্তিভাজন শায়খ লালন করেন একটি শূকর- কিন্তু কে না রাখে
শূকরসূলভ কিছু তার স্বভাবের নোংরা মাঠে?
মনে করোনা শুধু তিনিই পারেন নীচে নেমে যেতে;
এ গুপ্ত বিপদ লুকিয়ে আছে সদা আমাদের সবার ভেতর,
এটার পশুবৎ মস্তক লালিত হয় যখন আমরা আরম্ভ করি
এ পথের যাত্রা- যদি তুমি ভাবো, গোনাহ তোমার স্বভাবে নেই,

তুমি পড়ে থাকো আপন ঘরে; তোমাকে এ পথে যাবার প্রয়োজন নেই।
কিন্তু যদি তুমি আমাদের ভ্রমণে আসো, তবে তুমি পাবে
অগণিত শূকর ও মূর্তি মনকে করছে বক্র বার বার-
ধ্বংস করে দাও এসব বাঁধা ভালবাসাতে না হয়
সহ্য করতে হবে লজ্জা, যা এ শায়খ জানেন।

হতাশগ্রস্ত তাঁর বন্ধুরা; দেখে তাঁর মন্দদশা
ফিরে তাকায় নিঃসহায় ঘৃণা বুকে অন্য দিকে-
দুঃখে তাদের মাতা নত হলো;
কিন্তু একজন, হতভাগা শেখের কাছে এসে বলেঃ
"আমরা এবার মক্কার পথে দিচ্ছি পাড়ি, ওহে দুর্বল-মনের শায়খ;
আছে কি কোন সংবাদ আপনি পাঠাবেন আমাদের সাথে?
না আপনি চান আমরা সব খৃস্টান হয়ে যাই এবং
গ্রহণ করে নিই ধর্মদ্রোহীতার অপমান- মানুষ যা বলে?
আমরা এ ভাবনায় কোন আনন্দ পাই না-
আপনাকে এখানে একা রেখে যেতে,
আমরাও কি খৃস্টান হয়ে যাবো? বা যেহেতু আমরা আপনার
এ দুরবস্থা সহ্য করতে পারি না, আমরা কি আপনাকে ছাড়ার সময়
দ্রুত দৌড়ে প্রস্থান করবো; ভাববো কি শায়খ সামান নামে কেউ
এ জগতে ছিলেন না এবং থাকবো পড়ে উপাসনায় কাবার
পাথরের কাছে, কোন অনুশোচনা না করে?"
শায়খ জবাব দেনঃ "কি দুঃখ আমার হৃদয় করেছে পূর্ণ!
যাও যেথা তোমাদের ইচ্ছা হয়- কিন্তু দ্রুত প্রস্থান করো, এখনই যাও;
শুধু ঐ খৃস্টান আমার আত্মাকে রেখেছে জ্যান্ত,
আর আমি থাকবো তারই কাছে যতোদিন জীবিত আছি।
যদিও তোমরা বিজ্ঞ তোমাদের জ্ঞান জানতে না পারে
যে বন্য নৈরাশ্যের ভেতর দিয়ে প্রেমিকরা যায়।
যদি একটি ক্ষণিকের জন্য তোমরা আমার বেদনা জানতে,
আমরা হয়ে যেতাম সাথী আবার আগের মত।

এবার যাও ফিরে, প্রিয় বন্ধুরা; যদি কেউ জানতে চায়
বলে দিও আমি কি করেছি-
বলো আমার চক্ষু রক্ত-বন্যায় ভেসে আছে, এবং উত্তপ্ত আমি অপেক্ষায়,
বন্ধী হয়েছি পশুবৎ ভাগ্যের লৌহ পিঞ্জরে।
বলো, ইসলামের শায়খ সর্বপাপের বৃহৎ পাপকে করেছে অতিক্রম- ধর্মদ্রোহীতা,
ঐ ধৈর্যকে হারিয়েছে সে খৃস্টানের কেশ-প্রতি দৃষ্টি দিয়ে,
হারিয়েছে ঈমান সে ক্ষণিকের উন্মত্ততায়।
যদি কেহ চায় আমায় নিন্দা করতে, বলো
অগণিত আরও কতজন এ মা'রিফাতের পথে এসেছে,
এ অশেষ পথে কেউ নয় নিরাপদ,
এখানে বিপদ অপেক্ষারত এবং অনেক কিছুই অজানা।"
তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফেরালেন-
একটি শূকরপালক তার শূকরের অন্বেষণে হলো মত্ত।
তাঁর বন্ধুরা ক্রন্দনে হলো রত- তাদের শায়খের নীচতা যেন
মৃত্যু মনে হলো। দঃখবুকে তারা মক্কাতে ফিরে গেল,
ফেলে গেল তাদের স্বপক্ষত্যাগী শায়খকে রোম শহরে।

দেশে ফিরে তারা লুকালো আনাচে-কানাচে, লজ্জাশীল ও চিন্তায় বিষন্ন।
পশ্চিমে যাবার কালে শায়খের এক নিকঠ-সাথী থেকে
গিয়েছিলেন মক্কাতে- একজন জ্ঞানী লোক তিনি,
যে কোন পরীক্ষার জন্য যোগ্য, যিনি, দেখে সে মজলিসের
শূন্য মিহরাব, যেতা একদা তাঁর বন্ধু বক্তৃতা দিতেন ও উপাসনায়
হতেন মত্ত, করেন জিজ্ঞাসা: "তোমাদের সাথী শায়খকে কোথায় রেখে এলে?"
তারা সবাই কেঁদে কেঁদে বলে, রোমের সেই ঘটনার বৃত্তান্ত।
তাঁকে ঘিরে নিলো বিহ্বলতা শুনে এ ঘটনা- তাঁর মুখ হলো ফ্যাকাশে,
তিনি চোখের অশ্রুতে বুক ভাসালেন এবং হৃদয় যেন তাঁর খসে পড়লো।
তিনি চিৎকার করেন: "ওহে অপরাধীরা! ওহে মেয়েদের থেকেও দূর্বলরা-
বিপদক্ষণ ছাড়া কখন একটি লোক আপন বন্ধুদের প্রয়োজন বোধ করে?
তেমাদের সেথা থাকা উচিত ছিলো, এখানে আমার কাছে বকবকি করা নয়।

এটাই কি অনুরক্ত ভালবাসা? তোমাদের সবার উপর ধিক্কার!
স্বল্প-মনের বন্ধুরাই পালায় যখন মহান ব্যক্তির হয় অধঃপতন।
সে পরেছে খৃস্টানের পরিধেয়- তেমাদেরও পরা উচিত ছিলো;
সে যখন গ্রহণ করলো তাদের ধর্ম- তোমাদের কি আর করা ছিলো ভালো?
এটা ছিলোনা কোন বন্ধুত্ব, তোমাদের বন্ধুকে আশা দিয়ে,
অবশেষে ছেড়ে আসলে- এটা ছিলো ভীষণ প্রতারণা।
বন্ধু বন্ধুকে অনুসরণ করে দোযখে এবং অপবিত্রতায়-
বিপদে বন্ধুর পরিচিতি হয়;
আনন্দ উল্লাসের কালে দশ হাজার বন্ধু সাজে।
আমাদের শায়খ হয়েছেন আহত হিংস্র জন্তুর থাবায়
আর তোমরা পলিয়ে আসলে তাঁর করুণ অবস্থা হতে।
প্রেমের ভিত্তিতে থাকে, এ থেকে সৃষ্ট লজ্জাকে ভাগ করার প্রস্তুতি মেনে নেয়া;
এহেন স্বার্থপর প্রেম হলো প্রেমের জন্য দুর্নাম।”
তারা জবাব দেয়ঃ “বারবার এসব কথা আমরা বলেছি তাঁকে,
আমরা ছিলাম তাঁর সাথী সেই সখ্যের পথে,
সব সুখ-দুখে একত্রে শপথসহ প্রতিশ্রুত;
আমরা পারবো মেনে নিতে খৃস্টবাদী ধর্ম ও সবকিছু
যা খৃস্টানের প্রেমে পড়ে আমাদের শায়খ মেনে নিলেন।
কিন্তু তিনি জোর করে আমাদেরকে চলে যেতে বলেন-
আমাদের ভালবাসা ছিলো তখন বিফল;
তিনি আমাদেরকে চলে আসতে নির্দেশ দেন।
তাঁর সে শক্ত নির্দেশে আমরা ছুটে এসেছি এখানে
বলে দিতে কাহিনী সাদামাটাভাবে, নির্ভয়ে।”

তিনি জবাবে বলেনঃ “চেষ্টা যতোই শক্তই ছিলো,
তেমাদের উচিত ছিলো চেষ্টা করে যাওয়া, যা ছিলো সঠিক পথ।
সত্য সেথা ভ্রান্তের সাথে সংঘাতে ছিলো; যখন তোরা হারিয়ে গেলে
বেড়ে গেল তাঁর ভ্রষ্টতা।
তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছো; কোন্ সাহসে তোরা

মক্কার পবিত্র পরিবেশে প্রবেশ করলে?”
তারা শুনে তাঁর কথা মাথা নত করে
সাহস করে না জবাব দিতে, তারপর তিনি আবার বলেন:
“লজ্জা করে আর কোন লাভ নেই,
যা হবার তা হয়েছে; আমাদেরকে এখন সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে,
এ পাপ কবরস্ত করো, শায়খের নিকট ফিরে তাঁর কাছে করো মাথা নত।
তারা আবার গৃহত্যাগ করে চললো
রোম শহরের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার;
তারা শত হাজার উপাসনা করলো- কোনও সময় আশা নিয়ে,
কোনও সময় হতাশ হয়ে মনে রেখে তাদের দোষ।
তারা না করলো আহার না গেল নিদ্রায় চল্লিশ দিবস ও রাত অবধি।
তাদের বিলাপে ভারী হলো আকাশ পাতাল,
সবুজে আবৃত ফেরেশেতাদের হৃদয়ও এ ক্রন্দনে গলে উচ্চাকাশে,
তাঁরাও পরলো শেষে শোকের কৃষ্ণ বস্ত্র, এবং অবশেষে
দলের নেতা, শায়খের প্রকৃত বন্ধু,
তাঁর হৃদয় অনুরাগের বেদনায় হয়ে চূর্ণ,
ছেড়ে দিলো ঈমানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের তীর।
চল্লিশ রাতব্যাপী তিনি ছিলেন প্রার্থনায় নীরবে একা,
আবৃত হয়ে আসক্তির পবিত্র তন্ময়তায়-
প্রভাতে এলো একটি আভরণ উন্মোচণকারী মৃদু বায়ু,
এবং তাঁর হৃদয় জেনে নিলো সব রহস্য ক্ষণিকে।
তিনি দেখলেন রাসূল (সাঃ) এসেছেন, পূর্ণচন্দ্রিমার মতো চেহারা তাঁর,
যাঁর মুখমণ্ডল, সত্যের ঔজ্জ্বল্যতা, যেন সূর্য দ্বিপ্রহরে,
যাঁর গভীর কালো বিনুনি চুল ছিলো সামান্য কোঁকড়ানো-
প্রতিটি চুলের মূল্য শত পৃথিবীর চেয়েও দামী।
যখন তিনি হলেন অগ্রসর ধীর প্রশান্তচিত্ত গতিবেগে,
একটি অন্তর-হরণকারী স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠলো তাঁর পবিত্র বদনে।
শায়খের সে বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন: “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ),
আপনার সহায়তা কাম্য। আমাদের শায়খ দূরে চলে গেছেন;

আপনি আমাদের পথপ্রদর্শক; তাঁকে সত্যে করুন প্রত্যাবর্তন আবার।”
আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জবাব দেন: “আমি হারিয়েছি সে শৃঙ্খল
যা তোমাদের শায়খকে বেঁধে রেখেছিলো- তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে, যাও।
উড়ে গেছে ধূলির ঘনমেঘ যা ছিলো তার দৃষ্টি ও সত্যের অন্তরায়-
ঐসব মেঘ চলে গেছে; আমি তাকে একা থাকতে আর দেইনি।
আমি তোমাদের শায়খের ভাগ্যে ছুড়ে দিয়েছি
একটি নির্মলতাকারী শিশির, সুপারিশের কারণ হেতু-
শিশির-কণা স্বস্থানে হয়েছে স্থির; পাপ হয়েছে নির্মূল তার
নতুন তওবার সম্মুখে পড়ে। একটি বিশ্বসম পাপ, মনে রেখো,
অনুশোচনার থুথুতে হয়ে যায় পবিত্র।
ডুবে যায় তার উর্মিতে একসাগর অপরাধহীনতা
ঐসব অকপট পাপীদের তওবা করে তা উদ্ধার।”

মহানন্দে শায়খের বন্ধু করেন চিৎকার;
প্রতিধ্বনিত হয় স্বর্গের গাঁয়ে লেগে তাঁর সে আওয়াজ।
তিনি সুখবর বলেন তার দলের কাছে; আবার
তারা চলে আগ্রহভরে দ্রুতপদে রোমের দিকে।
অশ্রু সিক্ত ছুটে তারা চলে যেখানে ছিলেন সে শূকর-পালক শায়খ,
কিন্তু এখন তাঁর অস্বাভাবিক ভুল থেকে নিরাময়,
খুলে দিয়েছেন তাঁর খৃস্টান পরিধেয়, কটিবন্ধ, ঘা, টুপি,
অদ্ভুত বিশ্বাসের যাদুমন্ত্র থেকে মুক্ত।
দেখে তাঁর বন্ধুদের আগমণ নির্জন-বাসস্থান পানে,
তিনি বুঝে নেন কি করে প্রভূর সম্মুখে তাঁর হয়েছিলো দণ্ড;
কেশের উন্মত্ততায় তিনি ছিড়ে দিলেন গায়ের বস্ত্র;
হীনমনে তিনি করেন গড়াগড়ি ধূলায় পড়ে।
অশ্রু ঝরে বৃষ্টির পানির মত; তিনি মৃত্যুর করেন কামনা; তাঁর নিঃশ্বাসের
মহা উষ্ণতা আকাশের পর্দাকে গলিয়ে দিলো;
দুঃখ করলো তাঁর রক্তকে শুষ্ক, যখন তিনি দেখলেন
কিভাবে তিনি হারিয়েছেন আল্লাহর সব আইন;

যাকিছু ছিলো তাঁর অতীতে ফিরে এলো আবার
এবং নরক থেকে বেঁচে গেলেন যেথায় হতো তাঁর আবাস।
তিনি তাঁর মাঝে ফিরে এলেন, এবং হাটু গেড়ে বসে,
অতীতের ভুলের জন্য কাঁদলেন তিক্তমনে।
যখন শিষ্যরা দেখলো তাঁর এ অবস্থা,
লজ্জার ঘর্মে গোসল করে,
তারা খায় ঘুরপাক আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে পড়ে-
হতচিত্তে তারা আসে কাছে এবং ছাড়ে বড় নিঃশ্বাস;
কৃতজ্ঞতা হেতু তারা মৃত্যুকে এখন স্বাগত জানাতে পারে।
তারা বলেঃ "যে আবছায়া আপনার সূর্যকে আবৃত করেছিলো তা চলে গেছে;
ফিরে এসেছে ঈমান এবং খোদাদ্রোহীতার হয়েছে অবসান;
বিজিত হয়েছে সত্য, রোমের মূর্তিপূজার উপরে;
লাবণ্যতা ছুটেছে অগ্রে- যেন একটি মহাসাগর।
রাসূল (সাঃ) করেছেন সুপারিশ আপনার আত্মার জন্যে;
বিশ্ব পাঠিয়েছে ধন্যবাদ পূর্ব থেকে পশ্চিমে বন-লতা-অরণ্যে।
কেন আপনি শোকাহত হবেন? প্রভূর করেন গুণগান
কারণ, আপনি এসেছেন বেরিয়ে তাঁর অনুগ্রহে আধাঁর থেকে;
প্রভূ যিনি দিনকে অমানীশি রাতে পারেন করতে পরিণত
পারেন করে দিতে অন্ধকার পাপকে উজ্জ্বল আলোকিত-
তিনি করেন উত্তিত একটি অনুশোচনার স্ফূলিঙ্গ, এ থেকে সৃষ্ট অগ্নিশিখা
আমাদের সব গোনাহকে জ্বালায়, এবং গেনার সব জলন্ত লজ্জা-সরম।"

আমি এবার স্বল্পে বলে দেব গল্পের বাকী অংশঃ পবিত্র হলেন শায়খ
ধর্মের নীতিমতো; তাঁর পুরনো আপনের মৃত্যু হলো-
তিনি পরে নিলেন দরবেশের পরিধেয় আগের মত।
এবার সবাই আবার ফিরে চললো মক্কার পথে।

এবং তারপর ঐ খৃস্টান মেয়ে যাকে তিনি ভালবেসেছিলেন
ঘুমের ঘোরে দেখে এক স্বপ্ন; একটি অংশুজাল করে খেলা

তার চোখের সামনে, এবং একটি আলোক-রেখা হতে
এক কণ্ঠ বলে: "ওঠো! তোমার হারানো শায়খের পথে চলো;
গ্রহণ করো তার ধর্ম, তার পদতলে হয়ে যাও ধূলার মতো;
তুমি একদা তাকে ধোঁকা দিয়েছ, হও এবার তার কাছে পবিত্র ও সত্যবাদী
এবং যেমন সে তোমার পথে এসেছিলো বিনা দ্বিধায়,
গ্রহণ করো তার পথ এবার সত্যকে ও স্বার্থহীনতা বক্ষে নিয়ে।
তার নেতৃত্বকে নাও বরণ করে; তুমি একদা তাকে বিপথে চালিয়েছিলে-
হও তার সাথী, সে দেবে তরিকতের রাস্তার দিশা;
তুমি ছিলে ডাকাত, রাস্তায় ধরতে শিকার
যেথায় কাফেলার ধনকে করতে লুট।
ওঠো এবার! বেরিয়ে এসো অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে।"
ভেঙ্গে গেল নিদ্রা তার, হৃদয়ে তখনো উজ্জ্বল আলো
বিরল একটি রৌশনি যেন ক্রিয়াশীল সূর্যালোক;
যার বেদনায় কেঁপে উঠলো তার মন, এলো এক অসহ বিরহ যন্ত্রণা;
বাসনার দাহ জ্বলে উঠলো তার মাঝে; সে দেখতে পেল
আত্মা ধীরে বের হলো তার বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থেকে।
কি বীজ হয়েছে প্রোতিথ এখনো সে জানেনি-
তার ছিলোনা বন্ধু এবং ছিলো সে একা
একটি অজানা বিশ্বে; বলতে পারে না কোনো কণ্ঠ, কি দেখেছে সে-
তার গৌরব ও বিজয় পড়ে ধারায়, যেমন বৃষ্টি পড়ে;
একটি অস্বাভাবিক চিৎকার করে সে ছুটে চলে বাইরে।
তার কংকাল ছিলো দুর্বল, হৃদপিণ্ড ফেটে রক্ত ঝরে,
কিন্তু তবুও চলে যায় তার শায়খের সন্ধানে,
এবং মেঘের মত যা ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়
এবং বারিধারায় শুষ্ক মাঠে আনে বন্যা
(হৃদপিণ্ডের তাজা রক্ত) সে দৌড়ে চলে মাঠের উপরে।
কিন্তু শীঘ্রই মরুর অশেষ শূন্যতা
করে হতবুদ্ধি বেচারিকে; বন্য অস্থির উন্মত্ততায়,
সে তার মুখমণ্ডল বালুর উপরে রেখে হয় ক্রন্দনে রত।

"হে আল্লাহ!" সে কেঁদে বলে, "তোমার রক্ষার হাতটি প্রসারিত করো
একটি নারীর প্রতি যে এ পৃথিবীর মাঝে সর্বাপেক্ষা পাপী,
একটি মেয়ের প্রতি যে এক মহান ওলীকে করেছে প্রতারিত-
আমাকে ছেড়ে যেয়োনা গো প্রভূ; আমার ভীষণ দোষ
হয়েছিলো সংঘটিত একটি অবচেতন সময়ে;
জানতাম না আমি যা জানি এই ক্ষণে- গ্রহণ করো
একজনের প্রার্থনা, যে অজ্ঞতাহেতু ছিলো ঘুমের ঘোরে।"

শায়খের হৃদয় কথা বললোঃ "খৃস্টান আর নয়;
যে মেয়েকে তুমি ভালোবাসো ধর্মের দ্বারে আঘাত দিচ্ছে-
এখন সে, যে রাস্তায় চলে এটা আমাদের পথ; ফিরে যাও
এবং তার দুঃখের অবসান করো।"
প্রবল বাতাসের মতো তিনি ছুটে চললেন, শিষ্যরা বলেঃ
"আপনার অনুশোচনার প্রতিজ্ঞা চলে গেল নাকি?
আপনি কি লজ্জার অধঃপতনে ফিরে যাচ্ছেন?"
কিন্তু যখন শায়খ মেয়েটার অবস্থা করেন অবগত,
তাদের হৃদয়ে দয়াদ্রভাব হলো সবল এবং তারা মেনে নিলো
মেয়েটাকে খুঁজে বের করে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে।
তারা পেল তাকে বালুকায় পড়ে আছে কাতর হয়ে,
যেন মৃতপ্রায় কায়া, ছেড়া বস্ত্র দ্বারা আবৃত,
নগ্নপায়ে, চেহারা মরণ-ফ্যাকাশে।
সে দেখে শায়খকে, তার শেষ নিঃশ্বাস আসে ঘণিয়ে;
সে তাঁর পায়ে পড়ে হারায় জ্ঞান, এবং এ ঘুমের মাঝে
শায়খের মস্তক অবনত হয়, চোখের মাঝে অশ্রু ঝরে।

সে ফিরে পেল জ্ঞান, দেখে অশ্রুর দ্বারা বসন্তের মেঘের মতো
শায়খের চোখ থেকে ঝরে, সে বুঝে নিলো তার শায়খ তাকে ভুলেননি।
সে তাঁর সামনে নতজানু হলো, হাতে ধরে বললোঃ
"আপনার মর্যাদাশীল মস্তকে যে লজ্জা আমি হানিয়েছি

আমাকে তা জ্বালিয়ে দিচ্ছে; আমি আর কতকাল পড়ে থাকবো
এ অজ্ঞতার পর্দার আড়ালে? সহজে বলো ইসলামের রহস্য আমার কাছে,
আমি চলবো তার রাজপথে নির্ভয়ে চিরকাল।”
শায়খ ঈমানের বাক্য করেন উচ্চারণ; এবং সে সাথে সমগ্র
শিষ্যরা বলেন তা উচ্চস্বরে,
ক্রন্দন করে দেখেন সে লাবণ্যময়ী বুকে তুলে মহাসত্যের আলো।
তারপর, যখন মেয়েটার শান্ত মুখ নত হয় তাঁর বাক্যে,
সে দেখে তার হৃদয়ে এক অচিন্তনীয় অকথনীয় বিষাদ এসেছে;
ক্রমে সে বেদনা সিন্ধু হৃদয়ের কেন্দ্রে চলে অবরোহে,
এবার সে জেনে নিলো বিদায় ক্ষণ নিকটে, সে বলে করুন সুরে:
“আমার প্রিয় শায়খ! আমি আর পারছিনা এহেন বেদনা সইতে;
জগত হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার, আমার আত্মা হয়েছে অবসন্ন।
আমি চলে যাচ্ছি এ সন্তপ্ত পৃথিবী থেকে; বিদায়, দুনিয়া ও আমার শায়খ-
আমি আর বলতে অক্ষম, ক্ষয় আমাকে করেছে দুর্বল; ওহ শায়খ! মাফ করো...।”

এবং একথা বলে বেচারী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।
কুহেলিকায় লুকালো সূর্য- তার তনু
ছেড়ে দিলো মিষ্ট আত্মা ক্রম-দুর্বলতায় পতিত হয়ে।
সে ছিলো একফোটা জল যা ফিরে গেল সত্যের মহাসাগরে;
সে চলে গেল পৃথিবী থেকে,
এবং এরূপ, বাতাসের মতো, আমাদেরও যেতে হবে।

যে জানে প্রেমের পন্থা অচিরেই বুঝে নেয়
এহেন গল্প এ জগতে বিরল নয়।
সবই সম্ভব, এবং তোমরা হয়তো হবে সম্মুখীন
হতাশা, ক্ষমা, নিশ্চিন্ত, প্রবণতার।
নফস কখনো চিনে না সে পথের রহস্য,
গুপ্ত জ্ঞানের কথা কোনো মরণশীল না জানে বলতে;

শুধু নিশ্চয়তা করে কানাকানি হৃদয়ের আঁধার কেন্দ্রস্থলে,
নয় নফসের মাটিমাখা স্থলে- এক তিক্ত যুদ্ধ
চালাতে হবে এ দু'টোর মাঝে। ফিরো এক্ষুণি এবং শোকে হও রত
তোমাদের অস্তিত্ব তো গভীরভাবে বিচ্ছিন্ন!'

গুরু নির্বাচন অধ্যায়

ভ্রমণ শুরু এবং গুরু নির্বাচন

তারা শুনলো শায়খ সামানের গল্প; পাখিরা এখন আগুনে জ্বলছে
নফসের কবল থেকে মুক্ত হতে; সিমোর্গের
আকাঙ্ক্ষা তাদের হৃদয়কে জাগ্রত করেছে;
ভালবাসা তাদেরে গোলমালে ফেললো, ভ্রমণ শুরু করতে।
অবশেষে তারা চললো উড়ে সে পথে, একটি উত্তম কাজ!
কিন্তু শুরু হতেই তারা থেমে গেল: 'আমাদের প্রয়োজন এক নেতার',
তারা বলে, যে জানে গড়তে ও ভাঙ্গতে, যে আমাদের
আপন-অহমিকা বুঝে সঠিক পথে চালাবে;
বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক বিচারক আমাদের দরকার
যে বিপদের মহাসাগরের উপর দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবে;
বিনা প্রশ্নে আমাদেরকে মাথা পেতে নিতে হবে,
এ পাপ ও গৌরবের মাঠ ছেড়ে যেতে
এবং দূরের 'কাহাফ' শৃঙ্গে পৌঁছাতে। আমরা সেথা লুকাবো,
যেন একটি প্রদীপ সূর্যের আলোয় হারানো; সিমোর্গের ছায়া
পড়বে তাদের উপরে, যারা ভ্রমণ ও মান্য করে।
কিন্তু আমাদের মধ্যে কে আছে এ দায়িত্ব নেবে?
একটি লটারী হলে ভাল হয়, হবে তা প্রজোয্য।
যারা জিতবে তারাই বেছে নেবে কে হবে আমাদের নেতা।'
সবাই নীরব হলো, কোন আপত্তি কেউ না করে,
লটারী হলো, এবং আমাদের হুদহুদই জিতলো,
একটি সৌভাগ্য ফলাফল যা সবাই খুশীতে মেনে নিলো।
এবার হুদহুদ হলো তাদের নেতা; তারা দেবে আত্মাহুতি
এমন কোন মূল্য করতে দান যদি সে আদেশ করে;

ভ্রমণের পথে তার প্রতিটি কথা মাথা পেতে নেবে প্রতিটি পাখি।

(ভ্রমণ-পথের শূন্যতা দেখে পাখিরা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। হুদহুদ তাদেরকে বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) সম্পর্কে একটি গল্প বলে।)

বোস্তামীর গল্প

হুদহুদ তাদের নেতা হলো, মাথায় পরলো মুকুট-
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা এলো কাছে, জানালো তাকে শুভেচ্ছা;
একসহস্র পাখি হলো জড়োত সেথা,
তাদের উপস্থিতি বাতাসে এক বৃহৎ ছায়া ফেললো।
এবার তারা উড়ে চলে, কিন্তু প্রথম মরু-পাহাড় অতিক্রম করেই,
তাদের অগ্রগামীরা দিলো এক আকাশ-বিদির্ণ চিৎকার!
আকস্মিক ভীতিতে সবাই স্তম্ভিত হলো; তারা কাঁপতে থাকে
তাদের সম্মুখে অনন্ত উচ্ছেদ মরুপ্রান্তর দেখে।
তারা একত্রে জড়িত হয়ে পাখা ঘুরাতে থাকে এবং করুণ,
হতাশ, ক্ষীণ কণ্ঠে গান করে-
তাদের দায়িত্ব হয়েছে বেশী বড়, পথটি বন্ধুর!
কী অবয়বহীন ছিলো সে দৃষ্টি,
একটি ভয়ার্ত শূন্যতা যেথা তারা ভাল বা মন্দ কিছুই দেখতে পায় না-
একটি নীরবতা যেথায় আত্মা জনে না আশা বা হতাশা,
পাখি একটি বলেঃ এ পথ দেখছি মৃত, শূন্য- কেন?'
এ প্রশ্নের জবাবে হুদহুদ এ অদ্ভুত উত্তর দেয়ঃ সম্রাটকে প্রশংসা করার জন্য।'
এবার সে বায়েজিদ বোস্তামীর গল্পে হয় নিমগ্নঃ
'একদা এক জ্যোৎস্না রাতে, শায়খ বায়েজিদ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়ে
ঘুমন্ত নগরীর পথে নেমে চলেন এবং শেষে মরুভূমে আসেন,
সেথায় দাঁড়িয়ে গগণের অগণিত তারা পানে লক্ষ্য করেন।
তিনি আবার হাটেন ক্ষণকাল এবং বুঝে নিলেন,
একটি শব্দও মরুর বায়ুকে আলোড়িত করছে না,

একটি প্রণীও এ দিঘন্তমাঝে নেই, তাঁকে ছাড়া।
তাঁর হৃদয় হঠাৎ শূন্যতায় হলো স্পন্দনহীন এবং
এক অসহ বিভীষিকা তাঁকে আঘাত হানে।
তিনি তখন বলেন: ‘ওহে প্রভূ! তোমার চমৎকার প্রাসাদ দূর-দূরান্তে
মিঠু মিঠু জ্বলে- কিন্তু কোথায় ওসব অনুগ্রহপ্রার্থী
যাঁরা এর অনুগ্রহ নেবে?’
একটি গায়েবী কণ্ঠ বলে: ‘হে যাযাবর! তুমি হতাশ;
শান্ত হও। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল রাজা সবাইকে তাঁর
দরবারে প্রবেশ হতে দেন না; এটা নয় সঠিক যে প্রতিটি
দুষ্টকে, যারা রাত কাটায় ঘুমের মাঝে
দেয়া হবে তাদেরে এ প্রসাদের পানে তাকাবার সুযোগ।
অনেকেই ফিরে যায় এবং অল্পই দেখে মহা সিংহাসন;
একটি মাত্র পৌঁছে সাফল্যের দ্বারে শত সহস্রের মাঝে।’

(পাখিরা হুদহুদকে তাদের সন্দেহ মেঠানোর জন্য অনুরোধ করে)

কম্পিত সব পাখিরা হতবাক হয়ে তাকায় দিঘন্ত পানে;
তাদের অশেষ বেদনার মতো রাস্তার দূরত্বও যেন অনন্তে।
কিন্তু সন্তোষ ছিলো সদা হুদহুদের হৃদয়ে
যা তাকে তুলে নিয়েছে ঊর্ধ্ব জগতে-
বলুকা তাকে পারবে না অশান্ত করতে, পারবে না
আকাশের দুপুর-সূর্য, ঐ গগণের ময়ুর।
জগতের কোন্ সে অন্য পাখি পারবে সইতে
পথের অসহ যন্ত্রণা ও এর হতাশা?

ভয়ঙ্কর দল তাদের পথপ্রদর্শকের কাছে এলো।
তারা চিৎকার করে: ‘তুমি তো জানো পথের কাটা,
এবং আমাদের কিছু নাই জানা, কি করে দাঁড়াবো
শাহানশাহের দরবারে-

তুমি মহান সোলাইমানের সেবক ছিলে,
উড়ে চলেছো তাঁর বিস্তৃর্ণ সাম্রাজ্য জুড়ে-
তুমি তাই জানতে কোথায় আছে কি এবং
কোথাও যদি থাকে বিপদ।
তুমি দেখেছো এ কঠিন পথের উত্তান-পত্তন।
এটা আমাদের ইচ্ছা যে, আমাদের দিশারী হয়ে
তোমাকে বলতে হবে কিভাবে বাদশাহের দরবারে
গিয়ে আদব কায়দা রক্ষা হয়;
এবং সর্বোপরি আমরা তো দুর্বল এক দল,
আমাদের হৃদয়ের সমস্যার করে দাও সমাধান
এ ভ্রমণে চলার পূর্বে।
আমাদের সন্দেহগুলো শ্রবণ কর প্রথমে; যদিও
আমরা নিঃসন্দেহে তুমার ক্ষমতাকে গ্রহণ করি-
তুমি পারবে দূরে ঠেলে দিতে সব সংশয়।
আমরা জানি এ সুদূর রাস্তায় নেই কোন আলো যা,
আসবে স্বচ্ছ করে দিতে অনিশ্চয়তার আঁধার রাত;
কিন্তু যদি হৃদয় হয় মুক্ত আমরা হবো নিষ্ঠাবান
আমাদের হৃদয় ও দেহসহ যা আছে হবে এ পথের পথিক।'

দাঁড়ালো হুদহুদ কথা বলার জন্যে, সব পাখি
তার কথা শুনতে আগ্রহে হলো আগোয়ান;
শত সহস্র দল বেধেছে একটি মন নিয়ে,
জড়িত হয়েছে তারা আপন জাতে জাতে।
অভিযোগের সুরে পায়রা ও বুলবুলি কথা বলে;
সবাই সে কথায় হয় আত্মহারা; এমন অবস্থা হলো
পাখিদের তরে যেথা 'নফস' বা অসার করেনা কর্তৃত্ব।
হুদহুদ মুখ খুলে; সে তাদের চোখের সামনে মহাসত্য
ঢেকে ঘোমটা টানে।
একটি পাখি জিজ্ঞাসা করেঃ 'তুমি কি করে আমদের অগ্রে গেলে

এ সত্যের সন্ধানে; কি হয় আমাদের পঙ্গু পাপ?
আমরা করি সন্ধান তুমিও করো- কিন্তু তুমি আহরণ করো
সত্যের পবিত্রতা আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি ক্রন্দনে রত।'

সোলাইমানের প্রভাবশালী দৃষ্টি

সে বলে: 'মহান সোলাইমান একদা আমার পানে তাকান-
এটা সেই দৃষ্টি দিয়েছে যাকিছু জানি; কোন ধন পারবে না
এ বস্তুর সামনে আসতে, যা পেয়েছি জ্ঞানের-বাদশাহ হতে।
কেউ পারে না তা অর্জিতে উপাসনা করে;
কারণ শয়তানও তা পেতে সিজদা দিয়েছে;
তবে ভেবোনা তোমরা, উপাসনার প্রয়োজন নেই;
অভিশাপ সে বোকার প্রতি, যে এরূপ বলে তোমাদের ক্ষতি করে।
করো সদা উপাসনা, একটি ক্ষণের তরেও ক্ষান্ত হয়ো না,
উপাসনা করো অসহায় হয়ে এবং অনুগ্রহ পেয়েও,
জীবনকে উপাসনায় করে দাও বিসর্জন, সোলাইমানের
সে দৃষ্টি না পাওয়া পর্যন্ত, এবং বোকামীর অবসান না হলে।
সোলাইমান যখন তোমাদেরকে করবেন গ্রহণ, তোমরা জেনে নেবে
যা আমার কথা দেখাতে পারে না কখনও।'

বাদশা মাসুদ ও জেলে ছেলের কাহিনী

একদা বাদশা মাসুদ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন,
পথহারা হয়ে আপন সৈন্যদের থেকে দূরে।
বাতাসের গতিতে ছুটে চলে তাঁর ঘোড়া- তারপর
দৃষ্টি পড়লো একটি জেলে বালকের প্রতি সাগর পাড়ে।
বরশি হাতে ছেলেটা সৈকতে বসেছিলো,
বাদশা কাছে এসে অবরোহণ করে তাকালেন তার পানে-

একটি বন্ধুত্বের ভাব চোখে-মুখে ফুটিয়ে।
ক্ষণিক পরে তিনি বসে গেলেন তার পাশে; কিন্তু
ছেলেটা বিষণ্ন বদনে বসেই ছিলো- তার হৃদয় দুঃখে আহত।
বাদশা বলেন: "আমি কখনো তোমার মত দুঃখি ছেলে
দেখিনি, কি বা হয় এমন বিষাদ যা তোমাকে করেছে আহত?"
ছেলে দেয় জবাব: "আমাদের পিতা চলে গেছেন, সাতটি
ভাই-বোনের দায়িত্ব আমার পরে। আমাদের মায়ের হয়েছে
অচেতন রোগ আর আমরা গরীব; শুধু খাবার তরে
আমাকে এ সাগর পারে থাকতে হয়-
আমি এসেছি এখানে প্রভাতের আভার সাথে
আর পারবোনা ফিরে যেতে সন্ধ্যাবধি।
যাকিছু মাছ ধরবো তাতেই আমাদের খাবার হতে হবে।"
বাদশাহ বলেন: "আচ্ছা, আমরা হবো একে অন্যের বন্ধু, কেমন?"
অসহায় সে ছেলে মাথা নেড়ে স্বীকৃতি দিলো আর তার
নতুন বন্ধু বশড়ি ফেললেন সাগর জলে।
সেদিন অনেক মাছ ধরা হলো।
ছেলেটা খুশীতে টগবগে হয়ে বলে: 'এতো ধন!
আমি স্বপ্নেও দেখিনি।'
বাদশাহ দেন জবাব: "হ্যাঁ, ভাল মাছধরা হলো।
উত্তম ধন তোমার পাশে আজ বিরতিহীন ছিলো-
তোমার ভাগ্যকে করো গ্রহণ, প্রশ্ন করো না
তা কিভাবে হলো; তুমি হারিয়ে যাবে ওহে বন্ধু।
তোমার এ ধন আমার থেকে অনেক বড়; আজ এক বাদশাহ
তোমার জন্যে জেলের কাজ করলো- আমি পারবোনা আর থাকতে।"
এ বলে রাজা অশ্বে করেন আরোহণ।
কিন্তু ছেলেটা চিৎকার করে বলে: "কিন্তু আপনি আপনার অংশ নিবেন না?
এটাই যে বিচার্য্য।"
রাজা বলেন: "আগামী দিনের অংশ হবে আমার। আমরা করবোনা ভাগ
আজকেরটা; তুমি সব রেখে দাও, কাল যখন আমি মাছ ধরবো

তুমি হবে আমার শিকার;
একটি উত্তম পুরষ্কার, আমি খুশীতে করবো বরণ।”
ছেলে রইলো হা করে তাকিয়ে, বুঝলো না বাদশাহর কথা।
পরদিন রাজা বাগানে পায়চারী করে করে,
স্মরণ করেন তাঁর ছোট্ট সে জেলে ছেলে বন্ধুকে।
তিনি পাঠালেন উজিরকে
নিয়ে আসতে ছেলেটাকে তাঁর রাজ প্রাসাদে।
জেলে সেই ছেলে প্রসাদে যখন এলো,
আদর করে তাকে রাজা সিংহাসনে বসালেন।
উজির-নাজির সবাই তা দেখে অবাক হলো-
বাদশা এবার বলেন সবাইকে: ‘এ ছেলে আমার বন্ধু,
এটিই আমার জন্যে যথেষ্ট; সে এখানে আমার মত
সবকিছুতে সমপর্যায়ের, সে আমার সিংহাসনের শরীক।”
ছেলে শুধু একবার বলে:
“আমার দুঃখ হয়েছে নিশ্চিহ্ন যখন রাজা আমার পাশ কেটে গেলন।”

এক খুনীর স্বর্গলাভ

এক খুনীকে ফাঁসীতে ঝুলে মারা হলো- আইনের মাধ্যমে
সে রাতে রাজ্যের বাদশাহ তাকে দেখেন স্বপ্নে;
না, জাহান্নামের আগুনে জ্বলন্ত নয়, স্বর্গে করছে বিচরণ!
বাদশা অবাক হয়ে বলেন: “তুমি! এখানে!
তোমার জীবন তো ছিলো, শত পাপে পরিপূর্ণ;
তুমি কি উপায়ে এ মর্যাদা পেলে?”
লোকটি জবাব দেয়: “আল্লাহর এক বন্ধু আমার মরণকালে
পাশে এসেছিলেন; মাটি আমার রক্তকে চুষেছে, কিন্তু সত্য-পথিক এ
আল্লাহ প্রেমিক আমার পানে তাকিয়েছিলেন, এবং
তাঁরই বরকতে আল্লাহ আমায় করেছেন ক্ষমা।”

যার উপরে এ শুভদৃষ্টি পড়ে,
তার ভাগ্য ঊর্ধ্বে উঠে যায় স্বর্গে;
অবশ্যই, এ দৃষ্টি তোমাদেরকে না পেলে
তোমাদের জীবনের রহস্য থাকবে গুপ্ত;
তোমরা পারবে না স্বর্গের সিংহাসনে আরোহণ করতে
যদি তোমরা বসে থাকো অহঙ্কার নিয়ে একা।
তোমাদের প্রয়োজন এক সুদক্ষ প্রদর্শকের; তোমরা পারবেনা যাত্রা করতে
এ মহাসমুদ্র-পথে হৃদয়ে অন্ধত্ব নিয়ে।
তোমরা জানো না কি বিপদ আসবে এ পথে,
দরকার তোমাদের চলার-লাঠি, অন্ধের মত।
তোমাদের দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে আর রাস্তা অনেক লম্বা;
আস্থা আনো তাঁর তরে যে জানে রাস্তা ও যে প্রবল।
যে কেহ কামিলের সাথে চলে এ ভ্রমণে;
হবে না ভ্রষ্ট ও হবে না দুর্বল;
যে কেহ এ কামিলের উপদেশ গ্রহণ করে
তার হস্তের কাটাগুলো গোলাপে রূপান্তরিত হবে।

বাদশাহ মাহমুদ ও কাঠুরিয়া

একদা শিকারে গেলেন বাদশাহ মাহমুদ।
জঙ্গলে পড়ে আছে দেখলেন কাঠ-বোঝাই এক গাধা,
পাশেই তার মালিক বৃদ্ধ কাঠুরিয়া।
বুড়ো বসে সেথা মাথা চুলকায়,
বাদশাহ কাছে এসে বলেন: "তুমি সাহায্য চাও?"
বৃদ্ধ বলে: "তাতো বুঝতেই পারছেন,
যদি আপনি একটু কষ্ট করেন, তাতে কোন ক্ষতি হবে না
আমি দেখছি আপনার মাঝে দয়ার আভাস।"
বাদশাহ ঘোড়া থেকে নেমে আপন হাতে সাহায্য করেন,
তাঁর ফুলের মতো হস্ত দিয়ে অহঙ্কারকে ভুলে; তারপর

ফিরে গেলেন আপন কাফেলার কাছে।
সবাইকে ডেকে বলেন: "এক বৃদ্ধ আসবে এদিকে- গাধা-বোঝাই
কাঠ নিয়ে; তাকে এখানে নিয়ে এসো, আমি তার মুখোমুখি হবো।"
আঁকাবাঁকা পথটি ঘিরে রেখেছে সবাই আর মাঝখানে
বাদশাহ মাহমুদ অপেক্ষা করেন।
বৃদ্ধ তার গাধায় চড়ে চলে ধীরে ধীরে আর বলে:
"আরে! গাধাটা কেন এতো ভারী! ... ওহ! সৈন্যরা!
শুভদিন, আমার মহাত্মনগণ!" এবং চলে সে গাধা গাধার মত!
তারপর সামনে দেখে সে বৃদ্ধ একটি রাজকীয় আসন,
এবং তাঁকে এড়িয়ে যাবার নেই কোন রাস্তা।
সে চিৎকার করে বলে: "আমি এক রাজাকে কাঠুরিয়ার মত
কাজে লাগিয়েছি, আল্লাহ সব গোনাহের ক্ষমা করেন, আমি ভীষণ আতঙ্ক!"
বাদশা বলেন: "কিসে তোমায় বাধা দিচ্ছে বৃদ্ধ?
আমার সাথে খেলা করবে না, তুমি আমার সব কেড়ে নিয়েছ!"
বৃদ্ধ বলে কাতর হয়ে: "শাহানশাহ! আমি এক অদম বোকা
যে রাতদিন জঙ্গলে ঘুরে লাকড়ী যোগাড় করে ইন্দনের জন্য;
আমি তা বিক্রি করে শুকনো কিছু রুটি ক্রয় করি-
আমাকে কিছু আবর্জনা দিন- আল্লাহ আপনার ভাল করবেন।"
বাদশা জবাবে বলেন: "ওহে বৃদ্ধ, আমি কিনে নেব তোমার লাকড়ী-
বলো, তুমি এর ন্যায্য মূল্য কত চাও?"
জবাবে বলে বৃদ্ধ: "শাহানশাহ! এমন লাকড়ী সস্তায় বিক্রি হবে না;
এটার মূল্য, আমি মনে করি- দশটি স্বর্ণভর্তি থলে!"
কথা শুনে অট্টহাসিতে সবাই ফেটে পড়ে মাহমুদ ছাড়া
তারা বলে: "এটার মূল্য দু'টি রুটি সম। চুপ করো ও
বিক্রি করে তা, নিজেকে ধন্য দাও।"
বৃদ্ধ বলে: "দু'টি রুটি, আমার বন্ধুরা, সত্যি তাই- কিন্তু
এ বিরল ক্রেতা অবশ্যই আরো মূল্য দিতে পারেন?
এক বড় মহান ব্যক্তির হস্তের ছোঁয়া লেগেছে এ লাকড়ীর মাঝে-
যে হাতে শোভা পায় হাজার সুগন্ধি গোলাপ;

এবার ভাবুন এটার মূল্য কি বা হয়!
একটি দীনার পারে কিনতে অতি অল্প-
আর এটাই সঠিক; এ কাঠের মূল্য যে তাই আমি এতে একমত-
এটা ঐ ছোঁয়া যা দিয়েছে লাকড়ীকে এ সম্মান ও মূল্য।”

ভয় ও প্রতিবাদ অধ্যায়: প্রথম পর্ব

একটি কাপুরুষ পাখির প্রতিবাদ

হঠাৎ একটি পাখি আপন স্বরে করে বকবক:
ভ্রমণে যেতে পারবো না - 'আমি বড় বেশী দুর্বল।
প্রিয় গুরু, জানি আর পারবোনা উড়ে যেতে আমি;
কখনো এরূপ দুঃসাহসিক কাজে হাত দেইনি।
এ উপত্যকাগুলো অনন্তের মত; সামনে বিপদ আছে;
প্রথম বিশ্রামেই আমি মারা পড়বো জানি।
আগ্নেয়গিরি আছে সামনে পথের গন্তব্যের আগে-
বলুন, এ ভ্রমণ নয় সবার জন্যে।
কত জনের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে এ পথ;
একশত - সহস্র যা তুমি বলো,
এ মহান ভ্রমণে চলে তারা-
কত জনের হয়েছে মরণ, একটি অহেতুক কুরবানী!
এমন রাস্তায় সুদক্ষ ব্যক্তিও ভীরু হয়ে যায়,
আর অহঙ্কারীর ভয়ঙ্কর চেহারা করে আবৃত ঘোমটা দ্বারা-
কি আছে আশা দুর্বল আত্মার? আমার কি বা হয় ভরসা?
যদি আরো চলি তবে অবশ্যই আমার মরণ হবে।'

হুদহুদ তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে

হুদহুদ বলে: 'হৃদয় তোমার হয়েছে জমাট-বাধা তুষারের মত;
কাপুরুষতার বাঁধন থেকে কবে তুমি মুক্ত হবে?
এখানে তো তোমার জীবন অতি অল্পকাল হবে স্থায়ী,

তাহলে কি বা তারতম্য আছে এখানে? কি তোমাকে ভীরু করলো?
জগতটা তো পাপ আর আবর্জনায় পরিপূর্ণ, এবং এখানে
আসে গৃহহীন মানুষ- আবার গৃহহীন তারা প্রস্থান করে।
তারা মরে, যেন পোকাদের মত, অসহ যন্ত্রণায়;
এ ভ্রমণে যদি আমাদের মৃত্যুই হয়, এটা, অবশ্যই,
বেদনা ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ জীবন থেকে শ্রেয়।
এ মহা সন্ধান যদি অনর্থ হয়, যদি আমার ঈমান হয়
ভিত্তিহীন, তাহলে এটাই উত্তম যে আমার মৃত্যু হয়ে যাক।
কত ভুলে ছেয়ে আছে জগতকে- তবে কেন
আমরা সন্ধানের ঝুঁকি নেবো না? এক জীবনপূর্ণ লজ্জার চেয়ে
প্রেমের জন্য সয়ে যাওয়া দুঃখ-যাতনা শতগুণ শ্রেয়।
কেউ পৌঁছেনি এ পথের শেষ সীমানায়, তবে কেন
তাদের অন্ধ-দাবী আমরা মেনে নেব, যারা বলে এপথ ভ্রান্ত?
আমরা দেখেছি শুনেছি অনেক, কিন্তু শিখেছি কি?
এক মুহূর্তের জন্য নফসকে করিনি পদাঘাত;
বোকারা জড়িত হয় আর আমাদের দেয় সংশয়:
কবে তাদের এ একগুয়েমি কথার হবে অবসান?
যতকাল আমরা বোকাদের কথা ও নফসের প্রতারণা থেকে
স্বাধীন না হবো, আমাদের আত্মা হবে না মুক্ত।
পর্দার অপর প্রান্তে যদি প্রবেশের অনুমতি চাও
তবে মৃত্যুকে বরণ করে নাও- নফসের এ মরণ।
যখন চলে যাবে পর্দার ভেতর তখনই বুঝবে এ পথকে
যে পথের ব্যাপারে কোটিলোক অন্ধ আছে।
ভালবাসার বৃহৎ বৃক্ষের ফল হলো দীনতা;
যে তা জানে, জানে সে চরম ইজ্জতহীনতা।
প্রেম যখন কারো বক্ষে তাঁবু গেড়ে বসে,
তার জীবন হয় যাতনাপূর্ণ, এবং জানে না শান্তি কি হয়।
প্রেমের বেদনা তাকে খুন করে দেবে-
পানের জল তার জন্যে তৃষ্ণার কারণ;

তার রুটি রক্তে হয় পরিণত;
যদিও সে দুর্বল একটি পীপিলীকার মত অসহায়,
ভালবাসা তাকে প্রেমেরই সাথে সংঘাতে ফেলে;
সে পারে না কিছু গ্রহণ করতে না জেনে,
সে যে আছে সদা যত্নের এক সাগরে ভাসমান।'

নিশাপুরে শায়খ নৌগনি

শায়খ নৌগনি একদা নিশাপুরের পথে যাত্রা করেন।
যাত্রাপথের কাঠিন্যতা তাঁকে করে দিল ক্লান্ত
তিনি অসুস্থ হলেন- এক সপ্তাহ খাদ্যহীন থাকলেন
কাপড় ছিড়ে তাঁর হলো চুর্ণ, একা এবং দুর্বল।
সপ্তাহ পরে তিনি চিৎকার করে বলেন:
"ওহে প্রভূ দয়াময়, রুটি দাও!" এক অজানা কণ্ঠ জবাবে বলে:
"যাও! নিশাপুরের রাজপথে ঝাঁড়ু দাও, আর বিনিময়ে যা পাও
তা দিয়ে রুটি কিনে খাও।" শায়খ বলেন:
"আমার যদি একটি ঝাঁড়ু হতো, রুটির জন্য ভিক্ষা না করতাম,
কিন্তু আমার যে কিছুই নেই, যা তুমি দেখছো;
আমাকে কিছু রুটি দাও, ও বেদনার করো অবসান।"
কণ্ঠ আবার বলে: "শান্ত হও! যদি তুমি রুটির প্রত্যাশী হও
ঝাঁড়ু সংগ্রহ করো ও ঝাঁড়ু দাও!"
অসহায় শায়খ নিশাপুরে গিয়ে ঝাঁড়ু-সেওত নিয়ে
ঝাঁড়ু দিলেন রাজপথে কণ্ঠের নির্দেশ মত,
শেষের অবর্জনা সেওতে তুলে দেখলেন কিছু স্বর্ণ-দানা।
তা নিয়ে তিনি ছুটে গেলেন রুটির দোকানে,
কিনে নিলেন তাঁর রুটি-
এ খাবার হলো শেষ, তিনি হলেন আবার নিঃস্ব।

ভুখা হয়ে তিনি ঘোরাফেরা করেন- তারপর এক
ভাঙ্গা কুঠিরে আশ্রিত হয়ে সিজদায় পড়ে গেলেন।
অবাক হয়ে মাথা তুলে দেখেন-
সেই ঝাঁড়ু-সেওত পড়ে আছে সম্মুখে।
আকুল হয়ে বলেন: "ওহে প্রভু! কেন আমার প্রতিদানের জন্য
এতো কষ্ট সইতে হয়? তুমি বললে রুটির তরে ঝাঁড়ু দিতে হবে,
বলো তার রহস্য কিবা হয়?"
গায়েবী কণ্ঠে প্রভূ বলেন: "রুটির প্রয়োজন কাজের ঝোলের,
যেহেতু রুটিই যথেষ্ট নয়, তাই আমি বাড়াবো ঝোলের মাত্রা
হবে তা তখন সুস্বাদু; কাজ করো শান্তিতে!"

উলঙ্গের চিৎকার

এক উলঙ্গ ব্যক্তি জনসমাগমে হেটে যাচ্ছিলো,
এবং লোকের পরনে সৌষ্ঠব পরিধান দেখে চিৎকার দেয়:
"হে প্রভূ! আমাকে দাও তাদের মত আনন্দ।"
এক কণ্ঠ জবাব দেয়: "আমি দিচ্ছি সূর্যের আরামদায়ক উত্তাপ,
হও এতে শান্ত!"
সে বলে: "আমার প্রভূ! সূর্য তো তেমাকে আবৃত করে, আমাকে নয়!"
কণ্ঠ বলে: "দশটি দিবস করো অপেক্ষা, তারপর দেখবে
কি পরিধান আমি যোগাড় করি।" দশদিন গেলো চলে;
এক নিঃস্ব ব্যক্তি লোকটিকে করে দান
একটি জোড়াতালি লাগানো মোটা সূতার পরিধান।
গায়ে পরে তা, পাগল বলে ঊর্ধ্বলোকে তাকিয়ে: "দশটি দিন তুমি
কাটালে এ পরিধান সেলাই করে নিতে, আমি নিশ্চিত,
তুমি এ শত টুকরো কাপড়কে অতি যত্নে সেলাই করেছ-
তাহলে বলো তোমার এ দাসকে,

তুমি কোথায় শিখেছ সূক্ষ্মভাবে এহেন সেলাইয়ের কাজ?”
উত্তর এলোঃ “তাঁর মহান দরবারে হতে হবে নম্র, যেমন তাঁর
রাজপথের ধূলার মত;
কতজনা, তাঁর দীপ্তিতে উন্মত্ত হয়ে, আসে-
কিন্তু খুব নগণ্যই প্রবেশ করে বিরহে-কাঙ্ক্ষিত গৃহে।”

রাবেয়া বসরীর (রহঃ) একটি কাহিনী

রাবেয়া বসরী সাত বছর পথে চলে ছিলেন
ভীষণ কষ্ট সহে, মক্কায় যেতে হজ্বের জন্যে।
অবশেষে মক্কার কাছে এসে পৌঁছে বলেনঃ “আমি শেষ পর্যন্ত
কাবার দেয়ালের পাশে; আমার পরীক্ষার হয়েছে অবসান”-
কিন্তু হায়! পরমুহূর্তে তাঁর হায়েজ দিলো দেখা;
তিনি হলেন অপবিত্রা।
তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বলেনঃ “সাতটি বছর যাবৎ হজ্বের
উদ্দেশ্যে কাটালাম, এবং আজ আশাপূর্ণ হবার মুহূর্তে
তিনি আমার মাঝে ছোঁড়ে দিলেন এ অপবিত্রতা;
ওহ আল্লাহ! হয় তোমার দীপ্তিময় গৃহে প্রবেশ হতে দাও,
না হয় যে পথে এসেছি সে পথে আমাকে ফিরাও।”
রাবেয়ার মত এমন সত্য প্রেমিক আর কেহ এ জগতে ছিলেন না,
অথচ দেখে নাও, তাঁকেও এ পথের যাতনা সইতে হয়েছে।
যখন তুমি জ্ঞান-সাগরে প্রথমে সাঁতার দেবে, হও সতর্ক-
একটি দ্বিধার উর্মি এসে তোমাকে ভাসিয়ে দেবে।
তুমি করো প্রার্থনা কাবার পাশে এবং তারপর
তুমি ক্রন্দনে রত এক মূল্যহীন ধর্মদ্রোহীর দ্বারে;
যদি এ ঘূর্ণবাত থেকে মাথা তুলে নিতে পারো,
বিষাদের স্থানে আসবে তখন প্রশান্তি।
কিন্তু যদি তুমি এ আবর্তে একা ডুবে যাও;

তোমার মস্তক মনে হবে যেন ঘুরছে দ্রুত বেগে;
অল্প চিত্তবিক্ষেপে তোমার মস্তিষ্ক হবে ভ্রষ্ট
এ প্রশান্তি থেকে, যা তুমি আশা করো পাবে।

এক নির্বোধের কথা

এক নির্বোধ সাধু করতেন বাস কুঁড়ে ঘরে।
একদা তিনি দেখেন নবীর (সঃ) মুখমণ্ডল,
যিনি তাঁকে বলেনঃ "তোমার জীবনের কর্মে
আমি দেখি স্বর্গীয় প্রশান্তি।"
উত্তর দেন সাধুঃ "প্রশান্তি! যখন আমি না পারি দূরে
সরে যেতে ক্ষুদার্ত মশা থেকে রাতে আর মাছি থেকে দিনে!
একটি মাত্র ক্ষুদ্র ডাঁশ নমরুদের মগজে গিয়ে,
তাকে করে দিলো আস্ত পাগল;
আমি যেন একালের নমরুদ- মশা, মাছি,
চারপোকা, ডাঁশ সবই যা ইচ্ছা তা করে, আমার সাথে!"

একটি পাখী তার পাপের কথা বলে

অন্য এক পাখি বলেঃ "পাপে আমার আত্মায় দাগ পড়েছে;
পাপী হয়ে এ পথে চলে কিভাবে উন্নতি সাধন করবো?
ভনভনে মাছির দলের মত অপবিত্র এ আত্মা
সীমোরগের পর্বতে কি করে আরোহণ করার আশা করবে?
পাপীরা যখন পথ ছেড়ে যায়, কি শক্তি পারে
এহেন দুর্বলদেরে নিয়ে যেতে আমাদের রাজার সম্মুখে?"

হুদহুদ জবাব দেয়

জবাব এলো: "তুমি অজ্ঞতা নিয়ে কথা বলছো;
কখনো তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে নেই।
ক্ষমার আশা রাখো সদা; দূরে ছোঁড়ে দাও তুমার ঢাল,
এবং তওবা দ্বারা প্রশস্ত আশার-মাঠে প্রবেশ করো।
অনুতাপের পথের দ্বার আছে সদা উন্মুক্ত-
যদি তুমি পাপ করে থাকো,
তবে এ দ্বার দিয়ে ঢুকে পড়ো ভেতরে, সময় ক্ষয় না করে
আর যদি তুমি চলো সত্যবাদী হয়ে,
তুমিও পারবে হতে বিজয়ী, আদর্শ মুজাহিদের মত।

এক ভীষণ পাপীকে লজ্জা করে দিলো তওবাকারী।
তার সে শক্তি আবার ফিরে এলো, আবার সে বিপথে চলে গেল;
পথ ছেড়ে সে পাপের পঙ্কিলতায় করে গড়াগড়ি।
কিন্তু বেদনায় তার হৃদয় হলো তপ্ত, তার জীবন হলো-
দ্বিতীয় বারের মত- তিক্ত লজ্জার কারণ।
যেহেতু পাপ তাকে দেয়নি কিছু আর হতাশা ছাড়া,
সে চাইলো অনুশোচনা করতে, কিন্তু সাহস নাহি পায়;
তার উদ্বেগ তাকে এমন অবস্থায় ফেলে
যেমন উত্তপ্ত কড়াইয়ে খৈ ওঠে ফুটে লফিয়ে লাফিয়ে-
তার হৃদয় ভয় ও দুঃখে চৌচির ছিলো প্রায়;
তার অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিল কম্পিত বক্ষ;
কিন্তু রাত পরে ভোরে সে শুনলো এক আওয়াজ:
"প্রভূ হয়েছিলেন ক্ষমাশীল প্রথম অনুশোচনা হেতু।
তুমি ভেঙ্গে দিলে সে অঙ্গিকার, তারপর আমি তোমাকে
দিলাম আরোও সময়, এ নতুন অপরাধের কোনো প্রতিদান ছাড়া;

বেচারা নির্বোধ- তুমি কি আবার তওবা করবে? আমার
দ্বার সদা খোলা আছে; ধৈর্য ধরে আমি অপেক্ষায় থাকি।"

জিব্রাইল ও অবিশ্বাসী

একদা স্বর্গে পুণ্যাত্মা জিব্রাইল শোনেন
তাঁর প্রভূ বলেন: "আমি এখানে", এবং তাঁর কথার উপর
আরেকটি কণ্ঠের শব্দ ভেসে আসে- ক্রন্দন আর উপাসনার শব্দ-
ফেরেশতা বলেন: "কে জানে এ কণ্ঠ কার?
তবে এটা যে ঐসব লোকের যা আমি নিশ্চিত বলতে পারি,
যে করেছে নফসকে দমন ও যার হৃদয় হয়েছে পবিত্র।"
কিন্তু স্বর্গের কেউ জানতোনা এ উপাসককে,
তাই জিব্রাইল নেমে এলেন পৃথিবীর উপর,
ঘুরে দেখেন মরু-সাগর-পাহাড়-পর্বত-জনপদ,
চলতে থাকে তাঁর সন্ধান বিফল মনোরথে, তারপর
প্রভূর দরবারে করেন আবদার, এ ব্যক্তির দিশা দিতে।
প্রভূ বলেন: "তুমি রোম শহরে গিয়ে সন্ধান করো,
একটি মন্দির হলো তাঁর বাসস্থান।"
সেখানে এসে জিব্রাইল দেখতে পান সে অশ্রুতে ভরা আখিদ্বয়-
তার সামনে আছে পড়ে একটি মূল্যহীন মূর্তি!
বিস্মিত হয়ে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা বলেন: "ওহে প্রভূ! তুমি অসীম জ্ঞানী।
বলো কি বা হয় এর রহস্য?
তুমি দাও সাড়া এমন একটি লোকের উপাসনায় যে,
তাঁর সম্মুখে রেখেছে একটি নির্জীব পাথর!"
প্রভূ বলেন: "সে জানে না আমাদের রাস্তা;
তবে সে-ও আমার বান্দা, শুধু অজ্ঞতা তাকে
বিপথে নিয়ে গেছে- আমি জানি তার আত্মার ক্রন্দনের কারণ,
আমি তাকে ভুলে ফিরে যাব না;

আমি তাকে আমার রহমতের দরবারে স্থান দেব,
সে তখন দয়া হেতু সত্যের সন্ধান খুঁজে পাবে।"

হুদহুদ এতটুকু বলে থেমে গেল ক্ষণকাল, তারপর উচ্চস্বরে উপাসনা করে
বলে: "এ লোকটির জন্যে প্রভূ যে দয়া দেখালেন,
সে ছিলো তোমাদের মত- এবং তোমরা যদি পারো না
মাহাত্ম্য নিয়ে আসতে আমাদের রাজার দরবারে,
হয়ো না তোমরা চিন্তিত; প্রভূ করবেন দয়া
দরবেশের দীনতা হেতু এবং তোমাদের পরে।"

এক সূফী যিনি কিছু ক্রয় করতে চাইলেন বিনিময় ছাড়া

একদা ভোরে বাগদাদে, এক কণ্ঠ উঠলো চিৎকার করে:
"আমার মধু বেশী মিষ্ট, উত্তম যা পাওয়া যায়-
এর মূল্য নগণ্য; কে আছে তা ক্রয় করে নেবে?"
এক সূফী যাচ্ছিলেন সেদিকে হেটে
এবং জিজ্ঞাসা করেন তাকে: "তুমি কি তা বিনামূল্যে বিক্রি করবে?"
লোকটি হেসে বলে: "কে তার জিনিস বিনামূল্যে দেয়? বোকার মত বলো না!"
তখন একটি গায়েবী বাক্য শোনা গেল: "আমার সূফী!
ফিরে উঠে এসো আরও দু'চার সিড়িঁ উপরে- এবং হও তৃপ্ত।
বিনামূল্যে আমরা দেব সবকিছু;
যদি আরো চাও, এ আরো'ও আমরা নিয়ে আসবো।
আমাদের দয়া একটি উজ্জ্বল সূর্য জোনো;
কোন অণুসম কণাও, এর অংশুজাল থেকে মুক্ত নয়-
আমরা কি পাঠাইনি পাপ আর ধর্মদ্রোহীতার মাঝে
আমাদের রাসূলকে (সঃ) দয়ায় প্রতীক করে?"

মূসার (আঃ) সাথে প্রভূর প্রতিবাদ

আল্লাহ বলেনঃ “গারুন দশবার সাতবার,
প্রিয় মূসা, ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, পাপের জন্যে-
তবুও তুমি তাকে অবহেলা করলে, যদিও তার আত্মা হয়েছে মুক্ত
ধর্মহীনতার সব অন্ধত্ব হতে;
আমি সেসব পাপকে উপড়ে দিয়েছি; এবার
তাকে দিতে হবে মর্যাদার রশি, হও তুমি প্রস্তুত।
তুমি তাকে ধ্বংস করেছিলে; আহতের উপরে আহত;
তার মস্তককে জোর করে মটিতে নামিয়ে দিয়েছিলে-
যদি তুমি হতে তার সৃজনকর্তা, দিতে কি
তাকে কিছু বিরাম এ অসহ যন্ত্রণা থেকে।”
যে দেখায় দয়া দয়াহীনের তরে,
আনে সে দয়ার্দ্রতা খোদার দয়াশীলার কাছে;
আল্লাহর রহমতের সাগর হলো অনন্তের সমান-
আমাদের পাাপ এ সায়রে যেন অশ্রু-ফোটা।
কি করে তাঁর দয়ার হবে পরিবর্তন?- এতে পারেনা থাকতে
অস্থায়ী অপরাধের কোন দাগ।
যে কনো এক পাপীকে করে ভর্ৎসনা
সে হয়েছে অত্যাচারী, তার হৃদয় অত্যাচারীতের মত।

এক পাপী স্বর্গে চলে গেল

এক পাপী মারা গেল, আর তার লাশ কবরে যাবার সময়,
এক ব্যক্তি- যে সব ধরনের উপাসনায় থাকতো রত-
ফিরে দাঁড়ালো ঘৃণা নিয়ে- কি করে সে করবে প্রর্থনা
এ পাপীর জন্যে, যে কিছুই জানতো না?

এরাতে সে লোক দেখে ঐ পাপীকে স্বপ্ন যোগে,
তাঁর মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোর খেলা।
লোকটি জিজ্ঞাসা করেঃ "কি করে তুমি স্বর্গে হলে দাখিল;
এক পাপী তুমি মাথা থেকে পা অবধি?"
সে জবাব দেয়ঃ "আল্লাহ দেখেছেন তোমার হৃদয়হীন মন ও হীন গৌরব,
তাই মাফ করেছেন এ অধম আত্মাকে।"

আহা! কি অপূর্ব প্রেমের উপমা তাঁর এখানে ফুটে উঠেছে!
তাঁর কাজ রহমত, আমাদের হলো তাঁর অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন;
তাঁর জ্ঞান হলো যেন রাতের আধাঁরে কাকের পাখা-
তিনি ছেড়ে দেন একটি শিশু বাইরে মোমের বাতি হাতে,
এবং যখন মৃদু বাতাসে এ ক্ষীণ শিখা যায় নিভে;
শিশুটি দোষের শব্দের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে দুঃখে পড়ে কাঁদে,
কিন্তু এ সরু আধাঁর গুহায় সে খুঁজে পায়
সহস্র পথের সন্ধান, প্রতিটির মাঝে তার প্রভূ দয়াময়।
যদি সবই হতো পবিত্র, 'সব' পাপ হতে,
প্রভূ না পারতেন দেখাতে তাঁর দয়ার গুণ;
প্রভূর জ্ঞান সাগরের একটি ফোটা তোমার জন্য হবে,
যেন সৈকতহীন এক সাগরপূর্ণ দয়ার জল;
আমার প্রিয়জন! সাতস্বর্গ, দিন ও রাত,
তোমার জন্যে করে তাদের পুরনো অক্লান্ত যুদ্ধ;
তোমার জন্যে স্বর্গের ফেরেশতারা প্রার্থনায় রত-
তোমার প্রেম ও শত্রুতার প্রতিচ্ছবি স্বর্গ ও নরকের দ্বারে করে খেলা।
তোমার সম্মুখে ফেরেশতা করেছে সিজদা এবং
ডুবিয়ে দিয়েছে তোমার আত্মা অস্থি মাঝে,
তুমি করো না নিজেকে অবজ্ঞা- তোমার আত্মা হয় 'সব',
তোমার দেহ শুধু দ্রুতসঞ্চারী একটি বস্তু।
এ 'সব' বুঝিয়ে দেবে, এবং এরি আলোতে
প্রতিটি কণা হবে আলোকিত, অপূর্বভাবে উজ্জ্বল-

এবং দেহ থাকবে আত্মার একটি গোমস্তা,
তোমার আত্মা হচ্ছে পবিত্র 'সবে'র একটি গোমস্তা।
কিন্তু 'অংশ' ও 'আস্ত' অবশেষে বিলুপ্ত হতে হবে;
পথ মাত্র একটি, সংখ্যার ঊর্ধ্বে।
তোমার উপরে শত সহস্র মেঘমালা দিচ্ছে চাপ;
তাদের বৃষ্টি হলো পবিত্র, অশেষ শান্তির উৎস;
আর যখন মুরুভূমিতে ফুটে উঠবে ফুল, তাদের
সুবাস ও শোভা করবে তোমার ভেতরে খেলা;
সব ফেরেশতার সব উপাসনা, যাকিছু তারা করে,
তাদের সব বাধ্যতা, আল্লাহ দান করেন তোমার তরে।

মানবের প্রতি ফেরেশতাদের হিংসা

আব্বাসী বলেন: "প্রভূর শেষ বিচারদিনে,
যখন অসহায় মানুষ দৌঁড়াবে হন্যে হয়ে,
এবং হবে তারা একই সাথে চেতনালুপ্ত,
যখন পাপীরা ভারে হোচট খাবে লজ্জায়,
যখন আসবে ভীষণ বিপদ মানবের পরে,
এবং প্রতিটি মানুষ মুখ লুকাতে থাকবে,
তখন প্রভূ, যাঁকে স্বর্গ-মৈর্ত্য ভালবাসে,
তাঁর সীমাহীন দয়ার ইচ্ছাকে
মানবের পরে ছেড়ে দেবেন, যারা-
একমুষ্ঠি ধূলা বৈ আর কিছু নয়।
ফেরেশতারা তখন দেবে চিৎকার:
প্রভূ! এটা কি উচিত, মানব
আমাদের আগে পাবে, অগ্রাধিকার?'
তিনি বলবেন জবাবে: "এখানে তোমাদের
ক্ষতি বা লাভের নেই কোন ফলাফল, কিন্তু মানব

তার জাগতিক জীবন পেরিয়ে এসেছে-
ভূখাকে সদা রুটি দিয়ে বাঁচাতে হয়;
এ যে এক মৈর্তের জাতি খাদ্যের অন্বেষায় চিৎকারে রত।”

একটি সিদ্ধান্তহীন পাখির অভিযোগ

আরেকটি পাখি ঘোষণা দেয়ঃ ‘তুমি তো দেখছো,
আমার নেই কোন নৈতিক চেতনা বা স্থিরতা;
প্রতিটি ক্ষণে আমি ভিন্ন শাখায় যেতে ইচ্ছুক-
আমি যে নেশাগ্রস্ত, অনুরক্ত, এ পৃথিবীর, তারপর
(ক্ষণস্থায়ী) তাঁর; আমি আটকা আছি “না, এটা নয়” আর
“হ্যাঁ, এটা” এ দু’য়ের মধ্যস্থলে।
দেহ আমায় শুরা পানে নিয়ে যায়, তারপর আমি দেখি
প্রভূর প্রশংসার গুণকীর্তন মনে হয়ে ওঠে জাগ্রত;
আমি এ দু’টি প্রান্তে পড়ে কি বা করতে পারি,
বন্ধী যে হয়ে আছি সংঘাতের এ প্রয়োজন ও স্বপ্নে?’

হুদহুদ জবাবে বলেঃ ‘এটা সবাইকে ফেলে সমস্যায়;
কে বা আছে প্রকৃত একক মনের অধিকারী? কেউ নয়!
যদি আমরা সবাই পারতাম এহেন মনের অধিকারী হতে,
তবে কেন আসতেন নবীরা এ ধরায় মানুষের মাঝে?
তোমাকে যা উপাসনায় লিপ্ত করে, তা যদি ভালবাসা হয়,
শত সান্ত্বনা এসে তেমাকে করে দেবে মন্থর।
জীবন হলো একটি দুর্দম্য তারুণ্য- যতক্ষণ
তাকে ভেঙ্গে দেয়া না হবে, তোমার প্রতিহত ইচ্ছা ক্ষমতায়
সে না জানে কোন শান্তি; তবে তুমি তো আলস্যে লিপ্ত,
উনুনের পাশে বিস্তৃত, উষ্ণ, পরিতৃপ্ত।
অশ্রুতে হৃদয় হয় চঞ্চল-প্রশান্ত; কিন্তু প্রাণে একটি মরিচা

যা ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে প্রাণকে করে দেয় ধূলায় পরিণত-
তুমি তো শুধু একটি নপুংসক তার (জীবনের) চাহিদাকে দাও প্রশ্রয়;
তোমার নফস বেড়ে উঠে, একটি কুকুর যা খাদ্যাহার ও নিদ্রাতে রত।'

দু'জন সূফী আদালতে

একদা দুজন লোক সূফীদের জোব্বা পরে আসে
আদালতে বিচারের জন্যে।
কিন্তু বিচারক বলেন: 'এটা কি করে সত্য হয় যে,
সূফীরা আসবে আদালতে আইনের যুদ্ধে?
আপনারা তো সংসারত্যাগীর বস্ত্রে আছেন আবৃত,
তবে আপনাদের আইনের প্রয়োজন কি বা হয়?
আপনারা যদি সূফীদের বস্ত্রে আইনজীবী হোন
টাকা রোজগারের আশায়, তবে এক্ষুণি বস্ত্র খুলে দেন!
আর যদি সত্যিই সূফী হয়ে থাকেন, যা আমি প্রথমে ভেবেছিলাম,
এটা অজ্ঞতা যা এনেছে আপনাদের এ আদালতে।
আমি তো শুধু এক সাধারণ বিচারক, আপনাদের কার্যের ব্যাপারে অজ্ঞ,
কিন্তু আমি লজ্জাবোধে মরছি আপনাদের পরনের বস্ত্র দেখে;
মেয়েদের ঘোমটা আপনাদের জন্য শ্রেয়- এটা হবে
ঐ বস্ত্র থেকে শতগুণ অল্প প্রতারণা।'

তুমি কি করে বুঝবে প্রেমের বিদ্যার মর্ম যদি-
তুমি পুরুষ নহে, নারীও নহে- ছুটে চলো একে অপরের মাঝে?
যদি এ পথে ভালবাসা তোমায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে,
তবে তা মেনে নেবে প্রশ্ন না করে, ছুড়ে দেবে তোমার ঢাল;
যদি একে প্রতিহত করো তবে মারা যাবে, তোমার আত্মা হবে মৃত-
বেঁচে থাকতে এ পরাভূত হতে তুমার মস্তক করো নত!

গরীবের রাজাকে ভালবাসার দাবী

গরীব এক ব্যক্তি যে মিশরের বাদশাহর ভালবাসায় পড়ে গেল,
বাদশাহ শুনে এ খবর প্রহরী পাঠালেন নিঃস্ব বেচারাকে
তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। তিনি বললেন: "তুমি ভালবাসো বাদশাহকে,
তাহলে সিদ্ধান্ত নাও: এ দেশকে তোমায় ছাড়তে হবে
না হয় দিতে হবে তোমার মাথা! দেশান্তর বা মরণ
কোনটিকে করবে তুমি বরণ?"
প্রেমিক হয়েও এ অসহায় ছিলোনা তেমন সাহসী;
দেশান্তর ছিলো তার সিদ্ধান্ত, কবরকে এড়াতে।
সে দরবার ছেড়ে চলে গেল; কিন্তু রাজার নির্দেশ এলো
রুষ্ট ও কঠোর: "তার মাতা কেটে এক্ষুণি তা নিয়ে এসো আমার কাছে!"
কিন্তু দল্লাজ জবাবে বলে: "কিন্তু সে যে নির্দোষ, মহামতি;
কেন আপনি এহেন শাস্তির নির্দেশ দান করলেন?"
বাদশাহ জবাব দেন: "সে সত্যি ভালবাসেনি,
যদিও সে আমাকে ভালবাসার ভঙ্গি করেছে, সে মিথ্যাবাদী:
সে যদি প্রেমে হতো মত্ত তবে এখানে থেকে তার
মাথা পেতে মরণকে করত বরণ সাচ্ছন্দ্যে।
কেউ যদি প্রেমের চেয়ে উত্তম ভাবে তার মস্তক, তবে তাকে
প্রেমের কাছে ছলনার খেসারত দিতে হবে-
যদি সে-ও চাইতো আমার মাথা ভালবাসার জন্য
থাকত না কোন রাজা এ জদপদে শাসন করতে;
আমি তার মতো হতাম, এক রাজা হয়ে যেত তার
গোলাম সবকিছুর মাঝে-
কিন্তু সে ভালবাসার হয়েছে প্রতিবন্ধক, এবং এটাই সঠিক
যে, সে তার মাথা হারাবে এহেন সংঘাতে পড়ে।
যে লোক আমাকে যাচ্ছে ছেড়ে, যদিও ক্রন্দন করে,
সে হয় এক ভণ্ড এবং তার প্রেম একটি মিথ্যা দাবী-

আমি এটা বলি সবাইকে দিতে হুঁশিয়ারী
যাদের প্রেম আমার জন্য দীর্ঘ ও উচ্চস্বরে করে চিৎকার"।

ভয় ও প্রতিবাদ অধ্যায়: দ্বিতীয় পর্ব

একটি পাখির ‘নফস’ সম্পর্কে অভিযোগ

একটা পাখি এবার বললো: ‘আমার দুশমন হচ্ছে ঐ
রাজপথের বুড়ো ডাকাত- আমার নফস;
কি করে আমি পথে চলবো, এমন একটি সাথী নিয়ে?
এ কুকুর আমার কোনো নির্দেশের তোয়াক্কা করে না-
এবার সে আর কুকুর নয়- তার জায়গা দখল করেছে
এক জগণ্য নেকড়ে বাঘ, সে আমার সাথী হয়ে আছে
প্রতিটি পদে পদে।’

হুদহুদের জবাব

হুদহুদ বলে: ‘কেমনে এ নেকড়ে বাঘ করেছে প্রতারণা
এবং ধূলিসাৎ করেছে যাকিছু ছিলো তোমার পরিকল্পনা!
নফস তো টেরা-চোখা এবং পারেনা তোমায় চালাতে ভালো,
আংশিক কুকুর, আংশিক চারপোকা, আংশিক নাস্তিক!
তোমাকে প্রশংসা জানালে তোমার নফস ফুলে উঠে গৌরবে
(মনে রেখো প্রশংসা অযৌক্তিক)
নফসের জন্য কোনো আশা হেথা নেই- কুকুরটি মোটা হতে থাকে
যতো সে শুনে মানবের প্রতারণা, গৌরবের কথা।
কি বা তোমার শৈশব হয়, শুধু কর্তব্যহীনতা ছাড়া,
একটি অসাবধানতা ও অজ্ঞতার সময়?

কি বা হয় তোমার কৈশোর, শুধু উন্মত্ততা ছাড়া, কলহ আর বিপদের মাঝে,
এটা জেনে নাও, এ ধরায় তুমি এক অচেনা শিশু?
কি বা হয় তোমার বয়স, শুধু অসাড় নিঃসহায়তা,
দেহ ও আত্মা দুর্বল দীর্ঘ কেশে পড়ে?
নফস নামে এ কুকুরকে, যতক্ষণ করা হবে না বাধ্য,
আমাদের জীবন হবে বোকামী, পথে যেতে অসাধ্য;
যদি জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবন হয় ব্যর্থ,
শূন্যতা হবে শুধু আমাদের মুনাফা-
এহেন গোলামের মালিক হলো নফস! কি ব্যর্থতা!
কত করে উপাসনা এ অপরাধী কুকুরের!
নফস হলো নরক- একটি উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ড,
গৌরব যখন কামনার স্থলাভিষিক্ত, হয় তা তোষারের শৃঙ্গ,
এবং যদিও শত-সহস্র মরে দুঃখ-বেদনা হেতু
এ কুকুরের মৃত্যু হওয়া চাই সর্বপ্রথম।'

একজন কবর-খননকারী

একটি লোক যেজন কবর-খনন করে সারা জীবন,
বেঁচে রইলো বুড়ো বয়স অবধি। এক পড়শী বলেঃ
"তুমি তো সারা জনম কাটালে কবর খনন করে,
বলো, কি বা অদ্ভুত জিনিস তুমি দেখেছ?"
সে দেয় জবাবঃ "সত্তুর বছর কবর খননে থেকেও
সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত যা তা হলো আমার, নিজ বা নফস এর কাণ্ড,
এ কুকুর কবরকে দেখেও মরে গেল না, বদলে গেল না,
না আসলো আমার আয়ত্বে, রইলো সে অবাধ্য!"

আব্বাসী নফস সম্পর্কে যা বলেন

কোন এক রাতে আব্বাসী বলেনঃ "ধর্মদ্রোহী আর মূর্তিপুজকে
জগত হতে পারে ভর্তি,
অথবা এ বিশ্ব হতে পারে ইবাদতের কর্মস্থল,
ঈমানদারে পরিপূর্ণ, তুর্কীদের মত হিংসাতুর।
কিন্তু এর বদলে আম্বিয়ারা আসেন- ঐ কাফির,
নফসকে বলে দিতে, হয় সে গ্রহণ করবে স্বর্গ না হয় নরক,
(একটি (স্বর্গ) গ্রহণ বেশী কঠিন মনে হয়, অন্যটি (নরক) ভয়ানক
কি করে সিদ্ধান্তহীনতায় লিপ্ত আত্মা সিদ্ধান্ত নিতে পারে?)
নফসের শাসনের রাজ্যে আমরা তো অবিশ্বাসী
এবং ধর্মদ্রোহীতাকে করি পালন আমাদের প্রতিটি কোষে;
এর প্রাণ-শক্তি ভীষণ কট্টর, সহজে ধ্বংস হয়না সে-
একে হত্যা করা বড়-কঠিন- প্রায় অসম্ভব।
তার জীবনী-শক্তি আসে উভয় দিক থেকে;
কাজেই সে সর্বদা জ্যান্ত আছে।
কিন্তু হৃদয় যদি শাসন করতে পারে, তবে দিবারাত
এ কুকুর হৃদয়ের স্বাদ গ্রহণে হবে মত্ত,
আর হৃদয় যখন চড়ে তাকে, সে ছুটে চলে
তার মনিবের শিকারকে খুঁজে বের করতে।
যে কেহ করেছে বন্দী এ কুকুরকে, দেখবে তার
নির্দেশের আওতায় আছে অনন্তের সিংহ;
যে কেহ এ কুকুরকে করেছে আজ্ঞাবহ, তার চটির ধুলা
পেরিয়ে যাবে দরবারে সবার আগে।"

সূফীকে রাজার প্রশ্ন

এক জরাগ্রস্ত সূফীদের পথিক, হঠাৎ নিয়তির ফাঁদে পড়ে
এক রাজার সাক্ষাৎ পান, এবং রাজা প্রশ্ন করেন তাকে:
"ওহে বলো, তুমি না আমি উত্তম?" বৃদ্ধ জবাব দেন:
"চুপ থাকো! তোমার শব্দগুলো শূন্য যেমন তোমার মুণ্ডু!
যদিও আত্ম-গৌরব নহে আমাদের সাধারণ নিয়ম
(যে কেহ নিজেকে ভালবাসে, সে তো এক বোকা),
আমি বলবো, যেহেতু আমাকে বলতেই হয়,
আমার মতো কেহ, তোমার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেয়।
যেহেতু হে রাজা! তুমি পাওনি কোন স্বাদ ঈমানে- তাই
তোমার নফস তোমায় ওহে মহাত্মন, বানিয়েছে একটি গাধা!
এবং তার ভারী দেহকে রেখেছে কাঁধে তোমায় চড়ে-
তুমি তো তার দাস, যা কিছু কার্য করো;
তোমার পরনে সে খচ্চরের রজ্জু শোভা পায়, তুমি শোন তার নির্দেশ,
এ ভূয়া-জন, যার হাতে তুমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত।
আমার ধ্যান হলো মহাসত্যের আভ্যন্তরীণ পবিত্র মন্দির পানে-
এবং আমি নহে আমার নফসের গর্দভ, সে আমার আজ্ঞাবহ;
এবার, যেহেতু যে পশুকে আমি করি আরোহণ তা তুমি করো বহন,
তাই আমি যে তোমার চেয়ে উত্তম তা সহজেই অনুমেয়।
তুমি ভালবাসো নফসকে- এটা তোমার মাঝে জ্বালিয়েছে
বিরক্তিকর কামনার আগুন, অতৃপ্ত বাসনা,
এ দাবানল যা দগ্ধ করছে তোমার প্রাণ-শক্তি, ধ্বংস করে দিচ্ছে হৃদয়কে,
রেখে দিচ্ছে শুধু ছাই প্রতিটি অংশে-
ধ্বংস করে তোমার সব শক্তি, করে দিচ্ছে অন্ধ ও বধির
তুমি বুড়ো, স্মরণশক্তিতে দুর্বল, উদ্দেশ্যহীনতায় ভুক্ত একটি মন।"

গর্বের অভিযোগ করে একটি পাখি

অন্য একটি পাখি বলে: 'যাকিছু আমি নেই সিদ্ধান্ত
তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে, ঐ প্রতিযোগী গর্ব
আমার পথের কাটা হয়ে দাঁড়ায়। আমি পারি না প্রতিহত করতে শক্তি দিয়ে;
তার বাহ্যত সত্য কথার সম্মুখে আমার নেই কোন জবাব।
এ মিথ্যা থেকে কি করে পাব আমি পরিত্রাণ,
জবাবের শরাব করবো পান এবং হবো জ্ঞানবান?'

হুদহুদ তাকে জবাব দেয়

'এ জঘন্য শয়তান কখনো করে না ত্যাগ
নফসের প্রস্থান না হলে; এখন সে যদি তোমায় করে প্রতারণা,
তার এ চাতুরতা হলো তোমারই প্রবঞ্চনা-
তোমার ইচ্ছাই হলো সেই শয়তান, তুমি হলে প্রতারক!
তুমি যবে একটি আকাঙ্ক্ষা করো পূর্ণ, এক ঝাঁক
শয়তান হয় জাগ্রত তোমার ভেতর;
জগতের অগ্নিকুণ্ড এবং একটি হাজতখানা,
শয়তানের রাজ্য, একটি অশেষ নরক-
তোমার হাতকে এর থেকে রাখো দূরে
যদি চাও একটি জীবন গর্বমুক্ত ও পাপ থেকে পবিত্র।'

শয়তানের একটি অভিযোগ

এক অলস একদা এক উপবাসী সন্ন্যাসীর কাছে আসে
এবং, অসহায় হয়ে তার অভিযোগ করেঃ
"শয়তান হয় একটি রাজপথের ডাকু,
সে আমাকে করেছে ধ্বংস, হরণ করেছে ঈমান।"
সন্ন্যাসী জবাবে বলেনঃ "ওহে যুবক! শয়তানও এখানে এসেছে
তার অভিযোগ নিয়ে- তোমার বিরুদ্ধে। আমি শুনেছি তাকে বলতে,
আমার রাজ্য হলো এ ধরা, বলে দিন এ
প্রভূর পথের নতুন যাত্রীকে, সে যেন তার হাতকে মুক্ত রাখে
যাকিছু একান্ত আমার, তা হতে- যদি আমি তাকে আঘাত হানি তা
এজন্য যে, তার অঙ্গুলি আমার কর্মক্ষেত্রে উঁকি মারে; সে যদি আমায়
আমার কাজে থাকতে দেয়, সে নহে আমার কোন ভাবনার ব্যাপার
এবং যেতে পারে মুক্ত হয়ে'।"

মলিক দীনার

এক আল্লাহর ওলী মালিক দীনারকে বলেনঃ
"আমি আমাকে হারিয়েছি- কিন্তু আপনার অবস্থা বলুন?"
জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি আমার রুটি পাই আল্লাহর নিজ হাত থেকে,
তারপর করি পালন অনিষ্টকারীর নির্দেশ!"

তোমাদের বড়াইপূর্ণ ঈমান হলো জাগতিক ঔদ্ধত্য;
শয়তান করে আক্রমণ এবং তোমাদের নেই কোন প্রতিরোধ-শক্তি-
জগতের মনস্তাপ লটকে আছে তোমাদের মাঝে, অথচ তোমরা বলো,
আমরা পথে যেথে প্রস্তুত! ধিক তোমাদের গর্বের!

আমি বলেছি "জগততে দাও বিসর্জন", এবং এখন আমি বলি,
দাঁড়াও শক্তভাবে, সেপথে প্রবেশ হতে;
যদি তুমি দিয়ে থাকো তাঁকে এ জাগতিক সব
কবে তবে হাতকে করবে প্রশস্ত এবং ছেড়ে দেবে তা?
তোমাদের ঢিলামি ডুবে দিয়েছে তোদেরে এক সাগর লোভের মাঝে;
তোমরা জানো না কি বা হয় প্রয়োজন, কেন আছো অপেক্ষায় পড়ে-
যদিও ধরা ও মহাবিশ্ব অশ্রুতে ভাসিয়ে তোমায় বলে পাপকে খুঁজে দেখ;
লোভ তোমার ঈমানকে করে দেয় ভোঁতা, ভেতরে ক্রোধ হয় ক্রিয়াশীল।
এ ধরা কি হয়, এ লোভ-লালসার নীড়,
শুধু নিপীড়নের আধাঁর, ঝড়ে-উড়ন্ত ধুলা?
এখানে অত্যাচারের শাসন হয়েছে শক্তিশালী,
এখানে নিঠুরতা করেছে আক্রমণ এবং রেখে গেছে একটি শূন্য সমভূমি।
আল্লাহ এ জগতকে শূন্য বলে বলেছেন, কিন্তু এর মায়াজাল
তোমাকে আটকে রেখেছে, এবং তুমি অসহায়, ছুটতে করছো হা-হুতাশ।
এ জগত কিবা হয়, শুধু একটি জ্বলন্ত চিতা
যেথা জাতির পর জাতি অগ্নিতে যায় লাইন ধরে?
আর যখন এ শিখা রাতকে পরিণত করে উজ্জ্বল দিবসে,
সিংহ-হৃদয়ের বীর তখন ছুটে চলে ভাগে-
চোখ তোমার বন্ধ করে পালিয়ে যাওয়া হলো সাহস হেথা,
নচেৎ কোন ব্যাকুল পতঙ্গের মতো তুমি চলে যাবে বেশী কাছে
এবং হবে দগ্ধ দাবানলে; আগুনকে করা উপাসনা হলো
উন্মত্ত গর্ব; যে পথ মৃত্যু ও লজ্জাতে ভরা।
আগুন তোমাকে করে বেষ্টিত, এবং প্রতিটি শ্বাসের সাথে
জ্বলন্ত শিখা আসে বারে বারে এবং দেয় হুমকি মরণের;
কিন্তু তারা হয়ে যায় পশমিত, আমরা যখন আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবো,
এবং জেনে নাও- ওখানে তোমাদের আত্মার জন্য আশ্রয়গৃহ আছে অপেক্ষারত।

দরবেশ ও ধনী ব্যক্তি

এক বড় ধনী চিৎকার করে প্রার্থনা করেঃ "হে প্রভূ!
আমায় এবার ক্ষমা করো, এবং বেত্রাঘাত হতে দাও মুক্তি!"
এক উন্মত্ত দরবেশ এ প্রার্থনা শোনে বলেঃ
"তুমি কোন সাহেস তাঁর দয়া পেতে তাঁকে ডাকো,
তোমার চরিত্র যেন বলে, পৃথিবী আমার মতো কাউকে ধারণ
করার যোগ্যতা নাহি রাখে'-
তুমি গড়েছ একটি রাজপ্রাসাদ সুউচ্চ করে,
গায়ে তার স্বর্ণ-খচিত যা চক্ষুতে লাগায় চমক;
তোমার খেয়ালে দশটি ছেলে আর দশটি মেয়ে,
কি বা হয় তোমার দাবী দয়া ও তাঁর উপর?
তাকাও তোমার জীবনের উপর, তাকিয়ে দেখ যাকিছু তোমার আছে-
আবর্জনায় ভরপুর হেথায় আছে কি দয়ার স্থান?
ধিক্কার দিই তোমাকে হে পুরুষ! ক্ষমতা, ঐশ্বর্য এবং তোমার বিশ্রি গর্ব
হতে ফিরে না আসা অবধি, এখানে কিছুই করার নেই- ফিরে আসো এক্ষুণি,
এবং দেখো, কিভাবে বীরের মত তুমি হতে পারো মুক্ত।"

মৃত্যুশয্যায় তাওবা

এক সত্যিকার ঈমানদার বলেনঃ "একদল লোক আছে
মৃত্যুশয্যায় আল্লাহকে ডাকে চিৎকার করে। কিন্তু তারা তো বোকা;
উচিত ছিলো তাদের ভাল যা, তার উপর ভিত্তি করে জীবন কাটানো।
যখন পাতা ঝরার সময় এসে যায়, রোপনের সুযোগ কি আর থাকে?
মৃত্যুশয্যায় তওবা তো বেশী দেরীর কাজ-
ফিরে আসার সময় তো আর নেই; মনে রেখো

ইচ্ছা করে মৃত্যু অবধি যে করে প্রতীক্ষা সে মরবে অপবিত্র হয়ে।”

একটি হতভাগা কৃপণ পাখি

আরেকটি পাখি বলে: ‘আমি শুধু ভালবাসি স্বর্ণ;
এটাই হয় আমার জীবন, যেমন হাড্ডির মজ্জা সম-
সোনা পেলে আমি হই ফুলের মতো ফুটন্ত;
গর্বে অস্থির হয়ে আমি উৎসবে ফেটে পড়ি।’

হুদহুদ জবাব তাকে দেয়

হুদহুদ বলে: “অপচ্ছায়ার আনন্দে হয় সে হৃদয়
অন্ধ, দেখতে পারেনা সে সত্যের ঊষার আলো;
তুমি অন্ধ যেমন দিবসে তেমনি রাতে-
তোমার জীবন যেন একটি চলন্ত পীপীলিকা।
কি আছে নির্যাস পৃষ্ঠদেশে? একটি শূন্যতা! তোমার চক্ষুকে
উদ্দেশ্যের কেন্দ্র পানে নিয়ে আসো; স্বর্ণ তো একখণ্ড পাথর,
এবং তুমি শিশুদের মতো এর বর্ণ দেখে হও আকৃষ্ট।
এটা হয় মূর্তি যখন তা ধরে রাখে আত্মা
যা তার প্রভূ থেকে ফিরে আসে- লুকিয়ে পড়ে থাকে আঁধারে ঢাকা গর্তে!
ওহে দুঃখেভরা বোকা, এ স্বর্ণ দ্বারা কার হয়েছে উপকার?
কি বা আসল আনন্দ তুমি পাবে চমকলাগানো স্বর্ণ-মণি-মুক্তা মাঝে?
তুমি যদি কোন দরবেশকে দাও ক’টি মাত্র শষ্য
তোমার হৃদয় করে হাহাকার, চাও তুমি ফিরে নিতে সে দানা!
প্রতিমাসে বাণিজ্যের লাভ তুমি গুণে দেখ,
কিসের বাণিজ্য!- তোমার আত্মা হয়েছে বিক্রিত।

জীবনের মিষ্টতা চলে যায় এবং তুমি কাটাচ্ছ সময়
টাকা গুণে গুণে- এটা কি অপরাধ নয়?
মনে রেখো কুরআন: "তুমি পারবেনা মুক্তি পেতে
যতক্ষণ তুমি যা ভালবাসো তা অবশিষ্ট থাকে।"
যাকিছু অস্থিত্বশীল তোমাকে দিতে হবে বিসর্জন;
এমনকি স্বয়ং আত্মা হতে হবে বিলুপ্ত-
অগ্রাহ্য করো তার সঙ্গতা; এটাও সরে যেতে হবে,
তোমার যাকিছু আছে ও যাকিছু জানো তা থেকেও মুক্ত হও।
এ ধরাকে যদি তুমি নিদ্রার বাসস্থান করে নাও
তোমার শয্যা করে দেবে এ পথ বেশী কঠিন-
জ্বালিয়ে দাও সে শয্যা! যাকিছু মন বলে পেরিয়ে আসো সেথা ডিঙ্গিয়ে;
তুমি পারবেনা সত্যকে প্রতারিত করতে, ঘুমন্ত স্বপ্ন দিয়ে।
ভয়কে দাও সুযোগ তোমায় করতে আগ্রহ, এবং জ্বালাও অগ্নি
সে শয্যা মাঝে, তারপর উঠে এসো চিরজাগ্রত হয়ে।'

শিক্ষার্থীর জমাকৃত স্বর্ণ

এক শিক্ষার্থী কিছু স্বর্ণ জমা করে লুকিয়ে রাখে।
তার গুরু এ শিষ্যের গুপ্ত ধনের খবর জানতেন,
যদিও তাঁকে বলা হয়নি।
একদা গুরু-শিষ্য কোথাও ভ্রমণে গেলেন;
রাতের আঁধার এলো যখন তারা এক উপত্যকায় আগমণ করলেন,
তখন সামনে ভেসে আসলো দু'টি রাস্তা।
শিষ্য তার গুপ্ত স্বর্ণের জন্য ভাবনায় ছিলো মত্ত
(স্বর্ণের মালিকদের এহেন অবস্থা তো স্বাভাবিক);
গুরুকে জিজ্ঞাসা করে সে: "কোন রাস্তায় যেতে হবে বলুন?
দু'টি ভিন্ন পথ আছে উন্মুক্ত; কোনটি হলো উত্তম?"
জবাবে বলেন শায়খ: "ছুড়ে ফেল যাকিছু তুমি গুপ্ত রেখেছ,

তাহলে যে কোন রাস্তাই হবে শ্রেয়- যা তুমি সিদ্ধান্ত করো।"
স্বর্ণকে কারো হৃদয় জয় করতে দাও, এবং এটা যবে হবে
এমনকি শয়তান ভয়ে, পালাবে
(সোনা যবে ওজন করা হয়, কি বা হয় ফলাফলঃ
"এক রতি অতিবেশী!" "না, এক রতি অতিকম!");
ঈমানের পথে সে যেন একটি খোঁড়া গাধা,
অক্ষপাতে আঘাতপ্রাপ্ত, সদাব্যস্ত এবং পূর্ণ লজ্জাশীল-
মানুষকে ধোঁকা দেবার রাজা, কিন্তু একটি নির্বোধ
যখন ঈমানের কথা বলা হয়- বুদ্ধিহীন একটি খচ্চর।
যেজন হয়েছে চকচকে স্বর্ণের আকর্ষণে ঘোমরা
পৃথিবী তাকে করেছে গ্রাস, হারিয়েছে সে সত্যপথ।
মনে করো ইউসূফকে এবং সেই কূপ থেকে হও সাবধান;
চিন্তা করে ফেলো পা; এটা নিয়ে যাবে মৃত্যু ও নরকে।

রাবেয়া বসরী ও দু'টি রৌপ্য দানা

বসরার এক শায়খ রাবেয়াকে বলেনঃ
"প্রেমের পথে তুমি বহু দূরে গেলে!
এবং শক্তি সবই তোমারই মাঝে- তবে বলো,
তোমার এ যোগ্যতার সূত্র কি বা হয়,
যা তোমাকে দিয়েছে, এ আভ্যন্তরীণ আলো, যা তুমি
পড়োনি, শিখোনি বা নকল করোনি?"
রাবেয়া জবাব দেনঃ
"হে মহান শায়খ, আমি শুধু মোটা সূঁতা কাটি;
আমি তা বিক্রি করি ও তা থেকে পাই দুই দানা রূপা,
আমি এতেই সন্তুষ্ট- যদিও দুটি দানা একই হস্তে কখনো তুলিনি,
তবে একটি কোনও হাতে। আমার হয় ভীষণ ভয়
যদি দুটি একত্রে এসে শব্দ করে উঠে কটকটে,

যদি রাত কেটে যায় জাগ্রত হয়ে টাকা গুণার শব্দে?”

দুনিয়াবী ব্যক্তির রক্তাক্ত কলহের মাঝে,
পড়ে থাকে সহস্র বেড়াজাল,
তারপর সে প্রতারণা করে তুলে নেয় স্বর্ণ,
এবং সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে!
তার সে মরদেহ ঠাণ্ডা হবার আগে,
উত্তরাধিকারী করে সেই ঐশ্বর্যের দাবি,
সেও যে দাবিদার, এ কলহ বেড়াজাল ও দুঃখের!
তুমি সিমোর্গকে করো বিক্রয় এ স্বর্ণের জন্যে;
তার আলো তোমার হৃদয়কে করেছে রাতের মোমবাতি!
আমরা তো প্রকৃত এককের পথের সন্ধানী,
যেথা কেউই তার আপন ঐশ্বর্যের করে না তোয়াক্কা;
কিন্তু তুমি দিশেহারা পীপিলীকার মতো ভ্রষ্ট হয়ে যাও
অতি সহজে আমাদের সরু রাস্তা হতে-
সে সরল পথ যা দেয় না কোন কপট হাসি;
কে আছো জ্যান্ত প্রাণী, এ পথের পরীক্ষায় হতে উত্তীর্ণ?

যে দরবেশ পাখিদের কলতান শুনলো

এক মহান ব্যক্তি যে ছিলেন অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভাগ্যবান,
যিনি দু'শ বছর কাটালেন, করে আল্লাহর গুণগান।
থাকতেন তিনি জনশূন্য স্থানে যেথা পড়েনি কারো পদার্পন,
করতেন সদা বাক্যালাপ, সত্যের ঘোমটার ভেতর প্রভূর সাথে
(স্বয়ং প্রভূ ছিলেন তাঁর একমাত্র সাথী-সহায়-সম্বল-দাতা,
এবং তিনি অন্য বন্ধুদের বলতেন, অকেজো বিলাসিতা)।
তবে তাঁর বাগিচায় ছিলো একটি বৃক্ষ- হেথায় একটি মেহমান;
একটি শাখে গড়েছে মনোহারী একটি পাখি তার নীড়।

এমন সুমধুর কণ্ঠে সে পাখি ধরতো গান সকাল-সাঁঝে,
তার প্রতিটি সুর-লহরীতে লুকানো ছিলো শতগুপ্ত কথা!
এ মন-মাতানো তরল কণ্ঠধ্বনিতে সন্যাসীর মনে দিলো দোলা,
পাখিকে সাথী করে নিয়ে তাঁর হৃদয় হয়ে গেল ক্ষণিক-ভুলা।
সেকালের রাসূলকে বলেন প্রভূ ডেকে:
"এ ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতে হবে: তুমি যে জীবন করেছ চালনা
দিবানিশি করে করে শুধু আমার প্রার্থনা;
প্রেমাগ্নিতে পুড়লে তুমি কতনা বছর ধরে-
এবার কোন্ সাহসে আমায় করলে বিক্রি, একটি পাখির গানের শুরে,
আমি দিয়েছি অনেক, তুমি আমাকে তুলে দিলে নিলামে,
এটাই কি তোমার কাছে "আনুগত্যের" অর্থ হয়?
আমি শুধু একজন সাথী তোমার প্রয়োজন,
আমি নই সেই "সস্তায়" বিক্রি হবার মত জন।'"

অন্য আরেক পাখির ঘোষণা

অন্য একটি পাখি ঘোষণা দেয়: 'আমার শান্তির উৎস হলো
যাকিছু সুন্দর আমার আছে- তা
স্বর্ণে সাজানো আছে আমার প্রাসাদের প্রাচীর,
যে দেখে তা আবাক ও বিস্ময়ে হয় অধীর।
এসব তো আমার জন্যে অঢেল আনন্দের কারণ-
আমি কি করে হৃদয়কে করবো বঞ্চিত দিয়ে তা বিসর্জন?
আমি তো সেথা এক রাজা; সবাই আমার নির্দেশে হয় নত-
কোন সুস্থির মন কি প্রসাদের এ স্বর্গতূল্য শান্তিকে দেবে কুরবান,
বরণ করতে যাযাবর জীবন পরিপূর্ণ হয় যা,
দুঃখ-বেদনায় হৃদয়-প্রাণ?'
মরণের শানিত চঞ্চু থেকে পালানো যাবেনা- আমাদের সবাইকে মরতে হবে;
কেউ নয় অমৃত জগতের দীর্ঘ চলার পথে;

এ রহস্যময়ী ইহধামে কোনোও প্রাণীর নেই সে শক্তি
মরণকে এড়িয়ে যেতে।
জীবনের পথে অনেক দুর্বোধ্য কার্য করতে হবে সমাধান
কিন্তু এই মহান রাস্তা সর্বাপেক্ষা কঠোর কাজের প্রস্তুতি নিতে বলে।

এক শোকাহত পুত্র

পিতার লাশের সাথে এক পুত্র হেটে চলে-
শোকেতে মুহ্যমান, যেন তার অশ্রু ঝরার ইতি নাহি হবে।
কাঁদে আর বলে: "হে বাবা! তোমার এ মৃত্যু দিবসের মতো
আর কোনও দিন এতো দুঃখে হইনি কাতর,
আমার আত্মা যে হয়ে গেছে চিরন্তন আহত।"
এ বাক্য শোনে এক সূফী বলেন: "এবং এহেন দিবস বুঝি
আসেনি তোমার পিতার জীবনে?"
পুত্র জানে সে বেদনা কিন্তু, তা কখনো করো না বিবেচনা
পিতা যে দুঃখের সম্মুখীন হয়েছিলো, তার সাথে।
তুমি এসেছো এ ধরায় একটি অসহায় শিশু,
এবং কাটালে জীবন বোকার মতো মহানন্দে-
তোমার হৃদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কতো না হা-হুতাশ করে!- কিন্তু হায়,
চলন্ত বাতাস যেমন হাতের আঙ্গুলির ফাঁকে চলে যায়
সেরূপ তোমাকেও ছেড়ে যেতে হবে এ মায়াবী ধরা।

মৃত্যুক্ষণে এক দূত

এক দূতের যখন মরণ-মুহূর্ত ঘণিয়ে এলো,
তাকে এক লোক জিজ্ঞাসা করে: "আচ্ছা হুযুর বলুন!

আপনি তো এখন সব মানবের ভয়ার্ত মরণের সম্মুখীন-
আপনার অবস্থা কি?” দূত জবাব দেন: “আমার পক্ষে কিছুই বলা যাবে না,
শুধু এটুকু, যে কটি দিন আমি এ ধরায় বেঁচে ছিলাম
আমি তা হেলায় বিনষ্ট করেছি,
আর এখন আমি হবো ধুলায় পরিণত- এটুকুই।”
মৃত্যুকে খোঁজ করাই মরণের একমাত্র নিরাময়-
পাতাটি নড়বড়ে এবং তা ঝরে পড়বেই; আমাদের জীবন তো স্বল্প-মেয়াদী।
জেনো, আমাদের জন্ম মরণের লাগি; আত্মা চলন্ত আছে;
হৃদয় তো চুক্তিবদ্ধ এবং চলে যেতে চায় সে দ্রুত।
বাদশা সোলাইমান- যাঁর সীল সর্ব-ভূখণ্ডে ছিলো শক্তিধর,
তিনিও হয়েছেন ধুলায় পরিণত- মিশ্রিত মরুবালুকায়,
যালিম বাদশাহ যতো ছিলো, তারাও আজ সমাধিতে আবদ্ধ:
কতো সহস্র নির্জীব-নিদ্রিত মাটির গর্ভে!
মৃত্যুপানে শক্ত করে তাকাও- আমাদের এ দূরন্ত ভ্রমণে
কবর তো শুধু প্রথম মাকাম;
কিরূপ তোমার মিষ্টি জীবন বদলে যেতো
যদি তুমি জানতে মরণের অসহ তিক্ত যাতনা।”

ঈসা (আঃ) ও জলস্রোত

এদকা ঈসা নবী এক জলস্রোতের ধারে দাঁড়িয়ে
অঞ্জলি ভরে স্ফটিক জল করেন পান;
কি মিষ্টি ছিলো সে পানি! যেন গোলাপ জলের শরবত;
তাঁর এক সাথী একটি পাত্র ভরে পানি তুলে নিলো
তারপর দু’জন চললেল ধরার আঁকাবাঁকা পথে।
আবর তৃষাতুর হয়ে আল্লাহর নবী সে পাত্র থেকে
পানি পান করলেন- এবার সে জল ছিলো তিক্ত স্বাদহীন।
ঈসা তখন বলেন,“কি অদ্ভুত! এ জলটুকু এতো দ্রুত বদলে গেল-

এটাতো সেই পানি, যা আগে ছিলো শরবততূল্য, এর রহস্য কি হতে পারে?"
পানির পাত্র জবাব দেয়, "প্রভূ! আমিও এদকা আত্মা ছিলাম এবং
মানবদেহে বন্ধীও ছিলাম- কিন্তু এক অভিশাপে আজ আমি
একটি নির্জীব পাত্রে রূপান্তরিত হয়েছি- একটি টনটনে মাটির পাত্র,
আমাকে হাজার বার ভেঙ্গে গড়া হয়েছে; এবং সব বস্তু-আকার মৃত্যুর
তিক্ততার অভিজ্ঞতা অর্জন করে- তাই আমার মাঝে কোন মিষ্টি জল
থাকলে তা হয়ে যায় বিষতূল্য তিক্ত অস্বাদু।"
ওহে শায়খ ভাগ্যে বিস্মৃত জন! এ পাত্রটির কথা থেকে শিখে নাও,
এবং তোমার উদাসীনতা থেকে ফিরে এসো;
হে পথিক! তুমি তো তোমাকেই হারিয়েছ- অন্তিমশয্যা আসার আগে
গুপ্ত পথের সন্ধানে লেগে যাও!
জীবন্ত থেকে শ্বাস ফেলেও যদি তুমি
ভুলে যাও আপনাকে জেনে নিতে,
তবে কি করে করবে সন্ধান মৃত্যুর পরে?
যে লোক বাঁচে এবং করে না সাধনা, সে তো হারিয়ে গেছে;
তার জন্মমাতা তাকে দিয়েছে জীবন কিন্তু সে পারেনি হতে পুরুষ-
সে বিপথগামী, আত্মভুলা নির্জীব।
কতো পর্দায় আবৃত সূফির উচ্চ মাকাম,
কত সুদূর তার সন্ধানী পথ, সত্যপোলব্ধি পর্যন্ত।

সকরেটিসের মৃত্যু

সকরেটিস যখন মৃত্যুর দ্বারে হলেন উপনিত, তাঁর এক
সত্যান্বেষী শিষ্য বলেঃ "হে গুরু! আমরা যখন আপনাকে গোসল দিয়ে
কাফন পরাবো, বলুন কোথায় আপনার কবর দেবো?"
তিনি জবাব দেনঃ "আমার মরণ পরে যদি তোমরা আমাকে খুঁজে পাও,
তবে যেথা ইচ্ছা সেথা আমার কবর দিও-
আমি তো আমাকে কখনো পাইনি; আমি তাই জানি না

মৃত্যুর পরে তোমরা আমাকে পাবে কি করে?
আমার জীবনভর একটি কণাও জানতে পারেনি তার নিজের কথা!"

এক মহিলার শান্তিকাঙ্ক্ষা

মাহানার শেখের সঙ্গে এক বৃদ্ধা, দুঃখী মহিলা আলাপ করেঃ
"হে শায়খ! জয় ও শান্তির জন্যে উপাসনা আমাকে শেখাও-
আমি এ জগতে এতোবেশি সয়েছি যে আর নাহি বাঁচতে পারি
আগামী দিনের আরও যাতনা আমাকে আতঙ্কিত করে- উপাসনার সবক দাও
যাতে প্রতিদিন তা আমি পাঠ করি"। শায়খ জবাবে বলেনঃ
"কত অগুণতি বছর আমি ঘুরে বেড়িয়েছি দূর-দূরান্তরে
তুমি যে কেল্লার সন্ধানে রত তা পাবার জন্যে- এটা তো তোমার হাটু-
এটাকে বাঁকা করো, তুমি গ্রহণ করে নাও (বেদনাকে), আমি এর ওষুধ
আর কিছু পাইনি"।

জুনায়িদের সম্মুখে বসে এক লোক বলেঃ "আপনি তো আল্লাহর শিকার!
তথাপি আপনি প্রতিটি দিকথেকে স্বাধীন-
বলুন, মানুষ কখন শান্তিকে জানতে পারে?
কখন তার হৃদয় আনন্দে নাঁচে? আমি তো কল্পনাও করতে না পারি"।
জুনায়িদ জবাবে বলেনঃ "ঐক্ষণে যখন মানুষ খুঁজে পায় তার হৃদয়!"
বাদশাহকে যদি পাওয়া না হয় তবে যেতে হবে ভ্রমণে-
আমরা তো বিস্মিত অনুকণা নেই কোন আলো হেথা
চিরস্থায়ী সূর্য থেকে প্রাপ্ত; কিবা হয় প্রেক্ষাপট, কিবা হয় দুঃখ-যাতনা
যা পারে স্বচ্ছ করে দিতে আমাদের অজ্ঞতা?
যদিও কেউ জ্বলন্ত সূর্যে পড়ে হারিয়ে যায়
তবুও থাকবে একটি কণা জীনাবসান যবে না হবে
হে অনুকণা! তুমি তো জ্বলন্ত সুরুজের কাছে যাবার পূর্ব পর্যন্ত
ক্রন্দনে রত- সদা নড়বড়ে কখনও অনড় নহে-

আমার ধৈর্য জানে যে, তুমি একদা দেখবে,
সূর্যের পাশে, তোমার নিজের ক্ষুদ্রতা।"

বাদুড়ের সূর্য দেখার ইচ্ছা

একদা এক বাদুড় বলে: "এটা কেমন, আমি কোনদিন সূর্যকে দেখলাম না;
কেন আমি ভেবে পাই না?
এর পবিত্র আলোতে আমি বিলীন হতে বিরহে মরি;
কিন্তু আমার এই কষ্টের জীবন শুধু একটি দীর্ঘ রাত-
তবে আমি যদিও চলি চোখ বন্ধ করে
আমি জানি একদা পৌঁছুব ঐ প্রতিশ্রুত অগ্নিকুণ্ডে অবশেষে।"
এক দিব্যদৃষ্টিমান শোনে এসব কথা বলে ওঠে: "কী গর্ব! এক হাজার বছর
হয়তো তোমাকে এর পাশে নিতে পারে;
তুমি আত্মহারা! আপনহারা! যদি পীপিলীকা চাঁদে যেতে পারে
তুমিও হয়তো সূর্যের কাছে যাবে!"
বাদুড় বলে: "যা হউক! আমি উড়ে ঘুরবো এবং দেখি কি পাই?"
বছরের পর বছর সে ঘুরে বেড়ালো অজ্ঞতার মাঝে
এরপর সে প্রায় হলো অজ্ঞান মহাক্লান্তিতে
মৃদ্যুকণ্ঠে বলে: "সূর্যটি কোথায়? হয়তো একে পেছনে রেখে এসেছি?"
দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সেখানে বললেন: "তুমি মাত্র একটি ছোট্ট পদক্ষেপ এগিয়েছো
এবং তুমি ভাবছো তুমি সূর্যকে অতিক্রম করে চলে গেছ;
তুমি তো কল্পনার রাজ্যে করো বাস!" লজ্জায় আহত হলো বাদুড়
সে বুঝলো সাহসের বাকী অল্পটুকুও এইমাত্র হারিয়ে গেল।
অসহায় ও আহত বেচারা, সে এবার আমাদের পথের সন্ধান করে-
বললো: "আমি এবার বুঝেছি এবং আমি শিরনত করি ও মানি"।

গোলামকে মর্যাদার পোশাকদান

এক বাদশাহ তার গোলামকে দিলেন বাদশাহী পোশাক
চকচকে ঝরির জামা- এটা পরে সে অনুভব করে মর্যাদা
এ পোশাক পরে সে, যাযাবর ঘুরে শহরের সর্বত্র।
কিন্তু দুর্ভাগ্যহেতু কাদার ছিটে পড়ে তার মুখমণ্ডল ও জামা হলো কর্দমাক্ত
তাড়াহুড়ো করে সে তা মুছে দিলো: কিন্তু রাজা যখন জানলেন
তার এ অসতর্ক গোলামকে শূলে চড়ালেন।
এ করুণ ঘটনা থেকে বুঝতে দেরি নাহি হয়
বাদশাহর হাত কতো কঠোর তাদের প্রতি
যারা জানে না মর্যাদার মূল্য।

একটি পাখির উচ্চাকাঙ্ক্ষা

একটি পাখি বলে: "ওহে হুদহুদ! কি উষ্ণ আবেগ উত্তিত হয় তোমার বাক্য থেকে!
যদিও আমাকে মনে হয় হতাশগ্রস্ত, দুর্বল ও খোঁড়া,
আমি জ্বলে মরছি উচ্চাকাঙ্ক্ষার মহান অগ্নিতে-
এবং যদিও আমি নই বাধ্য তথাপি করি অনুভব
আমার আত্মা রাক্ষসীর মতো হয়েছে তৃপ্তিহীন সচেতনতায়।"

হুদহুদের জবাব

জবাবে হুদহুদ বলে: "এই অদ্ভুত চুম্বকীয় শক্তি রেখেছে
সে রাস্তায় আল্লাহর পুরাতন প্রেমিকদের স্থায়ী
স্থিরতা দেখায় হকিকত: যদি তুমি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হও
তুমি পাবে যাকিছুর ইচ্ছা রাখো।
এরূপ ইচ্ছার সম্মুখে সূর্যটিও আলো হারায়-
এটাই তো জীবনের প্রাণশক্তি যে পাখা দিয়ে আমরা উড়ে চলি
মহাকাশের সর্বোচ্চ মাকামে।"

ইব্রাহীম আদহামের দীনতা

আমি জানি একজনকে যিনি আর্তচিৎকারে থাকতেন রত
নিজের দরিদ্রতার জন্যে সদা করতেন অভিযোগ।
এরপর ইব্রাহীম আদহাম এসে বললেন: "তুমি কি এজন্যে ক্রন্দন করছো যে,
তোমার এই গরীবীকে ক্রয় করে এনেছো অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে?"
লোকটি অবাক হয়ে জবাব দেয়: "একথার অর্থ কি বা হয়?
মানুষ কি কখনও গরীবীকে ক্রয় করতে পারে?"
জবাব এলো: "আমি তো এটা পেতে এক রাজত্ব করেছি বিসর্জন,
কিন্তু জাগতিক রাজ্যের বদলে আমি প্রতিদান পেয়েছি জীবনের প্রতিটি ক্ষণে
এক শত রাজ্য: আমার জাগতিক রাজ্য ছিলো ভূয়া
আমি একে বিদেয় দিয়েছি এবং সব নিশ্চয়তা রেখেছি সেই প্রতিশ্রুত রাজ্যে।
মূল্যবান কি বা হয়, আমার জানা আছে; আমি তাঁর নাম নিয়ে পাগল-
এবং তুমি? কোনটিকেই ধরে রাখোনি, এটা তো এক স্থায়ী লজ্জা বৈ কিছু নয়।"
যারা অভিকাঙ্ক্ষী তারা করেছে বিসর্জন হৃদয় ও আত্মা উভয়টি
বছরের পর বছর ধরে বেদনা সহে তারা আকাঙ্ক্ষা পূরণে;

অভিকাঙ্ক্ষী পাখিরা তাঁর সিংহাসনে যেতে চায়,
সবকিছু ভুলে চলে একাকী- তোয়াক্কা করে না জগতপ্রতি।
তবে তুমি যদি আকাঙ্ক্ষার অভাবে থেকে থাকো
তবে দূর হও! এ ভ্রমণের জন্যে তোমার কোন যোগ্যতা নেই।

আত্মার পালক

একদা আল্লাহর এক পাগল তিক্ততা বুকে ক্রন্দনে রত হয়ে বলে:
"এ পৃথিবী আমার দৃষ্টিতে মনে হয়, একটি বাক্সের মতো
এবং আমরা এর ভেতরে তালাবদ্ধ,
হারিয়ে গেছি আমাদের পাপ ও গর্বের আঁধারে;
যখন মৃত্যু এসে এ বাক্সের তালা খুলে দেয়
তখন আমরা উড়ে চলে যাই-
যদি আমাদের পালক থেকে থাকে- তবে চলে যাই চিরন্তন দিবসে,
কিন্তু পালকহীনরা এখানেই থেকে যায়-
এ বাক্সের ভেতরে বন্দী, বেদনা ও আতংক দ্বারা ভীষণ যন্ত্রণাগ্রস্ত।"
তোমার অভিলাষকে দাও দু'টি পাখা; ভালোবাসা ও মনন,
এবং মৃত্যুক্ষণে যদি এ বাক্স পেছনে ফেলে যাও,
তবে আত্মার জন্যে পাখা ও পালক গজাও; যদি তা না হয়
জ্বালিয়ে দাও তোমার সব আশা-ভরসা,
কারণ তুমি মরবে ও পঁচে যাবে।

একটি পাখির দাবী

অপর একটি পাখি বলতে থাকে: "আমি তো প্রমের জন্যেই বেঁচে আছি,
তাঁর জন্য এবং ঊর্ধ্ব জগতে উজ্বল স্বর্গের জন্য-

তাঁর জন্য আমি সবকিছু থেকে নিজেকে করেছি বিচ্ছিন্ন;
আমাদের মহান রাজার লাগি আমার জীবন প্রেমময় একটি সঙ্গীত।
আমি দেখেছি এ ধরার বাসিন্দাদের এবং জানি
এখানের কেউ নয় উপাসনার যোগ্য;
আমার একচ্ছত্র প্রেম শুধু তাঁর জন্য;
কত অল্পজন তাঁকে আমার মতো ভালবাসতে জানে!
কিন্তু যদিও আমি আত্মা নিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছি,
মনে হয় যেন আমি এখনও মনের আশা পূর্ণ করতে পারি নি।
সময় আসবে যেদিন আমার নফস হবে বিলুপ্ত;
আমি প্রেমের সুরা করবো পান এবং নৈকট্যের মাকামে কররো প্রত্যাবর্তন
তাঁর সৌন্দর্য আমার হৃদয়কে করবে আলোকিত;
তাঁর স্কন্ধ জানবে আমার ছোঁয়া; আমরা আর কখনও হবো না পৃথক"।

হুদহুদ তাকে বলে

"সিমোর্গ তোমার নিজের পরিচিতি ও নিজের কর্মতে পাওয়া যায় না
প্রেমের কথা বলে বড়াই করো না; তাঁকে তো মিথ্যবলে পারবে না করতে প্রতারিত,
তাঁর চোখের উপর আভরণ ফেলা কারো সাধ্য নেই।
তাঁর ডাক হচ্ছে, মৃদু আন্দোলিত বাতাসের মতো
এতে গুপ্ত রহস্যের পর্দা উঠে যায়-
এরপর তিনিই তোমাকে তাঁর কাছে টেনে নেবেন, একান্ত সংগোপনে;
তোমার জায়গা হবে তাঁর সঙ্গে তাঁরই সিংহাসনের পাশে।
(তবে যদি নিছক ঐ আসন পাওয়ার গৌরব তোমাকে কাঙ্ক্ষিত করে
তবে জেনো তোমার প্রেম তোমাকে চিরন্তন অগ্নির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।)

শয়তানের গুপ্ত রহস্য

আল্লাহ একদা মূসাকে (আঃ) ডেকে বলেন: “যাও এবং খুঁজে বের করো
গুপ্ত সত্য যা সদা আহত করে শয়তানের মন।”
একদিন মূসা (আঃ) যখন শয়তানের সাক্ষাৎ পেলেন
তিনি তার কাছে উপদেশ চাইলেন এবং সে বললো:
“এটা মনে রাখবেন, এটা সর্বদা ঝিকির করে স্মরণে রাখবেন
‘আমার’ একথা কখনও উচ্চারণ করবেনা না, যদি করেন তবে আপনি হবেন
আমার মতো”।
যদি তোমার জীবনকে একটি চুলও ধরে রাখে,
তবে তোমার মহাকষ্টের ফল হবে মহাহতাশা
তুমি যতোই বড় হও না কেন, তোমার সম্মুখে দাঁড়াবে
একশত ‘আমি’সমূহ।

সীমোর্গের কাছে তোহফা চাওয়া সম্পর্কে

অপর এক পাখি বলে: “ওহে আমার আত্মার গুরু!
আমরা যদি আমাদের গন্তব্যে যাই পৌঁছে তবে তাঁর কাছে কি চাইবো?
তাঁর জ্যোতিতে জগত হবে আলোকিত, কিন্তু আমি তো জানি না
কিরূপ বিশেষ দান আমাকে খুঁজতে হবে-
তুমি যাকিছু পরামর্শ দেবে আমি তা-ই তাঁর কাছে আবদার করবো”।

হুদহুদ জবাব দেয়

হুদহুদ বলে: “বেচারা বোকা! একটি মাত্র আবদার করো;
শুধু তাকে পাবার কথা বলবে- তিনিই তো সবকিছু থেকে শ্রেয়;

তুমি যদি তাঁকে অনুভব করো, তাহলে সমগ্র বিশ্বের মাঝে
তুমি তাঁর থেকেও আর কিছু মূল্যবান কি খুঁজে পাবে?
যে কেহ ঐ গুপ্ত জায়গায় তাঁর সঙ্গী হয়ে প্রবেশ করে
পদে পদে তাকে তাঁর সৌন্দর্যে বিলীন করা হয়।”

একটি লোক জায়নামাযের প্রত্যাশী

একদা নবীজীকে (সাঃ) একব্যক্তি একখানা
জায়নামাযের জন্য আবদার করে,
কিন্তু তাঁর সাহাবীরা জবাবে বললেন:
“মরুভূমির তপ্ত বালুকা এখন জ্বলন্ত
ওখানে গিয়ে নামায পড়;
উত্তপ্ত বালুকণাতে তোমার ললাটকে চেপে ধরো
এবং অনুভব করো কিভাবে তোমার চামড়া জ্বলে যায়;
এই আহত চামড়া হবে
তোমার ভেতরের আহত হৃদয়ের প্রতীক।”
যদি কোন দাগ তোমার হৃদয়ে না থাকে, তবে প্রেমের বায়ু
তোমার পাশ কেটে যাবে, দৃষ্টিও দেবে না তোমার পানে।

ভ্রমণ অধ্যায়ঃ প্রথম পর্ব : সাতটি উপত্যকার পরিচিতি

ভ্রমণের দূরত্ব সম্পর্কে পাখির প্রশ্ন

একটি পাখি এবার বলেঃ "হুদহুদ, আপনি তো বের করতে পারবেন
এখান থেকে রাস্তার দিশা, কিন্তু আমরা তো প্রায় অন্ধ-
পথের মাঝে মনে হয় যেন মহাবিপদ ও হতাশায় ভরপুর,
প্রিয় হুদহুদ! ওখান ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু?"

হুদহুদ বলেঃ "আমাদের গন্তব্যে পৌঁছার আগে,
ভ্রমণের ৭টি উপত্যকা আমাদের সম্মুখে;
এর দূরত্ব কি তা জগত কখনো শিখেনি,
কারণ যেজন গিয়েছে সেথা আর ফিরেনি কখনও-
ধৈর্যহারা পাখিরা, কে এই পথের কথা বলবে?
এখানে তো কোন সংবাদবাহক নেই যে, বর্ণনা দেবে।
তবে যারা বলেছেন তাদের কাছ থেকে শুনে
আমি এবার বলছি প্রতিটি উপত্যকার পরিচিতি।
প্রথম স্তর হলো সন্ধানের উপত্যকা;
এরপর প্রেমের বিশাল উপত্যকা আমাদের পরীক্ষা;
তৃতীয় উপত্যকা হলো জ্ঞান ও রহস্যের
চতুর্থটি হচ্ছে নির্লিপ্ততার-
পঞ্চম স্তর হলো একত্বের হকিকত
ষষ্ঠটি হলো হতভম্বতার উপত্যকা,
এরপরে আসে শেষ স্তর নিঃস্বতা ও বিলুপ্তির।
এখানে তুমি ঝুলন্ত চিরস্থির অনড়- সেই অবধি
যখন তোমাকে নিয়ে যাবে নৈকট্যের মাকামে- তুমি শক্তিহীন

এমন এক মহাসায়রে তুমি একটি ফোটা জল
নেই সে সায়রের কোন তীর-সৈকত।

প্রথম উপত্যকা : সন্ধান

যখন তুমি সন্ধানের উপত্যকায় আসবে
বিরাট দুর্ভাগ্য এসে তোমাকে দাগা দেবে।
প্রতিটি ক্ষণে নিত্য-নতুন সমস্যা তোমাকে করবে ভীষণ কাতর,
এবং সেখানে তোতা পাখিও একেকটি হতাশগ্রস্ত মাছি।
এ উপত্যকায় অনেক সাল হবে অতিবাহিত আর তুমি কষ্টে-দুঃখে হবে জর্জরিত;
এখানে থেকে যাকিছু তুমি আয়ত্বে আনবে তা হলো-
দুনিয়াকে, নিজের ক্ষমতা ও যাকিছু তুমি ভাবো আপন তা দেবে বিসর্জন।
হৃদয়ে এবার জাগবে ভ্রমণে যাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র,
তোমার হস্ত এখন নিঃস্ব, তোমার হৃদয়ও হতে হবে পবিত্র ও বিচ্ছিন্ন-
সবকিছু থেকে যা ছিলো তোমার কাছে আপন ও একান্ত প্রিয়।
এ মাকামে পৌঁছুলে সেই হৃদয়মাঝে আল্লাহর নূর হবে প্রজ্বলিত
হৃদয় হবে সূর্যের চেয়েও আরো বেশি আলোকিত।
তোমার কলব হবে উদ্ভাসিত এবং সন্ধান বর্ধিত হবে হাজার গুণ
তোমারই বুকের ভেতর।
যদিও পথের মাঝে জ্বলে উঠে দাবানল, এবং যদিও বেরিয়ে আসে
অগ্নি থেকে ভীষণ ভয়ঙ্কর শত রাক্ষস ও হিংস্র জানোয়ার
তথাপি সালিক চলে সে পথে আকাঙ্ক্ষা বুকে
যেমন পতঙ্গ মহাখুশিতে আগুনে দ্রুত পড়ে দেয় জীবন বিসর্জন।
এরপর প্রেম এসে তার হৃদয়কে করে উন্মত্ত
সে প্রেমের শরাবের জন্যে ভিক্ষা করে
একটি মাত্র ফোটা তার জন্যে একটি বিরাট সৌভাগ্যের চিহ্ন।
আর যে মুহূর্তে সে এই ফোটা পান করে
সে ভুলে যায় ইহ-পরজনমের দু'টি বিশ্বকে;

শুষ্ক ওষ্ঠে সে বিলুপ্তির ক্ষণচেতনা অনুভব করে।
ঈমানের রহস্যকে জানার ভীষণ আগ্রহ তাকে
ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধে নামাবে-
যদিও ভয়ঙ্কর ধর্মদ্রোহিতা,
নিরাপত্তাহীনতা ও দুর্ভাগ্য দ্বারে এসে জমা হয়,
তথাপি দ্বার খোলা অবধি সে ধৈর্যসহ অপেক্ষা করে।
এরপর ঈমান ও বেঈমানীর রহস্য হয় উদঘাটন
তার হৃদয় হয় উন্মুক্ত- সে পার হয়ে এসেছে প্রথম উপত্যকা।

ইবলিস ও তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ

মাটির তৈরি আদমের মাঝে আল্লাহর ফুৎকার এলো আত্মা হয়ে,
এবং তিনি বললেন, ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা দিতে
(আল্লাহ চাননি এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হোক)
সবাই লুটিয়ে পড়লো আদমের পায়ে, কেউ জানতে পারলো না রহস্য
কিন্তু ইবলিস বললো, আমি কাউকে সিজদা করি না।
সে বলে: "আমি যদি সিজদা না করি কে তা পর্যবেক্ষণ করবে?
আমি পরোয়া করি না, তারা যদি এখন আমার মস্তক কর্তন করে;
আমি জানি এ আদম শুধু মাটি নয়- আমি দেখব
কেন আল্লাহ এ রহস্যকে নির্দেশ দিলেন"।
সে লুকিয়ে রইলো এবং গোয়েন্দার মাতো দেখতে থাকে
আল্লাহ বলেন: "বের হয়ে আয়- আমি দেখছি তুই উঁকি দিয়ে শিকার করতে চাস;
তুই জানিস আমার গুপ্তভাণ্ডারের খবর, সুতরাং তোকে মরতে হবে।
বাদশাহর গুপ্তধনের খবর যে রাখে তাকে সে বলি দেয়-
তুই দেখেছিস ঐ স্থান এবং তা প্রকাশ করবি জগতব্যাপী?
এবার প্রস্তুত হয়ে যা মৃত্যুর জন্য!"
ইবলিস জবাব দেয়: "প্রভূ! রেহাই দাও; আমি তোমার রহমের জন্য লালায়িত
প্রভূ! তোমার গোলামের উপর দয়াবান হও"।

আল্লাহ জবাব দেন: "ঠিক আছে, আমি হ্রাস করবো তোর শাস্তির মাত্রা;
কিন্তু তোর গলে উজ্জ্বল হয়ে ঝুলবে একটি মালা
এ হলো তোর অবাধ্যতার প্রতীক- নিম্নজগত যাতে জানে
মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণার জন্য তুই হবে খ্যাত
তোর এ অবস্থা থাকবে রোজ কিয়ামতের শিঙ্গা গর্জে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত।"
ইবলিস আবার বলে: "এতে কি হবে, আমি তো গুপ্ত ধনভাণ্ডার দেখেছি
এবং মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গেলাম!
অভিশাপ তো তোমার এবং রহমতও তোমার,
এটা তো সব প্রাণীর জন্য যেভাবে তারা বাঁচবে;
অভিশাপ দিন! তোমারই মহা আয়োজনের একটি তিক্ত দিক
এবং জীবন তো আফিম-স্বপ্ন থেকেও অনেক কিছু।
জগতজুড়ে সবাই খুঁজে মরে, এখন থেকে চিরকালের জন্য যা আমার-
তোমার অভিশাপ!"

তাঁর সন্ধানে থাকো রত দিন ও রাতভর,
বিজয় এবং প্রতিদান না আসা অবধি;
এবং তিনি যদিও মনে হয় অধরা তবে তিনি আছেন-
শুধু তোমার সন্ধান হয়নি পূর্ণ, হতাশ হয়ো না।

দ্বিতীয় উপত্যকা : প্রেম

এরপর আসে প্রেমের উপত্যকা, এবং এখানে এসে
প্রেমাকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে সালিককে ফেলে দেবে অগ্নির সায়রে,
যে পর্যন্ত না তার অস্তিত্ব হয় জ্বলন্ত
এবং আগুন যাকে করেনা গ্রহণ সে ফিরে বিফলমনোরথ।
প্রেমিক সেজন যেজন দাহে পুড়ে মরে,
তার মুখটি সদা উত্তপ্ত, হৃদয় তার বিরহে চিরউন্মত্ত,
সে জানে না পরিণাম কি, খুশীমনে ছুঁড়ে দিতে পারে সে

হাজার বিশ্ব জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে,
সে চিনে না ঈমান এবং বে-ঈমানী কি,
যার কাছে নেই সন্দেহ ও নিশ্চয়তার ভাবনার সময়
তার কাছে ভালো-মন্দ উভয়টি একই,
এবং সে কিছু নয় শুধু জ্বলন্ত জীবী।
সত্য-প্রেমিকরা বিসর্জন দেয় যাকিছু তাদের আছে
বন্ধুর সনে একটি ক্ষণ কাটিয়ে দিতে একান্ত সংগোপনে।
তারা ভাসাভাসা প্রতিশ্রুতি দেয় না, করে না গড়িমসি,
কিন্তু নিজেদের জীবনের নেয় ঝুঁকি-
তাদের হৃদয় পুড়ে ছাঁই হওয়া অবধি,
কি করে তারা ভাগা দেবে, তাদের আকাঙ্ক্ষার অবিরাম যাতনা হতে?
তারা হলো বাজপাখি দিশেহারা আকাশেতে ঘুরেঘুরে উড়ে
সে তো খুঁজে মরে তার আপন নীড়-
তারা হলো ঐ মৎস, শুষ্ক ভূমিতে আটকা পড়ে আছে
সাগরের সন্ধানে বেহুঁশ হয়ে বালুকায় লাফালাফি করে।
এখানে প্রেম হলো অগ্নি; এর থেকে নির্গত ঘনধুঁয়া মাথায় মেঘচ্ছায়া-
ভালোবাসা যখন এলো জ্ঞান-বুদ্ধি পালালো;
বুদ্ধি শেখাতে পারে না প্রেম ও তার রহস্য
পারে না প্রেমিকের যাতনার জন্যে কোন মহৌষধ দিতে,
প্রেম ও বুদ্ধি তো তৈল আর জল।
তুমি যদি পারো অদেখার সন্ধানে হতে রত
তবে পাবে খুঁজে প্রেমের নীড়, যা নয় কোন কার্য-কারণ নহে মনন,
এবং প্রেমের মাতলামি পৃথিবীর সাজ-সজ্জা, মাহাত্ম্যতা ও খ্যাতিতে
দেবে এক ভীষণ আছাড়!
তুমি যদি এই জগতের চলমান নাটকের গূঢ় রহস্যকে অনুধাবন করো
এবং পৃথিবীর প্রতিটি বন্য অণুকণা দেখতে পারো, তুমি জানবে
যুক্তির চোখগুলো একটুও স্ফুলিঙ্গের চাহনি দেয় না প্রেমের অন্ধকারকে
আলোকিত করতে।
যে কেহ আমাদের এপথে পাড়ি দেবে প্রেম তাকে করবে চালিত;

গুণিজন প্রেমের কাছে শির নত করে এবং মান্য করে এপথটিকে
কিন্তু তুমি, প্রেম ও তরীকাকে মানতে উভয়টিতে নারাজ
তবে তোমার মত্যু হয়ে যাক!
প্রেমিকরা ক্ষত-বিক্ষত, হতাশগ্রস্ত পথে চলে যেথে পাগলপ্রায়
নিজের জীবন ও হৃদয়কে কুরবান করতে তারা সদা-উদগ্রীব।

যে আসিক তার মাশুককে হত্যা করতে চাইলো

এক আত্মভুলা যুবক হারিয়েছিলো হৃদয় প্রেমের জন্য
তার প্রেমিকার লাবন্য ছিলো তুলনাহীন,
কিন্তু যখন সে মেয়ে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হলো (ভাগ্যের নির্মম পরিহাস),
তার দেহাবয়ব শুকিয়ে গেল চোহারায় হলদে রং যেন পঁচা খাগড়া!
এবার এলো মৃত্যুর পারোয়ানা- সে তো ধীরে ধীরে অপচয় হচ্ছে;
উজ্জ্বল দিবালোকে নেমে এসেছে আঁধার-নিশী।
প্রেমিক ছেলেকে যখন বলা হলো, তোমার প্রেমিকার অন্তিমকাল এসে গেছে
সে ছুটে চললো পাগলের মতো, হাতে তুলে নিয়ে এক ধারালো ছুরি,
এরপর চিৎকার দেয়ঃ "মৃত্যু যাকে কোন মানুষ সহিতে না পারে-
যদি এসে থাকে, তবে তাকে আমার হস্তেই বিলুপ্ত হতে দাও!"
কিন্তু একজন এই বন্য যুবকের হাত ধরে বলেঃ
"হে বোকা, খুনী হওয়ার প্রয়োজন কি? তুমি কেন চাও তারে রক্তে রঞ্জিত করতে
সে তো ঘণ্টা পরে এমনিতেই মৃত্যুর কোলে পড়বে ঢলে?"
যুবকের মুখ থেকে জবাব এলোঃ "কিন্তু আমি যদি তাকে খুন করি
আইন বলে আমাকেও শূলে চড়তে হবে,
এবং বিরাচদিনে চিরকালের বাসস্থান হবে নরক আমি হবো অগ্নিতে জ্বলন্ত;
সুতরাং আমি আজ মরবো জ্বালাতে একটি মোমেরবাতি তারই জন্যে-
তার জন্যে মরণ তো আমার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা,
মরে গিয়েও আমি চাই জ্বেলে রাখতে তার তরে চিরন্তন অগ্নিশিখা।"
এ পথের প্রকৃত প্রেমিকরা এ জগত ও পরজগতকে যায় ভুলে;

তাদের আত্মা মৃত্যুর পরে উঠে চলে ঊর্ধ্বলোকে
খুঁজে সে অনাবিষ্কৃত, লুকানো প্রেমাবাস।

তৃতীয় উপত্যকা : জ্ঞান ও রহস্য

এরপর পথিকের দৃষ্টিতে ভেসে আসে একটি চওড়া উপত্যকা
এখানে গুপ্ত রহস্য ও জ্ঞান হয় উন্মুক্ত;
এখানে এসে একেক সালিকের একেকটি রাস্তা,
একেক আত্মার জন্য একেকটি ভিন্ন আইন।
প্রতিটি আত্মা ও দেহের আছে হেথা নিজস্ব স্তর
এবং আরোহণ বা অবরোহণ করে এরই বৃত্তের মাঝে-
এখানে অসংখ্য রাস্তা, এবং প্রতিটি একেক সালিকের জন্য সঠিক
সেই উত্তম নিজস্ব রাস্তায় তাকে চলতে হবে।
একটি মাকড়শা ও পীপিলীকা কি সে পথে চলতে পারে
যে পথ নির্দিষ্ট বিরাট হস্তীর জন্য?
প্রত্যেক পথিকের ঊর্ধ্বগমণ তার নিজের
অবস্থা ও গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল
(যতোই সংগ্রাম করুক না কেন, একটি মশা কি
উড়তে পারে তুফানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে?)।
আমাদের রাস্তাগুলো ভিন্ন- কোন পাখিই কখনও জানে না
কোন গুপ্তপথে অন্য আরেকটি চলে।
আমাদের মাঝে আসে অন্তর্জ্ঞান বিভিন্ন চিহ্নরূপে;
কেউ বা মসজিদে উপাসনারত কেউ বা অন্য কোথাও-
কিন্তু যখন সত্যের সূর্যালোক ঊর্ধ্বমণ্ডল করে পরিষ্কার,
প্রতিটি যাত্রী বুঝতে পারে তাকে সেখানে স্বাগত জানানো হচ্ছে।
তাঁর গুণাবলীর নির্যাস উজ্জ্বল হয়ে ভেসে আসবে; যে জগত মনে হয়
একটি অগ্নিকুণ্ড হবে তা স্বপ্ন থেকেও মিষ্টি।
পথিক তখন দেখবে ভেতরের হাড্ডি, বাইরের চামড়া নয়-

তার নফস হবে বিলুপ্ত; তারপর, সবকিছু দেখার মাঝে দেখে সে কেন্দ্র,
শুরু হবে অবরোহণ- তার দৃষ্টিতে শুধু সেই চিরকাঙ্ক্ষিত চিরঞ্জীবীর মুখশ্রী।
এক সহস্র রহস্য হবে জানা, যখন সেই মুখশ্রী থেকে পর্দা সরে যাবে-
এক সহস্র জনকে জ্ঞানহীন ও ব্যর্থ হতে হবে সে অবধি
যখন একজন মাত্র জায়গা পাবে গুপ্ত রহস্যের পর্দার কাছে-
বিরল তার সাহস ও হৃদয় তার পবিত্র
এবার সে অসীম সেই অজানা সায়রে ডুব দেবে।
তুমি যদি এহেন লুকানো সত্যকে উপলব্ধি করে অনুভব করো
মহাতৃপ্তিতে জীবন হয়েছে প্লাবিত, কখনও হয়োনা উদ্দীপনা ও সতেজতায় ঢিলা;
যদিও তুমি কল্পনাতীত তৃপ্ত, যদিও প্রশান্তির মাঝে তুমি সিনান করেছো,
যদিও মনে করো আরশে আজীমে তুমি পৌঁছে গেছো
তথাপি নিজেকে প্রশ্ন করো, "আরও কি রহস্য লুকানো আছে?"
তুমি যদি এখানে এসে আমাদের শেষ গন্তব্যকে উপেক্ষা করো
এবং অলস হয়ে নিদ্রামগ্ন হও,
তুমি বন্ধুর আসল চেহারা পানে তাকাতে পারবে না; এবার ওঠো এবং ক্রন্দনে হও রত।
তুমি যদি তাঁর সৌন্দর্য এখানে না পাও,
তবে সত্যের রহস্য উদঘাটনে বের হও- নাছুড়বান্দাহ!
কিন্তু ধিক্কার তোমার উপর ওহে বোকা! তোমার মাথা নত করো;
গর্দভের লাগাম পরে নাও এবং চলো নেতার সঙ্গে।

সুতলান মাহমুদ ও দরবেশ

কোন একদিন একটি প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপে
সুলতান মাহমুদ সাক্ষাৎ পেলেন এক দরবেশের-
দুঃখ-কেশে তার পিষ্ঠদেশ বাঁকা।
দরবেশ তার মহামতি বাদশাহকে দেখে চিৎকার দিয়ে বলে:
"এখান থেকে চলে যাও, না হয় আমি তোমাকে ভীষণ পেটা দেবো-

তুমি নিজেকে রাজা বলো; তুমি তো আসলে আস্ত আবর্জনা,
একটি না-শোকর, স্বার্থপর বে-ঈমান- চলে যাও!”
বাদশাহ জবাব দেন: “আমি মাহমুদ; আমি আশাকরি আমাকে ‘বে-ঈমান’ বলে সম্বোধন শোভা পায় না!”
দরবেশ পুনরায় বলে: “ওহে সুন্দর যুবক!
তুমি যদি জানতে সত্য থেকে কতদূরে তোমার অবস্থান,
তবে তুমি তোমার কোমল মুখটি ধুলা ও ছাই দিয়ে চুনকালি দিতে না;
তার বদলে বরং জ্বলন্ত কয়লা হতো!”

চতুর্থ উপত্যকা : নির্লিপ্ততা

পরের স্তর হলো নির্লিপ্ততার ভয়ানক উপত্যকা; এখানে
যতো আছে দাবী এবং আকাঙ্ক্ষা সব যাবে হাওয়ায় উড়ে।
জাগবে তোমার শরীরে অসহ শিহরণ শীতের ঝঞ্ঝাবায়ু থেকে;
কনকনে এ হাড়কাঁপানো প্রবাহে উপত্যকা হবে বিরাণভূমি-
এখানে ৭টি গ্রহও যেনো মিটুমিটু স্ফুলিঙ্গ শুধু,
সাতটি মহাসাগর একেকটি পুকুর সম, এবং
স্বর্গের বক্রতা যেনো শান্তির আবাসস্থলের বদলে একটি বালুকণা;
৭টি জ্বলন্ত নরক ভীষণ তুষারপাতে নির্বাপিত।
তবে আরও চিত্তাকর্ষক হলো একটি ছোট্ট পিপীলীকা- সে তো এখানে
অতি শক্তিধর একটি বিরাট হাতী;
এবং একটি কাক ভক্ষণ করে চলে, কিন্তু অগণিত আত্মার একটি কাফেলা
একজনের কাছে বিলুপ্ত হয়।
এক সহস্র ফেরেশতা ক্রন্দন করেছিলো যখন
আদমের মধ্যে আলো জ্বলে উঠলো এবং দূর হলো নিশী;
এক সহস্র ডুবন্ত প্রাণী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো যখন
নূহের কিস্তি উঠন্ত উর্মির উপর ভেসেছিল;
আব্রাহামের জন্য নমরূদের হুকুমাতকে ধ্বংস করতে

যতোটি ডাঁশ ছেড়ে দেয়া হলো
এবং কতো শত শিশু ফেরাউনের অসির আঘাতে প্রাণ হারালো
সেই অবধি, যখন মূসার দৃষ্টি হলো প্রখর প্রভূ সকাশে;
এবং কতো জনা চলে গেল স্বেচ্ছাকৃত ধর্মবিমুখ পথে
সেই অবধি যখন ঈসার কাছে হলো উন্মুক্ত হকিকতের গুপ্ত রহস্য;
কতো শত আত্মা ছিলো অভিশপ্ত নরকে
সেই অবধি যখন মুহাম্মদ (সাঃ) আরোহণ করলেন স্বর্গের তোরণ দ্বারে।
এখানে নতুন বা পুরাতন প্রচেষ্টা সাফল্য না আনে,
এবং কোন প্রস্তাব না হবে গ্রহণযোগ্য।
তুমি যদি দেখ মহাবিশ্ব অগ্নিদাহে জ্বলে হলো ছাই,
এটা স্বপ্ন এখানে, শুধু ছেলেখেলা;
যদি শত-সহস্রও এখানে মরণ বরণ করে, তা হবে
সাগর মাঝে একটি শিশিরবিন্দু সম;
এক লাখ মূর্খ এখানে একটি মাত্র অনুকণার ক্ষণচ্ছায়া
সেই সমুজ্জ্বল সূর্যের অংশুজালে;
যদি সবক'টি মহাবিশ্বের তারকা আসে হেথা দুঃখ-বেদনা নিয়ে
তারা হবে একটি পত্র থেকে পতিত একফোটা দুঃখ-জল;
সকল গ্রহ যদি নরকে নিক্ষিপ্ত হয়,
তারা হবে একটি পিপীলীকা কূয়ার ভেতর বন্দী;
যদি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল ধ্বংস হয়ে যায়,
তবে যেনো একটি ধুলিকণা দিশেহারা হলো;
যদি মানব ও শয়তানদের কখনও আর দেখা নাহি যায়,
তারা হবে বিলুপ্ত যেনো গুঁড়োবৃষ্টি ফোটা;
এবং যদি তারা হয় বিলুপ্ত, ভেঙ্গে পড়ে যাতনায়,
মনে করো কোন জন্তু হারিয়েছে একটি মাত্র লোম;
যদি আস্ত ও অংশ ভেঙ্গে যায় এবং দৃষ্টিতে আর নাহি পড়ে,
মনে করো পৃথিবীটা হারিয়েছে শুধু একটি শুষ্ক খড়কুটা।

হুদহুদের জবাব

হুদহুদ বলেঃ ওহে অকৃতজ্ঞ! তুমি কি একটি কুকুর,
যার প্রয়োজন হয়- কুকুরশালার?
এ ধরার কুকুরশালা তো আঁধারে ঢাকা নর্দমা ছাড়া কিছু নয়;
তোমার সেই প্রাসাদও একটি এদের মত কুকুরশালা হয়।
যদি এটাই তোমার স্বর্গ হয়, তবে তোমার শেষ নিঃশ্বাস কালে
তুমি জানবে এটা মৃত্যু পরে তোমারই বদ্ধ পাতাল-কক্ষে হবে পরিণত।

রাজা সৃষ্টি করলো অপূর্ব এক প্রাসাদ

এক রাজা যে ভালবাসতো আপনার জাঁকজমক
তাই তৈরী করেন তিনি একটি অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ।
প্রাসাদের গৃহতলে গালিচা করতো ঝলমল,
পথিকরা নির্বাক দৃষ্টিতে,
এ অট্টালিকা পানে তাকিয়ে সব যেত ভুলে।
বাদশা ডেকে পাঠালেন তাঁর প্রাসাদে সব বিজ্ঞ বন্ধুজন,
এবং বলেন ধীর কণ্ঠেঃ “এ প্রাসাদে কি যেন অপূর্ণ রয়ে গেল?
বলুন কে বলবেন, আর কিসের হবে সংযোজন?”
তারা সবাই বলেঃ “আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয়,
কোন লোক এখন বা অন্যকালে এরূপ প্রাসাদ কখনো দেখেনি।”
তবে এক তাত্ত্বিক এগিয়ে বলেঃ “একটি বস্তুর অভাব আছে,
একটি বিশেষ জিনিস যা আপনার নেই,
এ প্রাসাদে আছে একটি জঘন্য ফাটল!
(যদি তা থাকতো না তবে এটা হতো সেই সত্য বেহেশত)।”

বাদশা হতাশ হয়ে বলেন: "কি ফাটল? কোথায়?
দেখিয়ে দেন এ ফাটল, আমি তো তা দেখছি না।"
তাত্ত্বিক জবাবে বলে: "জাঁহাপনা! আমি তো সত্য বলছি-
ঐ ফাটল দিয়ে ঢুকে যাবে আজরাঈল!
হয়ত আপনি এ ফাটলকে করতে পারবেন মেরামত, কিন্তু ব্যর্থ হলে,
এ প্রাসাদ ও সিংহাসন তো হয়ে যাবে সম্পূর্ণ মূল্যহীন!
আপনার এ রাজপ্রাসাদ এখন যেন মনে হয় স্বর্গীয় অনুদান,
কিন্তু মরণ করে দেবে তা আপনার চোখে কুৎসিত;
থাকে না কিছু চিরস্থায়ী এবং আপনি তা জানেন-
আর যদি ন'টি প্রদক্ষিণরত গ্রহ-গোলক স্থির হয়ে যায়,
মনে করো সাগর হারিয়েছে তার একফোটা জল।"

মুর্শিদের কাছে মুরীদের আবদার

একদা এক মুরীদ তার মর্শিদের কাছে ভিক্ষা চাহে:
"আমাকে ভালো কিছু উপদেশ দিন অনুগ্রহ করে!"
মুরশিদ গোস্বায় জবাব দেন: "এখান থেকে পালাও, দূর হও!
আমি যা বলতে চাই তা যদি শুনতে চাও,
প্রথমে ধুয়ে আসো তোমার কাদামাখা মুখটি- সুগন্ধি কখনও দুর্গন্ধ মুছে না;
যেজন পানকরে হয়েছে রোগা তার কাছে কথার কোন মূল্য নেই!"

পঞ্চম উপত্যকা : একত্বতা

এরপর আসে নিষ্কলুষ পবিত্র একত্বতার উপত্যকা,
একটি স্বজনহীন একক স্থান, দীর্ঘ কাঠিন্যতা পরে
যারা এই অনুর্বর জায়গায় প্রবেশ করেছে

অনুভব করেছে তাদের ঘাড়ে একটি ঠাসা গলবন্ধনী-
তুমি যদি এখানে অনেক অথবা কতেক দেখ,
তারা তো আসলে একক, যেরূপই তোমার কাছে প্রকাশ হোক।
এখানে অনেক হয়েছে এককে মিশ্রিত
(এটাই তো এককের বিস্তীর্ণতা,
এককত্ব নয় বন্দী অসীম একক মাঝে);
এখানে সংখ্যা ও সংখ্যামানের মৃত্যু হয়েছে।

বাও আলী ও বৃদ্ধা

এক বিগত-যৌবনা বুড়ি একদা আসলো বাও আলীর কাছে
এবং বলে: "এই স্বর্ণপাত্রটি আমার পক্ষ থেকে উপহার"।
শায়খ বাও আলী জবাবে বলেন: "এপথে সর্বপ্রথম যখন চলা শুরু করি
তখন থেকে আজোবধি নেইনি কোন উপহার, শুধু প্রভূর পক্ষ থেকে ছাড়া"।
বৃদ্ধা হেসে জবাবে বলে: "কি সুন্দর বললে এবং নেই এতে ভুল!
তুমি ক'জন দেখতে পাও ওহে সম্মানিত শায়খ?
যারা এ পথে চলেছে তারাতো শুধু দেখেছে একজন
এবং উপাসনাগার তাদের জন্য কা'বার কালো পাথর।"
শোন! প্রভূ যা বলেন করো সব উপাসনা,
কারণ তাঁর অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হবার নয়;
এপথের পথিকরা দেখেনা কোন আকার শুধু নিরাকার ছাড়া
এবং জানে তিনিই সকল চলমান ঘটনার পেছনে কর্মরত-
পথিক তো এসেছে পথের শেষ প্রান্তের সেজন থেকে, যাকে সে দেখে,
বাস করে তাঁরই মাঝে, তাঁরই সঙ্গে।
একত্বের মাঝে নিজেকে হারিয়ে দাও,
না হয় তো তুমি এখনও মানুষ নয় যদিও আদম সন্তান।
যে কেহ এ ধরায় আসে- দুর্বল পাপী কিংবা ভাগ্যবান
তার বুকের মাঝে গুপ্ত একটি সূর্য করে নিবাস-

এর অংশুমালায় প্রভাত সৃষ্টি করে, কিন্তু সুদীর্ঘ অপেক্ষা পরে;
কারণ যেসব মেঘমালা সূর্যকে রেখেছে ঢেকে, তা সরাতে হবে-
যে কেহ তার গুপ্ত সূর্যের কাছে পৌঁছেছে
সে অতিক্রম করেছে ভালো-মন্দ এবং জেনেছে ঐ একক সত্ত্বাকে।
তুমি কিভাবে কল্পনা করবে বিষম যাকিছু তোমার ভেতরে করে বাস,
তাদের মন্দকীর্তির ভীতি, তমসাচ্ছন্ন পড়ন্ত ফোটা,
যেখানে সর্প ও বিচ্ছুরা গভীরে পিচ্ছিল পথে হেলেদুলে চলে,
তারপর অনাবিষ্কৃত তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে?
এদের জাগ্রত করো, সাহস দাও দেখবে তারা
শত শত ফেঁপে ওঠা দোযখের বিকট জন্তুতে হয়েছে রূপান্তরিত।
সব মানুষের হৃদয়ে করে বাস এসব বদমায়েশ,
এবং প্রতিটি সর্প-বিচ্ছু বিতাড়িত না হওয়া অবধি দোযখ তোমার বাসস্থান-
প্রতিটি বক্রতাকে একে একে খুলে ফেল;
আর প্রতিপদে তোমার আত্মার মুক্তি তোমাকে দেবে সান্ত্বনা।
যদি তা না পারো তবে তুমিই লুকানো বিচ্ছুর শিকার,
তোমার আত্মা হবে সর্পের বাসস্থান কিয়ামত আসা পর্যন্ত;
যারা এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে করে না চেষ্টা
তারা তো নিচপ্রাণী পোকার মতো- উন্নত জীবী তারা মোটেই নহে...
হে আত্তার! কান্ত হও, এসব বলার আর প্রয়োজন নেই;
তোমার কাহিনীবলা পুনরায় শুরু করো,
তুমি তো 'তাওহীদের' মাকামে এসে গেছো।
যখন পথিক এ স্তরে এসে পৌঁছে,
সে তো পাড়ি দিয়েছে নিছক এপথের রাস্তা;
সে তো হারিয়েছে এবং হয়েছে বোবা- এবার তো প্রভূর কথাবলার সময়,
যে আল্লাহকে এই পথিকরা খুঁজে খুঁজে এ পথে নেমে হন্যে হয়ে ঘুরে।

এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বাঁচালো

একটি মেয়ে পড়ে গেল কূয়ার মাঝে- আর বিদ্যুৎবেগে
তার প্রেমিক ছেলে লাফ মেরে পড়লো সেই একই কূয়ায়,
এবং সে দ্রুত তার প্রেমিকার কাছে এসে গেল।
দু'জনই যখন নিরাপদ হলো তখন বোচারী মেয়েটি বলে:
"আমি তো পড়েছিলাম না জেনে কিন্তু তুমিও কেন পড়ে সে কূয়ায়
স্বেচ্ছায় জীবনের ঝুঁকি নিলে বলো?"
সে জবাব দেয়: "আমি ডুব দিয়েছি- প্রেমিকদের কাছে 'আমি' এবং
'তুমি' অর্থহীন এটুকু জেনে-
কতো কাল গেল কেটে আমরা দু'জন ছিলাম
একে অন্য থেকে দূরে,
কিন্তু এখন তো আমরা এই একক অবস্থায় পৌঁছে গেছি
তুমি আর আমি এখন সম্পূর্ণ এক,
এখন আর দু'জন বলা তো অর্থহীন, এতে কি ফায়দা আছে?"
দু'য়ের কথাতো বহুত্বের স্বীকৃতি-
যখন 'দু' যায়, সেখানে থাকবে শুধু এককত্ব।

ষষ্ঠ উপত্যকা : হতভম্বতা

তারপর আসে ষষ্ঠ উপত্যকা- এখানে শুধু হতভম্বতা,
একটি বেদনা ও উপর্যপুরি অসহ জ্বালাতনের স্থান-
প্রতিটি মুহূর্তে তুমি হাফ ছাড়বে এবং প্রতিটি শ্বাসে আসবে
একটি তলোওয়ার যা তোমাকে মৃত্যুকামনায় উদ্বুদ্ধ করবে;
যন্ত্রণায় হবে তুমি অন্ধ, তুমি সনাক্ত করতে পারবে না
চোখের সামনে চলমান দিবা-নিশি।

বরফে তুমি হেথা জ্বলন্ত এবং আগুনে হবে হিমা-
হারাবে রাস্তা, সিদ্ধান্তহীন পদক্ষেপে তুমি উদ্দেশ্যহীন-
যে তাওহীদ তুমি জানতে তা এখন চলে গেছে; তোমার আত্মা
বিক্ষিপ্ত সর্বত্র এবং জানে না কিছুই পরিপূর্ণতা।
যদি কেউ জিজ্ঞাসে তোমায়: "তোমার বর্তমান অবস্থা কি;
মতোয়ারা না শান্ত পরিমিত অবস্থা তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে,
এবং তুমি কি এখন সমৃদ্ধি অর্জন করছো না হারিয়ে যাচ্ছ ক্রমান্বয়ে?"
পথিক তখন স্বীকার করবে: "আমি জানি না;
আমার যে কোন ব্যাপারে আর সঠিক জ্ঞান নেই;
আমি আমার সন্দেহকেও সন্দেহ করি, সন্দেহ স্বয়ং এখন অনিশ্চিত;
আমি ভালোবাসি, কিন্ত কাকে এবং কার জন্য এ বিরহ?
আমি কে? আমার হৃদয় তো শূন্য, তথাপি তা প্রেমে পূর্ণ;
আমার নিজের ভালোবাসা আমার কাছে চিত্তাকর্ষক"।

রাজকুমারী ও গোলামের প্রেম

এক মহামতি বাদশাহর ছিলো এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা
তার মুখশ্রী যেন পূর্ণিমার চাঁদ থেকেও উজ্জ্বল,
সে যেনো ইউসূফের রূপ কেড়ে এনেছে, এবং তার থুতনির টোলে
যেনো লুকানো ছিলো যৌবনের সকল রহস্য-
তার মুখমণ্ডল ছিলো অপূর্ব পুষ্পবাগ; তার মেঘবর্ণ কেশ
শত হৃদয়কে প্রেমিক করেছে;
যে কেহ তার চিবুক দেখেছে
সে-ই পড়েছে প্রেমের অতল কূপে।
বাদশাহ ক্রয় করলেন এক সুদর্শন যুবক কৃতদাস
হ্যাঁ গোলাম, কিন্তু কী গোলাম! তার সঙ্গে করলে তুলনা
চন্দ্র-সূর্য হার মানে এবং হারায় তাদের আলো!
সে ছিলো বিরল সুদর্শন এক যুবক- যখন সে প্রাসাদ থেকে বের হতো

নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর হতো জড়িত দেখতে তাকে এক নজর।
একটি ভাগ্যের মারপ্যাঁচে রাজকুমারীর দৃষ্টিতে পড়লো
এ সুদর্শন যুবকের অবয়ব,
সাথে সাথে হৃদয়ে তার কেমন যেন দোলা লেগে গেলো,
সে হারালো বুদ্ধি, হারারো আত্মসচেতনতা-
এবার সকল কার্য-কারণ বিদায় হয়েছে রয়েছে শুধু প্রেম;
রাজকুমারীর মিষ্টি আত্মা প্রেমের তিক্ত বেদনায় হলো কাতর।
দিনের পর দিনভরে সে মুক্তির আসায় করে কতো সাধনা,
কিন্তু প্রেমের শক্তির সামনে অবশেষে মাথানত হলো
এবং বিরহ-বিলাস ও মিলনাকাঙ্ক্ষায় নিজেকে বিলীন করে দিল।

রাজকুমারীর কক্ষে ছিলো দশটি গায়িকা বাঁদী
ক্রীতদাসী এই মেয়েদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে মধুর সঙ্গীত
যেন বুলবুলি- যার গানের সুর হলো দাউদের (আঃ) কণ্ঠধ্বনিসম।
রাজকুমারী আপন মর্যদায় বসে এসব মেয়েদের পাশে
কানকথায় বললো তার লাজুক গুপ্ত প্রেমের কথা
(প্রেম যখন সর্বপ্রথম আসে কারো যৌবনে
কেউ জানে না তার জীবনের মোড় কেনদিকে যাবে।)
রাজকুমারী তারপর বলে: "এই গোলামের সঙ্গে আমি যদি
সত্যবাদী হয়ে আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষার কথা বলি,
কে জানে কিবা হবে তার প্রতিক্রিয়া?
দাস যদি একবারও আবিষ্কার করে ফেলে-
তার রাজকুমারী তারই প্রেমে হয়েছে কাতর
আমার তো মর্যাদা বলতে কিছুই থাকেব না!
কিন্তু আমি যে অসহায়, আমার অনুভুতির বহিঃপ্রকাশ বিহীন
মৃত্যু এসে যাবে, আমি গুপ্ত বেদনায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যবো;
আমি পড়েছি শত সতিত্যের শাস্ত্র, কিন্তু তারপর পুড়ে দিয়েছি সব
এসব তো আমার জন্যে নয়- কারণ আমি প্রেমে হয়েছি মত্ত।
আমি চাই আমার গোলামকে;

তার সঙ্গে আমার মিলনের একান্ত দরকার, তবে তার অজান্তে-
যদি গুপ্তভাবে আমার আকঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যায়
মিলনের স্বর্গস্বাধে আমার পিপাসিত আত্মা হবে প্রশান্ত।"
দাসী মেয়েরা জবাব দেয়: "চিন্তার কারণ নেই, হে আমাদের রাজকুমারী;
এ রাতেই তোমার মনের রাজাকে নিয়ে আসবো আমরা
তবে সে কিছুই জানতে না পারবে।"
এক সুন্দরী বাঁদী ছুটে গেল গোলামের কাছে- অপূর্ব অঙ্গভঙ্গি ও মিষ্ট হাসি মুখে,
আহা! কতো সহজে পুরুষরা নারীদের মায়াজালে আটকা পড়ে;
মেয়েটি সাকীর মতো তার হাতে তুলে দিলো নেশাযুক্ত বেহুশ-সুরা
পান করে ক্ষণকাল পরেই সে লুটেপড়ে মেয়ের কোলে ঘুমের ঘোরে।
ক'টিমাত্র ক্ষণে গোলাম হলো এই নারীর ফাঁদে আবদ্ধ
সে রইলো পড়ে জ্ঞানহীন ভোরের সূর্যোদয়ের পূর্ব অবধি।
রাত যখন হয় গভীর শশ্মানের মতো সবকিছু নীরবতায় ভাসে;
আর তখনি বাঁদীরা নিয়ে এলো জ্ঞানহীন যুবক গোলামকে শাহজাদীর কক্ষে,
ফুলে ও সুগন্ধিতে ভরপুর পালংকে রেখে দিলো তাকে।
অর্ধরাতে হুশ এলো ফিরে ঐ গোলাম সুদর্শন যুবকের-
"একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! না মৃত্যু হয়েছে- স্বর্গে করছি বাস?"
যুবকের প্রশ্নের নেই শেষ, তারপর আখির দৃষ্টিতে পড়লো এক নারীর
অপূর্ব সুশ্রী মুখশ্রি- হ্যাঁ! আমি স্বর্গেই আছি- এতো বেহেশতের হুর!'
তারপর মিলনের মধুর ক্ষণটি এলো-
দু'টি প্রাণ মহানন্দে হারিয়ে গেলো।
ভোরের আগেই যুবকের চোখে এমন ঘুম এলো- যেন সে হাজার বছর ছিলো নিদ্রাহীন
আর তখনই বাঁদীরা এসে তার মুখের ভেতর আবার বেহুশ-সুরা ঢেলে দিলো।
এরপর সবাই মিলে তুলে নিলো তাকে
রেখে আসলো তার নিজের শক্ত মেঝবিশিষ্ট থাকার কক্ষে।
যুবক উঠলো জেগে সূর্যোদয়ের অনেক পরে, এরপর ধীরে ধীরে নিজেকে
আবার আবিষ্কার করতে থকে-
তার মাঝে ক্রিয়া করে অবিশ্বাস্যতা, হতাশা, বেদনা ও বিরহ জ্বালা

পাগল হয়ে সে ছিড়ে ফেলে শরীরের সকল জামা-কাপড়,
মাথার চুল ছিড়ে দিলো, মুখটি করে দিলো কাদাযুক্ত-
বন্ধুরা জিজ্ঞাসে, কি হলো ইয়ার! তোমার হৃদয়কে কে করলো এহেন বেদনাতুর?
জবাবে সে চিৎকার দেয়: "আমি কি করে বলবো, কিরূপে শুরু করবো?
কোন ভাবুক, কোন দিব্যদৃষ্টি যা কখনো দেখেনি
আমি দেখেছি তা ঐ উন্মত্ত সিন্ধির ক্ষণে;
মহাবিশ্বের কেউ কোনদিন জানবে না
যে প্রশান্তি শুধু আমাকে দান করা হলো-
আমি বলতে পারবো না, কি দেখেছি
আমি দেখেছি একটি অপূর্ব দৃশ্য-
যা কেউ কখনো দেখেনি কোনদিন।"
তারা বলে: "চেষ্টা করে দেখ, স্মরণে আসে কি না,
শতটি আনন্দ থেকে একটিও না হয় বুঝিয়ে দাও।"
সে জবাব দেয়: "যে দেখলো ঐ সুন্দর মুখশ্রী, সে কে ছিলো?
আমি না অন্য কেউ, আমি জানি না।
আমি কিছুই শুনিনি, কিছুই দেখিনি
তথাপি আমি শুনেছি-দেখেছি যা, কোন লোক কখনো ভুলবে না।"
এক বোকা পরামর্শের সুরে বলে: "তুমি হয়তো কোন স্বপ্ন দেখেছো;
কোন ভবঘুরে উচ্চকল্পনা তোমাকে পাগল করেছিলো!"
গোলাম বলে: "এটা কি স্বপ্ন ছিলো, না বাস্তব?
আমি কি বেহুশ না স্বজ্ঞানে ছিলাম? আমি তো কিছুই জানি না-
এজগত কখনো দেখেনি এমন অবস্থা,
এই অযৌক্তিক-সত্য কথায় হয় না প্রশাক।
আমার আত্মায় ফিরে ফিরে হানা দিচ্ছে যা
আমি খুঁজে পাচ্ছি না সে কিবা হয়,
যার প্রভাবে আমি বাক শক্তিহীন
যার রৌশনীতে আমি চোখের দৃষ্টি হারা।
আমি দেখেছি সর্বোৎকৃষ্ট ছবি, সুন্দরের রাণী,
এমন একটি স্বপ্নাবিভাব যা দেখেনি কোনও মানুষ

(এমন মুখশ্রীর সম্মুখে সূর্যের তুলনা কিবা হয়-
একটি কণিকা, একটি অণু যা আসে এবং যায়!)
কিন্তু আমি কি তাঁকে দেখেছি? আর কি আমি বলবো?
এই 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর মাঝে হারিয়েছি আমার রাস্তা!"

মায়ের আহাজারি ও এক সূফী

এক অসহায় মাতা ছিলো আপন মেয়ের কবরপাশে ক্রন্দনে রত
এক সূফী এসে বললেন: "এই মহিলা বুঝতে পেরেছে হারানোর ব্যথা;
তার হৃদয় তো জানে, কেন সে এসেছে বেদনা-প্রকাশে-
কার জন্যে সে চোখের অশ্রুতে বুক ভাসাচ্ছে,
তবে এ জ্ঞান তাকে ভাগ্যবতী করেছে:
এবার ভেবে দেখো এক সূফির করুণ অবস্থা!
প্রত্যহ আমি কতো ক্রন্দন করি, কতো রাত কাটাই অশ্রুতে বক্ষ ভাসিয়ে
কিন্তু কার জন্যে এ ক্রন্দন, তাতো আমি নাহি জানি;
আমি বেদনা-প্রকাশ করি নীরব অন্ধকারে একাকী- কিন্তু জানি না,
কার বিরহ আমাকে এহেন যন্ত্রণা দেয়।
এই মহিলা যেহেতু জানে- কিসে তাকে দিচ্ছে জ্বালাতন,
সে তো আমার থেকে হাজারগুণ দয়াপ্রাপ্ত-
কিসে আমাকে কাঁদায় আমার নেই কোন ধারণা,
কিসে আমাকে বেদনাসহ রাতকে করে নিদ্রাহীন- আমি জানি না।
আমার হৃদয় তো হারিয়েছে, এবং এখানে আমি খুঁজে না পাই
মানুষ কোন্ সে রশির মাধ্যমে বাঁচে, সেই যুক্তির মনন কি-
চিন্তার চাবি হারিয়েছে; এ সুদূর স্তরে আসা মানে
নিজেকে এবং নিজেকে যা ভাবো তাতে হতাশ হওয়া।
তথাপি এখানেই এসে দৃষ্টিতে পড়ে আত্মার ভেতরের অবস্থা-
এবং এখানেই ক্ষণকালে সবকিছুর রহস্য হয় উন্মুক্ত।"

যে লোকটি তার চাবি হারালো

এক সূফি শোনতে পেলেন কারো চিৎকার: “আমি আমার চাবি হারিয়েছি;
যদি কেউ তা পাও, দয়া করে আমার কাছে ফেরৎ দাও-
আমার দরজা তালাবদ্ধ হয়েছে; আমি প্রভূর কাছে আশাকরি হয়তো
তিনি বলে দেবেন কিভাবে ভেতরে যাবো। আমি কি করি?”
সূফি বললেন: “তো তুমি প্রতিবাদ করবে কেন?
এ দরজার অবস্থান তো তোমার অজানা নয়; যদি এর বাইরে তুমি বসে থাকো
যদিও তা তালাবদ্ধ- অবশেষে নিঃসন্দেহে কেউ তা খুলে দেবে।
তুমি খামোকা বকবকি করছো; বলতো আমার প্রতিবাদ কি হবে
যে হারিয়েছে দরজা ও চাবি উভয়টি!”
তবে এ সূফি যদি অগ্রসর হতেই থাকেন তিনি দেখবেন
বন্ধ বা খোলা দরজা যা তার মনকে হানা দেয়।
মানুষ তো সূফিদের অবস্থা বুঝতে পারে না,
এই ভীষণ হতভম্বতা তো তাদের ভাগ্যগতি।
যারা প্রশ্ন করে: “আমি কি করবো?” জবাব হলো:
“এ অবধি যা কিছু তুমি সাধারণ ভাবতে তাকে বলো বিদায়!”
হতভম্বতার উপত্যকায় আসার পর
পথিকের হৃদয় হয় আহত সীমাহীন অসন্তোষ হেতু,
সে চিৎকার দেয়: “আর কতকাল আমি এখানে পড়ে থাকবে,
এই অনির্দিষ্টতার মাঝে? আমি কখন হকিকতের রাস্তা দেখবো?
আমার জ্ঞান কখন হবে? ওহ! কখন?” কিন্তু-
এখানে জ্ঞান-ভাবনা-কল্পনা যেন অজানা ভীষণ ভয়;
এখানে প্রতিবাদ উচ্চপ্রশংসা, আর স্তুতি হলো অভিযোগ।

শিষ্যের স্বপ্ন

এক নবীন পথিক যার হৃদয় ঈমানের নূরে ছিলো উজ্জ্বল
একরাতে দেখলো স্বপ্নযোগে তার মৃত গুরুকে
সে বলে: "আমি এখানে এসে ভয়ে আতঙ্কিত,
হে গুরু! আপনি এখানে কেন বুঝতে পারলাম না?
আপনার মৃত্যুতে আমার হৃদয় একটি মোমের বাতি হয়েছে,
একটি অগ্নিশিখা, কবে যে নিভে যাবে!
আমি সত্যের সন্ধানী যেন এক দিশেহারা গোলাম-
বলুন, কবরের অপরপারে আপনার অবস্থা কিবা হয়?"
তার গুরু জবাব দেন: "আমি বুঝতে পারছি না-
আমি বিস্মিত, আমি আমার হাতখানা কামড়াচ্ছি।
তুমি বলছো, হতভম্ব- এই গহ্বরে তো
হতভম্বতা যেন অশেষ অনন্ত!
এক শত পাহাড়ও আমার কাছে
এই অনির্দিষ্টতার তুলনায় একটি বিন্দুমাত্র!"

সপ্তম উপত্যকা : নিঃস্বতা ও বিলুপ্তি

শেষের এ উপত্যকা যা কথায় প্রকাশ অসম্ভব,
এটা চরম নিঃস্বতা ও আত্মবিলুপ্তির উপত্যকা:
এখানে তুমি খোঁড়া ও বোবা, তোমার মনেরও নেই অস্তিত্ব;
তুমি প্রবেশ করেছো এক অষ্ট অবচেতন জগতে।
সূর্যালোক যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে,
শত সহস্র ছায়া হয় বিলুপ্ত,
আর যখন মহাসাগরে উর্মি ওঠে, কিসে পারে প্রতিহত করতে

প্রতিটি ঢেউয়ের ফনাকৃতি?
দুলোক-ভূলোক ঐ ফনাকৃতি, এবং বিফলমনোরথে
মানুষ নিজেই নিজেকে বলে কোনটি আছে কেনটি নেই।
তবে যে কেহ এই অসীম সায়রে ডুব দিয়েছে সে তো মহাভ্যগ্যবান
আপনকে হারিয়ে সে পেয়েছে চিরস্থিতি;
যে হৃদয় এ সীমাহীন সাগরে হারিয়েছে
সে হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়েছে অগাধ প্রশান্তমাঝে,
আর যদি তা অতল জল থেকে ভেসে ওঠে আবার
তবে সে জানে যে গুপ্ত রহস্য নিয়ে জগত হয়েছে সৃষ্ট।
যে পথিক তার সন্ধানে হয়েছে জ্ঞানবান
যে সূফি এখানে আসতে প্রতিটি পরীক্ষায় হয়েছে উত্তীর্ণ,
এখন তারা বিলুপ্ত এই মহাসাগরে;
এখানে কারো কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই
এটা এমন এক স্তর যা মানব মনন কখনো দেখেনি।

এক প্রেমোন্মত্ত ক্রন্দনে ছিলো রত; পাশকেটে যাবার সময়
একব্যক্তি প্রশ্ন করে, কেন এতো কাঁদো? সে জবাব দেয়:
“তারা বলে অবশেষে প্রভূর দর্শন যখন হবে-
চল্লিশ হাজার বছর চলে যাবে এক ফলকে,
এরপর মনভুলা এসব লোক নিজেকে আবার খুঁজে পাবে
কিন্তু নূরবিহীন, তারা হবে নিঃস্ব থেকেও নিঃস্ব।
আমি তো এটা ভেবেই ক্রন্দনে হয়েছি রত-
কি করে প্রভূর দর্শনের মতো সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্নে নেমে আসবো;
আমি তো চাইনা আমার নিজের পরিচিতি-
আমি মৃত্যুর জন্য আকুল হয়েছি; আমার কাছে ‘আমি’-এর কিবা আছে প্রয়োজন?
আমি নিজকে নিয়ে পাপে আছি লিপ্ত;
কিন্তু প্রভূর সম্মুখে নিজ ও পাপ দু’টিই বিলুপ্ত হয়ে যায়।
নফস থেকে পালাবো যখন আমি উঠে আসবো প্রভূর কাছে;
বিরহে জ্বলন্ত পথিকরা তো এটাই চায়-

এ জতগের আঁধার থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত জগতে প্রভূর মিলনে বিলীন।"

প্রথমে নফসকে দূরে রেখে দাও, তারপর প্রস্তুত হও
বুরাকে আরোহণ করে জগত ভ্রমণে যেতে;
অস্তিত্বহীনতার শরাবান তাহুরা করো পান; গায়ে পরো
সূফিদের খিরকা-
এবার নিজেকে হারিয়ে দাও, এরপর হারানোকেও হারাও!
তারপর শান্তমনে হও আগোয়ান- স্তরে স্তরে এগিয়ে এসো এই শেষ উপত্যকায়
এটা তো বিলুপ্তির চরম অবস্থা;
তবে জাগতিক কোন বস্তু যদি তোমার মাঝে অবশিষ্ট থাকে,
ঐ পবিত্র জগতের কোন সংবাদ পৌঁছুবে না তোমার কাছে।

পতঙ্গ ও মোমের বাতি

একদা রাতে সব পতঙ্গ হলো জড়ো-
উদ্দেশ্য- তারা জানতে চায় কিবা হয় মোমের বাতি,
অনেক কথা পরে একটি পতঙ্গ কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো
সে যাবে ঐ অজানা ঔজ্জ্বল্যতা কিবা হয় সে খবর নিয়ে আসতে।
ধীরে ধীরে পতঙ্গটি কাছে উড়ে এলো, যেখানে
একটি প্রাসাদের জানালায় সেই মোমের বাতিটি জ্বলন্ত ছিলো।
সে একটু দূর থেকে ফিরে এসে সবাইকে বললো- যাকিছু সে বুঝতে পেরেছে।
তবে পতঙ্গ রাজা তার দাবী খণ্ডন করে বলে: "এ পোকা, ঐ প্রদীপ সম্পর্কে
কিছুই জানেনি।"
এবার আরেকটি পতঙ্গ ছুটে চললো- সে ছিলো আগেরটা থেকে আরও আগ্রহী
প্রাসাদের দরজা পেরিয়ে সে বাতিটিকে ভালো করে দেখলো-
প্রদীপের চারিধারে ঘুরে ঘুরে সে তার জানার স্পৃহা মেটাতে থাকে,
তারপর ফিরে এলো পতঙ্গ-বৈঠকে; বললো সে কতকাছে গিয়েছিলো
এবং কতটুকু দেখেছে।

কিন্তু পতঙ্গরাজ এখনও সন্তুষ্ট নয়: "তোমার চেহারা তো সাক্ষী দেয় না
যে কেহ জানতে পেরেছে মোমের বাতি কেমন করে জ্বলে?"
এবার আরেক পতঙ্গ উড়ে চলে বেহুশ হয়ে,
সে নেচে নেচে বাতিটির একেবারে কাছে চলে গেলো-
তার নৃত্যতে আপন সত্তাও অগ্নিকুণ্ড একত্রিত হলো-
অগ্নিদাহে তার পাখার শেষাংশ, দেহের ও মস্তকের লোম
পুড়ে গেলো; এই পতঙ্গ এখন ধারণ করে অগ্নিবর্ণ প্রদীপের আলোতে হারিয়ে গেল।
পতঙ্গ রাজা দেখে এ দৃশ্য চিৎকার দিয়ে বলে: "সে জানে! সে জানে!
যে সত্যের সন্ধান আমরা করি তা- সে জানে,
ঐ গুপ্ত সত্য যা নিয়ে কথা বলা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ"।

সর্বজ্ঞানের আঁধারে যেয়ে পাবে মানব মনন যা ভাবতে পারেনি সে মহাসত্য
তবে তা কস্মিনকালেও হবেনা সম্ভব যদি প্রথমে তুমি
পার না করতে বিলুপ্ত তোমার দেহ ও আত্মা;
একটি মাত্র চুলও যদি অবশিষ্ট থাকে
এটা তোমাকে টেনে নেবে হতাশার অতল গহ্বরে-
এখানে তো কোন প্রাণীর 'আপন'-কে কখনো প্রবেশাধিকার দেয়া হয় না,
নিজের পরিচিতি বলতে যাকিছু জানো, সব হতে হবে বিস্মৃত।

নূরীকে একদা কোন মহাত্মন প্রশ্ন করেছিলেন:
"আমার শেষ সীমানার দূরত্ব কি বা হয়?"
তিনি বললেন: "আমাদেরকে প্রথমে আগুন ও সৌন্দর্য পেরিয়ে যেতে হবে;
তারপর সাত সাগর দিতে হবে পাড়ি।
সাগরের মৎস! (এখন আমার কথায় কান দাও,
আমি দেখাবো কিভাবে এই সাগরগুলো পড়ি দিতে হয়)
তোমাকে একটি বিরাট তিমি তার দিকে নিয়ে যাবে,
সে এতো বড়ো কিন্তু মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দৃষ্টির বাইরে,
যে গভীরে একাকী আপন আনন্দে সাঁতার কাটে এবং
তার প্রতিটি শ্বাসে জগতকে নিয়ে যায় ধীরে ধীরে নিজের কাছে।"

ভ্রমণ অধ্যায়: দ্বিতীয় পর্ব : ভ্রমণের শেষপ্রান্তে

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

হুদহুদ এবার ক্ষণকাল নীরব হলো
পাখির দল ভ্রমণের উপর যা জানার জেনে নিয়েছে- কিন্তু
অনেকে ভয়ে কাঁপতে থাকে।
তারা বুঝতে পেরেছে, এ মহান ভ্রমণ সহজ-সরল মেটোই নয়
এপথে যাত্রীদের হতে হবে বীরত্বের অধিকারী,
মিথ্যা বা প্রতারণা থেকে পবিত্র- প্রয়োজনে মৃত্যুকে করতে হবে বরণ।
পথে চলার আগেই কিন্তু অনেকে দিশেহারা হলো এবং
এক পা-ও বাড়ালো না।
বাকী যারা ছিলো তাদের প্রতিটি হৃদয় আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায়
থাকলেও সাহস বুকে প্রস্তুত হলো।
বছরের পর বছর তারা চলতে থাকে; এক জনম কেটে গেলো
অবশেষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুলো সবাই।
উড়ে চলার সময় কি ঘটনা ঘটেছিলো আমি তা বলতে অপারগ
তবে তুমি যদি এ সরু পথে পাড়ি দাও,
জানবে সব- কারণ তুমি তো দক্ষতা অর্জন করেছো
অর্জন করেছো অনুভুতি- এ পথের ভীষণ ভয়-আতঙ্ক-বেদনা- মিলন ক্ষণ।
বিরাট সেনাবাহিনী যারা এপথে পাড়ি দিয়েছিলো- আহা!
কতো অল্পই না বেঁচে আছে; বিরাট পাখির পালের মাঝে
মাত্র ক'টি জীবিত রইলো যখন ভ্রমণ হলো শেষ-
এক হাজারের মাঝে অবশিষ্ট রইলো একটিমাত্র।
কত যে হারিয়েছে রাস্তা, হারিয়েছে প্রাণ তার হিসেব নেই।
কেউ বা মহাসায়রের অতল তলে ডুবেছে;

কেউ বা পর্বত শৃঙ্গে হারিয়েছে প্রাণ;
অনেকে ভীষণ উষ্ণ বাতাসে মরণকে বরণ করেছে;
কেউ বা সূর্যের অতিবেশি কাছে যেয়ে পুড়ে হয়েছে ছাই-
তাদের হৃদয় তো প্রমেরে অগ্নিদাহে জ্বলন্ত- বেশি দেরি হয়ে গেলো
যখন তারা বুঝতে পারলো- তাই পুড়ে গেলো পাখা, দেহের লোম ও প্রাণ;
অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো সিংহের তীক্ষ্ণ নখরে পড়ে,
এবং কেউ বা হারালো প্রাণবায়ু ভয়ঙ্কর দানবের শক্ত কামড়ে;
অনেকে মরেছে পিপাসায় কাতর; কেউ বা ক্ষুদার জ্বালায় ঘোর পাগল হয়ে,
আত্মহুতি দিয়ে ভীষণ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়েছে;
কেউ বা এতো বেশি দুর্বল হলো- তাদের উড়ে চলার ক্ষমতা হারালো
তবে অনেকেই অসহ যন্ত্রণা সহিতে না পেরে ফিরে চলে গেলো।
কেউ বা ভাবলো এ পথ বুঝি তৃপ্তি-আনন্দ ভরা এবং অচিরেই
স্বীকার করে নিলো- আমাদের জন্যে এ রাস্তায় চলে কোন লাভ নেই!
এক হাজার আত্মার মাঁঝে বাঁচলো শুধু একটি-
আর এক লাখ যাত্রীর মধ্যে সিমোর্গের দরবারে ত্রিশটি মাত্র হলো হাজির।

রাজদূতের পক্ষ থেকে স্বাগত

এক-পৃথিবী পাখির দল পাড়ি দিয়েছিলো, এবং ক'টি এসে পৌঁছুলো মাকামে
মাকছুদে- মাত্র ত্রিশটি!
ত্রিশটি ক্লান্ত-শ্রান্ত, দুর্বল-ক্ষুদার্থ, ভেঙ্গে-পড়া পাখি,
তাদের হৃদয় নিরাশ-হতাশ এবং আহত-পাখা।

তারা দেখে হেথা অকথিত প্রশংসা সেই জগতে
মানব মন যার দেয় স্বীকৃতি কিন্তু সদা তাহা অসংজ্ঞায়িত,
একক সে সত্তার নূরের অগ্নিতে প্রতিটি মুহূর্তে মহাবিশ্ব
ঘুরে অবিরত, এরপর জ্বলে পুড়ে হয় বিলুপ্ত।
সেই আলেয়ার শক্তি ও জ্যোতি সূর্য, তারাসহ যা কিছু আছে

মহাবিশ্বে তার চেয়েও শত-সহস্র গুণ বেশি।
পাখিদের দল এ দৃশ্য দেখে বিস্মৃত-অবাক ও বিহ্বল-
যেন ওজনহীন, ক্ষুদ্রতম কম্পমান একেকটি অণুকণা এবং বলে:
“এখানে আমরা কি করে থাকবো ও বাঁচবো,
এখানে যদি সূর্যও আসে তবুও যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে?
আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে আসতে হয়েছে যাকিছু ছিলো আপন সেসব থেকে;
আমরা এমন একটি কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছি- যা ছিলো অজানা;
সবই কি এরই জন্যে? আমরা তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রভূর কাছে
এহেন বিনিময়ের আশা করিনি?”

এরপর দেখা গেল সবার গলা যেন কেটে দেয়া হয়েছে-
রক্তাক্ত সবাই দুর্বল হতে হতে যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে-
তারা সবাই বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে- এক অপূর্ব পরিবর্তন ঘটছে।
সময় চলে যায়; এরপর সর্বোচ্চ দরবার থেকে নূরের তৈরি এক
রাজদূত হলো দৃষ্টিগোচর- উড়ে আসলো পাখিদের কাছে।
সে দেখলো ত্রিশটি পাখি- দুর্বল ও কম্পমান- ভীষণ ভয়ে কাতর
তাদের দেহ ভেঙ্গে গেছে, প্রতিটি পাখা শক্তিহীন।
রাজদূত একাধিক প্রশ্ন করে: “তোমাদের শহরের নাম কি?
তোমাদের জাত কি? কোন সে কারণে তোমারা এই দূরতম স্থানে করলে আগমন?
তোমাদের নাম কি-বা হয়? দেখতে তো মনে হয় তোমরা ভয়ে ধ্বংস হয়ে গেছো;
কি-সে তোমাদের আপন ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে এখানে নিয়ে এলো?
পৃথিবীতে তোমরা কে কি করতে? তোমাদের দ্বারা কি হবে?
এহেন দুর্বল ও অসহায় প্রাণীরা কি-ই বা করতে সক্ষম?”
পাখিদের দল দূতের এরূপ প্রশ্নাবলীতে প্রথমে অবাক হলো-
তারপর জবাবে সবাই বলে: “আমার এখানে উড়ে এসেছি একটি আকাঙ্ক্ষা বুকে,
আমরা চাই সিমোর্গকে আমাদের রাজা হিসেবে দাবী করতে;
আমরা এসেছি শরণার্থী হয়ে এবং তাঁর দরবারে পৌছার আশায়
আমরা পাড়ি দিয়েছি সুকঠিন ভয়ঙ্কর রাস্তা-
কতো দীর্ঘ সময় যে কেটে গেলো এ পথের মাঝে;

আমরা তো ছিলাম লাখে লাখে কিন্তু এখন আমরা ত্রিশটি মাত্র!
যাকিছু আকাঙ্ক্ষা-আশা আমাদেরে নিয়ে এসেছে এ স্থানে
সবই কি ছিলো ভুলের-
এখন কি আমরা আমাদের রাজার মুখশ্রী দর্শন থেকে হবো বঞ্চিত?"

রাজদূত দরবারে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়

রাজদূত বলে: "যে রাজার জন্যে তোমরা হয়েছে কাতর
সে তো একাই গৌরবে শাসন করেন, তোমরা তাঁর রহস্য বুঝতে পারবে না-
শতকোটি সৈন্য তাঁর কাছে একদল পিপীলিকা,
আর তোমরা! তোমাদের ভাগ্যে শুধু দুঃখ-বেদনা- ফিরে যাও!
যে পথে এসেছো সে পথ ধরে তোমরা ফিরে চলো তাড়াতাড়ি।"

শুনে রাজদূতের এসব ভয়ঙ্কর কথা,
পাখিদের অবস্থা হলো শোচনীয়, মৃত্যুর আঁধার এসে তাদেরকে ঘিরে ধরে;
কিন্তু তারপরও তারা জবাব দেয়: "এপথে এতো দুঃখ সহে
আসার পরও আমাদের রাজা আমাদেরকে আরও বেদনা ও কাঠিন্যতা
প্রতিদান দেবেন- একথা আমরা বিশ্বাস করি না;
কোন দুঃখ-জ্বালাতন আসতে পারে না এখন আমাদের রাজার পক্ষ থেকে
কোন মহান গৌরবোজ্জ্বল স্থানে থাকতে পারে না এহেন বেদনা।"
মজনুর কথা ভেবে দেখো, যে বললো:
"সমগ্র জগতও যদি আমার জন্যে প্রশংসা করে
তথাপি আমি হবো বেশি খুশি যদি লাইলীর হৃদয় একটি বার গালি দেয়,
না, সমগ্র সৃষ্টির সৌন্দর্যও আমায় নিয়ে লাইলীর ভাবনার সাথে তুলনাহীন;
দু'জগতই আমার কাছে লাইলীর নামের চেয়েও তুচ্ছ।"
"হে রাজদূত! আমরা তোমাকে আমাদের আকাঙ্ক্ষা জানালাম-
যদি আরও বেদনা সহিতে হয় তবে নেই কোন পরোয়া,
আমরা যে কোনো পরিণতি মাথাপেতে নিতে আগে থেকেই প্রস্তুত"।

রাজদূত বললো: “রাজাধিরাজের তাজাল্লি প্রতিটি আত্মাকে বেহুশ-বেকরার করে,
আর তোমাদের আত্মা যদি জ্বলে পুড়ে হয় ছাই
তবে বুঝতেই পারছো, তোমাদের এ ভ্রমণ হবে নিরর্থক।”
তারা জবাব দেয়: “বলো, কি করে পতঙ্গ বিসর্জন দিতে পারে অগ্নি
এই আগুনই যে তার পরম চাওয়া-পাওয়া-প্রেমাস্পদ?
আমরা যদি তাঁর দরবারে না যাই- তবে আমরা তো এমনিতেই জ্বলে হবো ছাই,
আমাদের রূহ তো এই চূড়ান্ত পরিণতির জন্যে বিরহে কাতর-
আমরা কি তাঁর মাঝে বিলুপ্তির জন্যে কাঙ্ক্ষিত নই;
তবে আমরা জানি পারবো না কখনো তাঁর সত্তায় একত্রিত হতে।”

এরপর পাখিরা পতঙ্গের কেচ্ছা সংক্ষেপে বলে:
তারা পতঙ্গকে বলেছিলো: “ওহে! তুমি তো বেশি ছোট, বেশি দুর্বল
তোমার পক্ষে মোমের বাতির জ্বালা সহ্য করা হবে অসম্ভব-
না, এহেন কাজ শুধু সিংহ-হৃদয়ের জন্যে;
তুমি কেন অজ্ঞতাহেতু মৃত্যুকে ডেকে আনবে?”
পতঙ্গ জবাব দিলো: “ঐ আগ্নিতে পড়ে আমি লুকাতে পারবো না-
আমি জানি আগুনকে অতিক্রম করা আমার জন্যে সম্ভব নয়
তথাপি সেথা পৌঁছা হলো আমার একান্ত লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা।”

ভীষণ দুঃখ-জ্বালাতন যদিও পাখিদের করেছিলো দুর্বল
কিন্তু প্রেমের শক্তি তাদেরকে দিয়েছে মহাবেগ এবং করেছে নির্ভীক;
রাজদূতের আত্ম-স্বামিত্ব ছিলো প্রবল ও স্থিত,
কিন্তু পাখিরাতো নাছুড়বান্দা, তারা পিছু হটার পাত্র নয়-
এতকাল চলে, এত কষ্ট সহে এই শেষ পরীক্ষায় কি হারাবে তারা?
এবার ধীরে ধীরে রাজার দরবারের সুরক্ষিত তোরণদ্বার খুলে গেল;
এক শত পর্দা উন্মুক্ত- এবং পাখিদের দৃষ্টিপরি ভেসে এলো মহাউজ্জ্বল
অবিশ্বাস্য, হতভম্ব একটি দৃশ্য- এ'তো সর্বাধিক অন্তর্মুখি জ্যোতির জ্যোতি।
তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি বিরাট সিংহাসনে-

একটি ঘনিষ্ঠতা, মর্যাদাপূর্ণ এবং সৌন্দর্যের স্থান,
রাজদূত এরপর সবাইকে একটি লিখিত পৃষ্ঠা প্রদান করলো
বললো: "এই পত্রের প্রতিটি বাক্য যখন পঠিত হবে
তোমাদের ভ্রমণের রহস্য যাছিলো গুপ্ত প্রকাশ পাবে
এবং যে শেষ স্তরে তোমারা এসেছো তার ভেদও জানা হবে।"

ইউসূফের (আঃ) ভাইদের কুকর্মের লিপি

মালিক দার যখন ইউসুফকে ক্রয় করলো কৃতদাস ভেবে
মূল্য যা দিয়েছিলো তা ছিলো অতি অল্প- তাই সে ভাইদের
সাক্ষরসহ একটি কাগজে রশিদ গ্রহণ করলো;
আর যখন এই অসৎ কার্য সমাধা হলো মালিক দার রেখে দিলো রশিদ
ইউসূফেরই কাছে, এরপর ইউসূফ যখন মিশরের বাদশাহ হলেন
তাঁর ভাইয়েরা এলো ভিক্ষা করতে- এবং সবাই মাথানত করলো
তারা একটুকরো রুটির জন্য আবেদন জানালো।
ইউসূফ তখন একখণ্ড কাগজ তুলে ধরলেন এবং বললেন:
"এখানের কোন রাজসভাষদ হিব্রু ভাষা জানেন না- তোমরা যদি
এ কাগজের লেখা পড়ে শোনাও আমি তোমাদের আবদার পূর্ণ করবো।"
ভাইয়েরা হিব্রু সহজেই নীরবে পড়তে পারলো এবং চিৎকার দিলো:
"হে রাজাধিরাজ! আমাদের হাতে এই কাগজটি দিন!"
কাগজটি হাতে পেয়ে তারা নীরবে আবার পড়ে নিলো এবং বিস্মিত হলো-
তারা তো পারলো না তা পড়তে সজোরে- কিন্তু ভাবতে থাকে কী জবাব দেবে।
অতীতের পাপ তাদেরকে বাকশক্তিহীন করেছে; তারা ছিলো অতিবেশি দুর্বল
কোন অজুহাত দিতে বা এমনকি কথা বলতে।
তারপর ইউসূফ বললেন: "তোরা কেন পড়ছো না?
কেন এমন নীরব হয়ে গেলে, কিসে তোমাদের বুকে হানা দিলো?"
তারা জবাবে বললো: "এ মুহূর্তে মৃত্যুকে গ্রহণ করা থেকে নীরবতাই আমাদের
জন্য শ্রেয়।"

পাখিরা সিমোর্গকে আবিষ্কার করে

ত্রিশটি পাখি নিজেদের ভাগ্যলিপি পাঠ করলো
এবং এতে দেখতে পেলো প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি ক্ষণের বর্ণনা-
তাদের আত্মা যাকিছু ছিলো এবং যাকিছু করেছে;
তাতো সবই ছিলো অতিরিক্ত মন্দ, কিন্তু পাঠ করতে করতে বুঝতে পারলো
তারাই সুন্দর ইউসূফকে ক্রীতদাস বানিয়েছিলো-
তারাই তাঁর স্বাধীনতা খর্ব করেছিলো এবং ফেলে দিলো গভীর কূপে
তারপর অজ্ঞতাহেতু স্বর্ণের বদলে বিক্রি করে দিলো।
তুমি দেখতে পারো না প্রতিটি শ্বাসে কেমন করে
ঐ কূপে ইউসূফকে বিক্রি করে দাও,
এবং তা-ও বুঝতে অপারগ তিনিই হবেন রাজা আর তুমি-
উলঙ্গ হয়ে তাঁরই দরবারে যেয়ে ধূলিকণাসম শিরনত করবে?
সংশোধনের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত পাখিদের আত্মা গুঁড়ো হয়ে গেল
এবং তারা লজ্জায় ছোট্ট থেকে ছোট্ট হলো।
তারপর লজ্জা হেতু তাদের আত্মা পৃথিবীর বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে
ফিরে পেতে থাকে একটি নতুন জীবন সেই উজ্জ্বল স্বর্গীয় চিরন্তন জ্যোতি থেকে-
তাদের আত্মা অতীতের সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে এলো;
আগের জীবন ও আগের সব কর্ম আর ছিলো না অবশিষ্ট।
তাদের এ নবজীবন তো এসেছে ঐ অতিকাছের সূর্যের জ্যোতি থেকে
এবং এর উজ্জ্বল অংশুমালায় তারা হয়েছে উদ্ভাসিত এককত্বের সায়রে।
তারপর সেখানে সিমোর্গের নূরোজ্জ্বল মুখশ্রী এলো ভেসে-
তারা দেখলো তাদেরকেই, জগতের সিমোর্গ- বিস্ময়তায় তারা তাকিয়ে থাকে
এবং অবশেষে সাহস করে উপলব্ধির- তাদেরই মাঝে আছে সিমোর্গ এবং
শেষ হয়েছে ভ্রমণ।

তারা দেখলো সিমোর্গ তাদের মাঝে তারপর অপর এক সিমোর্গ দৃষ্টিতে এলো;

তারা দু'জনের দিকে তাকায় এবং দেখতে পায় দু'জনই এক,
এটাই তো! এটাই সত্য! আকাঙ্ক্ষা হয়েছে পূর্ণ।
ভেতরে শব্দহীন বাক্যে তারা প্রশ্ন করেঃ "এই রহস্যের অর্থ কি বা হয়,
তারাতো অজ্ঞতায় হয়েছে বোকা- কি করে এটা সত্য হয় যে,
'আমরা' এখানে 'তুমি' থেকে আলাদা নয়?"
এবং নীরবে তাদের হৃদয়ে প্রভূ নূরোজ্জ্বল জবাব দেনঃ
"আমি তো একটি আরশি তোমাদের চোখের সম্মুখে স্থাপিত,
এবং যে কেহ এসেছে আমার দরবারে সে দেখেছে 'নিজেকে'
তাদের আপন একক বিরল বাস্তবতা;
তোমরা এসেছো ত্রিশটি পাখি, তাই দেখেছো এই আত্মসম ত্রিশটি পাখি,
কমও নহে, নহে বেশি;
তোমরা যদি চলিশ, পঞ্চাশ আসতে এখানে
তবে প্রতিত্তোরে দৃশ্য হতো এই চল্লিশ, পঞ্চাশ;
যদিও তোমরা অনেক দূরের রাস্তা পাড়ি দিয়েছো, সয়েছো অতিবেশি দুঃখ-
যাতনা-বেদনা,
এটা তো তোমরা তোমাদেরকে ও যা তোমরা তা করো অবলোকন।"

"তোমরা কতো ভেবেছো- তোমারা জানো ও দেখো; কিন্তু এখন তো তোমাদের
জানা হয়ে গেছে- যাকিছু তোমরা বিশ্বস্ত ভাবতে তাতো সত্য নয়।
যদিও তোমরা প্রতিটি উপত্যকা হয়েছো পার এবং সংগ্রাম করেছো
ভ্রমণ পথের সব অহস যন্ত্রণা ও সংকট সনে,
ভ্রমণ তো ছিলো 'আমার' মাঝে, কার্যাবলী ছিলো 'আমার'-
তোমরা তো সদাছিলে রক্ষিত প্রাণের কেন্দ্রীয় মাকামে।
আর যেহেতু তোমরা ত্রিশটি পাখি এসেছো, তোমরা দেখলে এই ত্রিশটি পাখি-
যখন আমাকে করলে আবিষ্কার- সেই সিমোর্গ (ত্রিশ-পাখি)।
মহাসত্যের সর্বশেষ অচলন্ত অলংকার, সেই নূর যার মাঝে মৈর্ত্যের দৃষ্টিতে
তোমরা হারাবে।
শূন্যে হবে পরিণত সেই অবধি যখন আবার তোমরা আমার মাঝে ফিরে পাবে
আপনকে যা ছিলে তোমরা এ ভ্রমণে আসার আগে।"

তারপর, সিমোর্গের শব্দগুলো যখন তারা শোনছিলো,
তখন এক অবলুপ্তির শিহরণ পাখিদের করে দিলো আড়ষ্ট-
তাদের অস্তিত্বের সবকিছু শূন্য হলো,
তারা এবার হারিয়ে গিয়েছে যেমনটি সূর্যালোকে ছায়া হয় বিলুপ্ত;
পথিকরা ও তাদের পথপ্রদর্শক কেউ ছিলো না
সিমোর্গ কথা বলা বন্ধ করলো এবং সব হলো নীরব।

মনছুর হাল্লাজের দেহভষ্ম

মানছুর হাল্লাজের দেহ যখন পুড়ে হলো ছাই
এক সূফি সেথা এসে লাঠি দিয়ে ভষ্মকে নেড়ে নেড়ে বললেন:
“কোথায় সে চিৎকার ‘আনাল হাক্ব’ পালিয়ে গেল?
যা কিছু তুমি চিৎকার দিলে, যাকিছু তুমি দেখলে ও জানলে,
সবছিলো আসল সত্যকে পাবার জন্যে যা তুমি এখন জানো।
তোমার নির্যাস জীবন্ত; ওঠো এবার এবং ভয় করো না,
ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে ওঠো, ওঠো এবং বিলীয় হয়ে যাও-
যতোসব ছায়া একক সে চিরন্তন জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখে কিছুই নয়।”

পাখিদের নবজীবন

এক সহস্র শতক গেল পার হয়ে,
তারপর ঐ পাখিরা, মৃত্যুকে তৃপ্তিতে গ্রহণ করে,
অবলুপ্তিতে বিলীন হয়ে, দেখলো তাদের আপনকে
তাদের মাঝে আবারও স্থিত,
শূন্যতা পরে তারা ফিরে পেল অনন্ত জীবন ও আত্মপরিচিতি।
এই শূন্যতা ও জীবন কি বা হয় তা পারেনি প্রকাশ করতে কোন জিহ্বা
গায়নি কোন কণ্ঠ এর গীতি সঠিকভাবে-
যারা বলতে জানে তারাও এই মহাগুপ্ত থেকে অনেক দূরে থেকে যায়,
শুধু উপমাতে তারা করেছে চেষ্টা সেই মহাসত্য বলে দিতে যা-
মানবের সীমিত জ্ঞান প্রকাশ করতে অপারগ।
তবে এসব প্রকাশ করার চেষ্টা আমার এ পংক্তিগুলো নয়;
এরই জন্যে হবে প্রয়োজন আরেক সময় ও আরেক গ্রন্থ-
এবং যারা এপথে চলে তারা তো দেখবে এই শূন্যতা ও অসীমত্ব কিবা হয়;
যদি তুমি এই জাগতিক ভ্রমণে চলতে থাকো
তবে কখনও বুঝবে না, দেখবে না, অতিক্রম করবে না সেই নূরোজ্জ্বল
তোরণমার্গ।

কেন তুমি করছো ব্যর্থ এ জীবন আলসেমী নিদ্রামাঝে?
জেগে ওঠো, মনে রেখো কিছুই তুমি ধরে রাখতে পারবে না;
এ জগতকে আটকে রেখে কি হবে তোমার মুনাফা,
এ ধরা তো একদা ধ্বংস হতেই হবে?
জেনো, তিনিই মানবের বীজ সৃষ্টি করে লালন করেছেন
যাতে সে বেড়ে ওঠে প্রজ্ঞায় সেই উচ্চস্তরে
তখন সে তাঁর গুপ্ত রহস্য জানার যোগত্য অর্জন করে,
সে দেখতে পায় অনন্তের লুকানো মহারহস্যাবলী।
কিন্তু এ স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় স্তরে এসে সেই বীজ পারে না থাকতে স্থিত,
ধূলিতে হবে নত, পরিত্যক্ত, শূন্যতায় পুনঃর্গমণ, বিচ্ছুরিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত,

শুরুর প্রাথমিক স্তরে বিলীন-
ওখানে, হারিয়ে যাবে অনস্তিত্বে, তবে তা শুনবে যে মহাসত্য
ঐ প্রাথমিক আঁধারকে বিলুপ্ত করেছে এবং,
যখন তিনি মানবকে নিয়ে আসেন ফাঁকা শূন্যতায়,
তিনি দেন তাকে জীবন চিরকালের জন্যে।
তুমি তো জানো না কিবা আছে সম্মুখে;
চিন্তা করো গভীরে যেয়ে, ভাবো, হয়ো না বিপথগামী-
যেই অবধি আমাদের রাজাধিরাজ তোমাকে তাঁর সৌন্দর্যদর্শন থেকে বঞ্চিত রাখবেন
তুমি তাঁর সম্মুখে হাজির হতে পারবে না;
তুমি জীবনের আশা করতে পারো না, যদি না
পেরিয়ে যাও এই শূন্যতার একচ্ছত্র ছায়া।
প্রথমে তোমাকে তিনি ধূলি ও কাদায় বিনীত করাবেন,
তারপর প্রদান করবেন সে বিজয় যা তুমার আকাঙ্ক্ষা।
প্রথমে শূন্য হও! এবং এরপরই তুমি হবে অস্তিত্বশীল,
তুমি পারো না বাঁচতে জীবন ও নফস উভয়টি নিয়ে-
শূন্যতায় পৌঁছাবধি তুমি দেখতে পারবে না
যে অনন্ত জীবনের জন্য তুমি আকুল-আকাঙ্ক্ষা করো।

বাদশাহ কর্তৃক প্রেমিককে কতল করার নির্দেশ

সাতরাজ্যের এক রাজা ছিলেন যেন দ্বিতীয় আলেকজান্দ্রার
যার নির্দেশে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে সৈন্যরা যেতো
তার শক্তি-মাহাত্ম্য পূর্ণিমার চাঁদকে গ্রহণে ফেলে আঁধার করে দিতো।
তার ছিলো এক বিজ্ঞ মন্ত্রী, যার প্রজ্ঞাময় উপদেশ
ছিলো সুপরিজ্ঞাত, বিচক্ষণ ও সঠিক।
এই মন্ত্রী ছিলো এক যুবকের পিতা- একটি অপূর্ব সুদর্শন ছেলে, একটি অতুলনীয় নিখুঁত প্রাণী;

কোন মানুষ কখনো দেখেনি এমন প্রশান্ত সৌন্দর্য
তার মুখশ্রী ছিলো সূর্যের মতো; তার প্রতিটি বক্রতা সন্ধ্যার আলো,
ভোরের স্নিগ্ধ আলেয়ার সাথে মিশ্রিত মেশকের সুস্বাধু সৌরভী;
তার ক্ষুদ্র মুখবিহ্বর ছিলো অবিনশ্বর জীবন দানকারী স্রোতস্বিনীর জল থেকেও পবিত্র,
এবং তার অবয়বের উপর এক ফলক দৃষ্টি দিতে আকাশের শততারা জড়িত হতো;
তার হরিণতুল্য চোখ দু'টোর উপরে ছিলো ভ্রূ-যুগল যেন দু'টি ধনুক
দৃষ্টিতে তার শতহৃদয় হতো মায়ার যাদুমন্ত্রে বিভোর;
তার দু'টো ওষ্ঠ ছিলো যেন সিল্কের ঝলক
এ থেকে বেরিয়ে আসতো বসন্তের এক মিষ্ট নবযৌবনা গোলাপ;
কি আর বলবো? এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্যের বৃত্তান্ত তো
আমার মতো কোন মৈর্ত্যের জীবীর জন্য সম্ভব নয়।
তার রাজা একদা তাকে দেখতে পেলেন- এবং মুহূর্তে মহব্বতের আবেগ এসে তাকে করে দিলো এক নেশাযুক্ত সর্বত্যাগী,
এ যেন পূর্নিমার চাঁদ আকাশে ফুটে তার সম্রাটকে উদিত করেছে।
এশকের তীব্র আকাঙ্ক্ষা রাজার ভেতরে অগ্নি জ্বালিয়ে দিলো,
ক্ষণকাল সেই ছেলেটি ছাড়া অতিক্রম করা হলো নরকসম।
দিন যায় নিশি যায় আপন পাশে রেখে রেখে এ সুন্দর প্রাণী,
তার কানে রাজা কানকথায় বলতে থাকেন কতোনা গুপ্ত কথা।
আর রাতজাগা সহিতে না পেরে যখন ছেলেটির চোখে নিদ্রা আসে
রাজা তখন রেখে দেন এক অতন্দ্র প্রহরী সদা তার পাশে।
এ ইশক ছিলো না নারী-পুরুষের কিংবা পুরুষ-পুরুষের
এটা তো ছিলো আশিক-মাশুকের- দেহাকর্ষণ থেকে উর্ধ্বে।
ঘুমন্ত আশিকের মুখশ্রী পানে তাকিয়ে থেকে
রাজা কেটে দেন নিশীর পর নিশী অশ্রুভরা চোখে,
ছুঁড়ে দেন বাদশাহ প্রেমিকের ঘনকালো কেশে রজনীগন্ধার গুচ্ছ
না হয় অতি আদরে বারং বার আঁচড়াতে থাকেন চুল চিরুনী দিয়ে,
এবং তারপর প্রেমের ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস আবেগে কণ্ঠে ওঠে হঠাৎ করুণ চিৎকার

চেখো আসে অশ্রু যেন মেঘ থেকে আগত অঝোর বারিধারা,
না হয় রাজা তার প্রেমিকের সম্মানে আড়ম্বর ভোজসভা করেন,
না হয় একাকী তাকে নিয়ে পানাহার করেন- সংগোপনে মহানন্দে-
তিনি তার মুখশ্রী বিহীন সান্ত্বনা নাহি পান,
একটি ক্ষণ তাকে ছাড়া যেন অনন্ত সমান।
যুবকটি কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্বস্থিবোধ করতে থাকে
সে তো হয়ে গেছে ক্লান্ত তার প্রভূর এহেন আগ্রহ পেয়ে।
ভীষণ ভয় তার মনে, যদি সে একটি বারের মতো দূরে চলে যায়
রাজা তাকে শূলে চড়াবেন এরূপ বে-আদবী হেতু।
তার পিতা-মাতাও কিছু বলার সাহস করতে পারে না,
তারা তো দেখতে চায় তাদের আদুরে ছেলেকে প্রতিটি ক্ষণে-
তারা অপারগ এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে
রাজা তো তাদের বাচ্চাকে করেছেন আপন দরবারের কয়েদী।

রাজদরবারে এক যুবতী মেয়ে ছিলো, সে ছিলো অপূর্ব সুন্দরী
যার মৃদু হাসিতে কক্ষের ভেরত যেন সূর্যালোকে ভরে যেতো।
এই যুবতীর দৃষ্টিপরে ঐ ছেলেটি পড়লো একদা,
সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের আগুন তার আকাঙ্ক্ষিত লোভী হৃদয়ে জ্বলে উঠলো।
একরাতে যখন বাদশা ছিলেন নেশার ঘোরে
ছেলেটি চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লো রাজকক্ষ থেকে।
উপছে-পড়া যৌবনা মেয়েটির কাছে যেয়ে সে অচিরেই লুটিয়ে পড়লো তার পাশে,
রাজার নেশা যখন কেটে গেল গভীর রাতে
প্রেমিককে কক্ষের ভেতর দেখতে না পেয়ে রাগে-গোস্বায় হলেন বেহুঁশ
নাঙ্গা তরবারি হাতে খুঁজতে থাকেন প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষে,
এরপর পেলেন তার ইশকের পাত্র ও যুবতী পড়ে আছে গভীর আলিঙ্গনে!
প্রেম ও ঘৃণা আলাদা করা নাহি যায়;
তাই রাজার হৃদয়ে উঠলো জ্বলে হিংসার দাবানল।
চিৎকার দিয়ে বলেন: “তুমি কি করে অপরকে প্রেমিক বানালে?
এটা কেমন প্রতারণা, কি করুণ এই আত্মম্ভরিতা ও গর্ব?

আমি যা দিয়েছি তোমাকে তা কখনো কোন লোক দিতে পারে নি,
তাহলে এটাই কি তার প্রতিদান?
ভেবে কি দেখেছো একটি বার-
আমার প্রাসাদ ও রাজ্যের চাবি ছিলো মুঠোয় তোমার;
তুমি ছিলে আমার অতিকাছের বন্ধুজন;
কিন্তু তারপরও তুমি গোপনে চলে এলে এই যুবতীর পাশে নফসের লালসা হেতু-
মেকী দাস, তুমি তো আর কোন দিন আমার একান্ত আপন হতে পারবে না!"

ক্ষণকাল নীরব থেকে রাজা নির্দেশ দিলেন ছেলেটিকে আটক করতে
বেঁধে তাঁকে শক্ত দড়িতে টেনে টেনে নিয়ে গেলেন-
যুবকের রূপালী দেহ হলো তার প্রভূর বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।
বাদশাহ নির্দেশ দেন, "এই বিশ্বাসঘাতক প্রাণীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করো!
সবাই যেনো বুঝতে পারে, আমার প্রেমের আবেগে যে পড়ে
সে যেন আর কখনও অপর কারো দিকে দৃষ্টি না দেয়।"
বাদশাহর নির্দেশ পালনে দরবারের সবাই মাতা নত করে-
যুবকটি মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে থাকে।

যুবকের পিতা শুনে তার ছেলের করুণ পরিণতি
ক্রন্দন করতে করতে বলে: "কি সে কষ্টকর জরুরত
আমার ছেলেকে বানিয়েছে রাজার এতবড় শত্রু?"
দু'টি গোলাম ছেলেকে ধরে রেখেছিলো- পিতা গেল সেথা,
তাদের কাছে সে পিতৃব্যশোকের সাধারণ প্রতিক্রিয়া করে ব্যক্ত,
দু'জনকে দু'টি মুক্তা প্রদান করে বললো:
"নেশায় আমাদের রাজাকে করেছে মত্ত:
তিনি অবশেষে আমার ছেলের অহেতুক দুর্ভাগ্যে হবেন আহত,
কিন্তু যখন তিনি ফের হবেন প্রকৃতিস্থ তখন তো দেরী হয়ে যাবে;
যে কেহ আমার পুত্রকে হত্যা করবে তারপর সে-ও মৃত্যুমুখে পতিত হবে।"
দারোয়ানরা জবাব দেয়: "যদি তাঁর নির্দেশ পালিত না হয়
তবে আমাদের মৃত্যু অবিনার্য- যদি এখানে এসে তিনি দেখেন

কোন রক্তাক্ত মরদেহ নেই, তবে পরবর্তী মৃত্যুদণ্ডাদেশ হবে আমাদের প্রতি!”
বিচক্ষণ মন্ত্রী তখন তাদের সম্মুখে নিয়ে এলেন এক সত্যিকার খুনী-
রাজদবারে যাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো,
সে ছিলো অপেক্ষারত একটি হাযতখানায় ফাঁসীর জন্যে-
দল্লাজরা তাকে উলঙ্গ করে পায়ে বেঁধে দড়ি
টাঙ্গিয়ে রাখলো মস্তক মাটির দিকে শূন্যে,
এদিকে যুবককে তারা লুকিয়ে রাখলো একটি সুরক্ষিত কক্ষে
করুণ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলো সে বিচক্ষণ পিতার হস্তক্ষেপে।

পরের দিনের প্রভাতী আলেয়া এলো; বাদশাহ্ এখন অনেকটা হুঁশ ফিরে পেয়েছেন,
কিন্তু তখনও তার ভেতরে ভীষণ রাগ করছে ক্রিয়া।
তিনি দুই গোলামকে তলব করে, জিজ্ঞাসা করেন:
“আমি যে অকৃতজ্ঞ কুকুরটি তোমাদের হাতে দিয়েছিলাম
তাকে তোমরা কি করেছো?”
তারা জবাব দেয়: “আমারা এই হতভাগাকে বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছি
তারপর পায়ে বেঁধে ঝুলন্ত রেখেছি যাতে দরবারের সবাই দেখতে পারে
তার উপযুক্ত শাস্তির নমুনা-
সে এখনো আছে ঝুলন্ত, হে আমাদের প্রভূ, মস্তক অবনত ও মৃত।”
বাদশাহ খুশী হয়ে দু’জন গোলামকে প্রতিদান করলেন
এবার তারা হলো মুক্ত মর্যাদাশীল জন।
বাদশাহ বললেন, “তাকে ওখানে ঝুলন্ত থাকতে দাও, আজরাত গভীর অবধি-
এই লজ্জাস্কর দৃষ্টিতে আছে এক শিক্ষা সবার জন্যে!”

কিন্তু রাজার প্রজারা যখন এ ঘটনা শ্রবণ করলো
চুপিসারে সবার হৃদয় কাতর হলো ও গলে গেল;
তারা দলে দলে ঐ ঝুলন্ত লাশের পাশে এসে দেখতে লাগলো
কিন্তু কেউই লাশের মালিক আসলে কে তা বুঝতে নাহি পারে
তবে তারা ঐ যুবকটি ভেবে গোপনে গোপনে ক্রন্দন করে;

সারাদিনব্যাপী শহরের বাসিন্দারা দেখলো- চুপিসারে ব্যতিত হলো,
ভেতরের দৃষ্টির প্রাপ্ত বেদনার সাক্ষী রাখলো চোখের অশ্রু বুকেতে ভেসে।

গত হলো ক'টি দিন; রাজার গোস্বার হলো অবসান,
একই সঙ্গে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠলো হৃদয়ে দুঃখ-বেদনা-
প্রেম তাকে করে দিলো দুর্বল; এই সিংহ-হৃদয় বাদশাহ এবার
হলেন এক নগণ্য পিপীলিকা, একান্ত ভয়ে কাতর।
তারপর মনে পড়লো কিভাবে তিনি যুবকটির মহব্বতে
বসে থাকতেন দিবানিশী, তখন প্রেম যেন ছিলো অফুরন্ত অসীম,
এ ভাবনা তাকে আরও কাতর করে দিলো
অসহ যন্ত্রণা হৃদয়ে জেগে উঠলো; তিনি বুঝলেন অশ্র উত্তিত হয়ে
ক্রন্দনকেও পেরিয়ে যাচ্ছে তার পতিত চোখ দু'টো ভেসে।
ভীষণ আফসোস তাকে গিলে ফেললো; কারণ ও সহিষ্ণুতা পালিয়ে গেল,
এবং মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে তার মর্যাদাশীল মস্তক।
শোকের কালো বস্ত্র পরিধান করলেন তিনি, ছেড়ে দিলেন খানাপিনা, নিদ্রা,
একা একা নিজেকে বন্ধী করে শুধু শুধু ক্রন্দনে হলেন রত।
রাত এলো; তিনি বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়
চিৎকার দিয়ে নিজের ভুলের কথা ব্যক্ত করেনঃ
"আমি এমন এক করুণ পরিণতি ডেকে আনলাম, আমি তখল ছিলাম অন্ধ।"
বেদানায় তাঁর হৃদয়কে আড়ষ্ট করে দিলো; চোখের অশ্রু ঝরে বন্যার মতো;
নিজের অবয়বকে করেন রক্তাক্ত ঐ লাশের খুন দিয়ে,
কাঁদতে কাঁদতে তিনি ক্ষয় হতে লাগলেন-
একটি মোমের বাতি যেরূপ জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়,
সেই অবধি যখন এ দীর্ঘ দুঃখের রাতের হলো অবসান।

চল্লিশ রাতভর দুঃখ-বেদনার ভীষণ করুণ ক্রিয়া
রাজাকে বানিয়ে দিলো একটি সরু কেশের মতো;
চল্লিশ রাতভর তার সিংহাসনের কাছে যেতে কেউ পেল না সাহস
অথবা কথা বলতে তার সঙ্গে, সবাই তাঁর থেকে পড়ে থাকে দূরে।

স্বপ্নে তিনি দেখতে পান ঐ যুবককে- তার মুখটি ছিলো সাদা,
পড়ন্ত অশ্রুতে সিক্ত; তার আপাদমস্তক ছিলো লালখুনে রাঙা।
বাদশাহ চিৎকার দেন: "হে আমার আত্মার প্রশান্তি! কিসে তোমাকে
এ করুণ অবস্থায় পতিত করেছে?"
ক্রন্দরত ছেলেটি জবাব দেয়: "তোমার গর্ব ও অকৃতজ্ঞতা
আমার অবস্থা এরূপ করেছে- এটাই কি তোমার ঈমান?
একটি কল্পিত দৃশ্যকে ভিত্তিকরে তুমি আমার চামড়া রক্তাক্ত করে দিলে,
প্রেমিকরা কি এভাবেই কার্য করে? কোন বেঈমানও তার ভালোবাসার পাত্রকে
এহেন কষ্ট দেবে না;
কিবা ছিলো আমার অপরাধ, যার কারণে আমাকে ফাঁসীর রশি গলায় পরে মরতে
হলো,
এবং আমি হলাম পথিকের জন্য এক লজ্জাস্কর দৃশ্য?
আল্লাহ আমার মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ নেবেন; আমি মুখ ফিরে নিচ্ছি
কিন্তু দেখা হবে তোমার সঙ্গে শেষবিচার দিবসে!"

বাহশাহ জেগে উঠলেন, তখনও কাঁপছেন এই অশান্ত স্বপ হেতু;
গভীর বেদনা তাকে আড়ষ্ট করলো; শুরু করলেন তিনি ক্রন্দন এবং
এই শোকাহত অবস্থায় কাতর হয়ে দেখলেন
উন্মত্ততা খুলে গেছে একটি দরজার মতো।
তিনি চিৎকার দেন: "প্রিয় হৃদয় ও আত্মা! তোমার লজ্জাকর মৃত্যু
আমার হৃদয় ও আত্মাকে শ্বাসরুদ্ধ করে শোকের সায়রে ভাসিয়েছে-
তুমি আমাকে ভালোবেসেছো এবং আমার জন্যে মৃত্যুকে করেছ বরণ;
কিন্তু কোন সে বোকা আমার মতো তার মহামূল্যবান মণি-মুক্তা ভেঙ্গে করবে
চুরমার?
আহ! আমি কোনো হত্যা করেছি আমার একমাত্র ইশক, এবং
ভীষণ কষ্টবোধ, নির্যাতন ও মৃত্যু তো আমার প্রাপ্য!
যেখানে আছো তুমি লুকিয়ে, হে আমার বাচ্চা!
আমাদের বন্ধুত্বের সবক'টি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হতে দিও না;
এটা তো আমিই আমাকে হত্যা করেছি!

তুমি আমার কার্যের আঁধারকে
ফিরে নাহি দাও আরও আঁধার দিয়ে ঢেকে;
আমি শুধু তোমারই জন্যে শোকাহত
তোমারই জন্যে আমি ক্রন্দনে রত-
শুধু তুমিহেতু আমি ধুলায় লুটিয়ে পড়ি একা-
হও দায়ালু আমার প্রতি; বলো, তোমার একটুও অস্তিত্ব
আমি কোথায় খুঁজে পাই- আমার নিঃস্ব মনকে একটু সান্ত্বনা দিতে?
আমি তোমাকে প্রতারিত করেছি, কিন্তু তুমি দেখাও একটু উদারতা-
একদা তোমার সঙ্গে যে আরচণ করেছি সেরূপ আমকে করোনা তুমি পরিত্যক্ত।
আমি তোমার দেহের রক্ত ঝরিয়েছি, কিন্তু তুমি ঝরিয়েছো আমার আত্মার খুন-
আমি নেশায় বিভোর হয়ে সেই করুণ কার্য করেছি;
দুর্ভাগ্য আমাকে সেই ক্ষণে ভুলিয়েছে আমার মর্যাদাশীল অবস্থান।
তুমি যখন ছেড়ে গেলে পৃথিবী আমার আগে
তাহলে কি করে আমি একা থাকবো এ ধরায়?
হ্যাঁ, একটি ক্ষণের অনুপস্থিতি আজ হত্যা করছে আমার মন ও হৃদয়;
আরো একটি ক্ষণ বেশি হলে, দেহ ও প্রাণ হবে আলগ-
তোমার রাজার আত্মা ঘুরছে এবার যাযাবর, হয়েছে প্রস্তুত
রক্ত-মূল্যের দিতে প্রতিদান এবং মৃত্যুকে বরণ করে নিতে!
ওহ! আমার মৃত্যু আমাকে কোনো বেদনা দিচ্ছে না,
কিন্তু আমার অচিন্তনীয় কঠোর হৃদয়ের পশুত্ব আমাকে দিচ্ছে ভীষণ কষ্ট;
যতোই বেশিক্ষণ আমি ভিক্ষা ও কাতর আবেদন করি না কেন,
আমি জানি কোন কিছুই এই পাপিষ্ঠ কার্যের ক্ষমাদান করবে না।
হে আল্লাহ! তুমি কেটে দিয়েছো আমার গলা, আমাকে ভীষণ শোকে
ফেলে দিয়েছো মৃত্যুকে বরণ করে নিতে!
আমার আত্মা তো প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও নৈরাশ্যে জ্বলে হয়েছে ছাই;
আমার মধ্যে কোন একটি স্থান নেই যা এ বন্য অনুতাপে ক্ষত-বিক্ষত-আহত হয়নি-
আর কতো কাল, হে প্রভূ! এ নিঃস্বতা আমার ভাগ্যে পড়ে থাকবে?
প্রভূ! আমাকে শুধু এখনই ক্ষয়-ধ্বংস হতে দাও;

আমি সানন্দে তুলে দেব আমার আত্মা মৃত্যুর কাছে; আমার তো বাঁচার ইচ্ছা আর নেই।”

তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে লুটিয়ে হতভম্ব, দুর্বল ও জ্ঞানহারা,
এবার ভীষণ নীরবতা তার আবেগময় অভিযোগকে করে দিলো স্তব্ধ।
কিন্তু নিকটেই ছিলো সাহায্যের হাত; মন্ত্রী শোনলো প্রতিটি অনুতাপের বাক্য-
সে বেরিয়ে আসলো তার গুপ্তস্থান থেকে এবং
আপন ছেলেকে সাজালো মর্যাদাশীল বস্ত্রে- যেন এক সম্মানিত অতিথি,
এরপর তাকে পাঠিয়ে দিলো রাজার কাছে।
যুবক যেন উদিত হলো মেঘের ফাঁক থেকে চাঁদের মতো;
শ্বেতবস্ত্রে আবৃত- সে তার রাজার সমানে এসে মাতা নত করলো,
এবং কাঁদতে থাকে যেরূপ বসন্তের মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে ফোটায় ফোটায়।
এরপর দুর্বল বাদশাহ দেখেন এ যুবককে- কোন শব্দ-বাক্য পারে না বুঝাতে
এই ক্ষণকালের কী আনন্দ-প্রশান্তি খেলা করে গেল তার হৃদয়পুরে।
তারা জানে এহেন অবস্থা কোন মানবের পক্ষে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়;
এই পংক্তির মালা কখনো কেউ পারেনি রচনা করতে; আমরাতো বেশি দুর্বল।
নিঃস্বতা যে রাজা এতোকাল সহেছিলেন- তার হলো অবসান
এবং তারা তো এখন মিলনে বিভোর- এখন হয়েছেন ঐক্যবদ্ধ একক।

কোন পরিচিতহীন পারেনি তাদের অবস্থা জানতে, পারেনি বুঝতে
গুপ্তকথা তারা একে অন্যকে যা বললো-
অবশেষে সংগোপনে, একত্রে তারা পরামর্শ করে;
অন্ধ হয়েও তারা একে দেখে অন্যকে এবং শোনে কতো কথা বধির কানে-
কিন্তু কি করে এ ব্যাপারে বলতে পারি?
আমি তো জানি, আমি যদি জ্ঞানের সঙ্গে করি প্রতারণা
আমি অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হবো;
এটা যদি হতোনা নিষিদ্ধ বলে দিতে এহেন মহাসত্য তাদের কাছে
যারা এ পথে চলে এই উচ্চ মাকামে আসেনি,
তবে আমাদের আগেকার মহাত্মনরা কিছুটা ইশারা দিতেন;

কিন্তু আসেনি কোন এহেন ইশারা, এবং নীরবতা হতে হবে আমারও কর্তব্য।
এখানে বাগ্মীতা পাবেনা কোন মুক্তা শুধু একটি ছাড়া,
আর ততো এই নীরবতা যখন মাকামে মাকছুদে করবে অবশেষে আরোহণ।
সর্বাপেক্ষা বাকপটুও এখানে এসে নীরবতার প্রেমে পড়ে যাবে,
সে ভুলে যাবে চিরতরে আপনার বাণিজ্য,
এবং আমিও এবার স্তব্ধ হচ্ছি; আমি পথের অবস্থা বর্ণনা করেছি-
এখন তো তোমাকে পথে চলার পালা- আর তো কিছু বলার নেই।

------------ সমাপ্ত ------------